শুক্রবার
২৩ অক্টোবর ২০২৬
৭ কার্তিক ১৪৩৩
১২ জামাদিউল আউয়াল ১৪৪৮
রেজি: ডিওএইস ৭৩৩৯৬১৭
বর্ষ ২৯ ■ সংখ্যা ৪৩

সত্যের সন্ধানে অবিচল

খবর

www.khabor.com

Scan for visit Khabor.com

খেলাধুলা ১৫
মেসির জোড়া গোলে আটলান্টাকে ৩-১ ব্যবধানে হারাল মায়ামি

তথ্য-প্রযুক্তি ২৪
৬জি প্রযুক্তি কী? কবে চালু হবে

আন্তর্জাতিক ১১
ফ্রান্সে ব্যাপক বিক্ষোভ থেকে দাঙ্গা

বিনোদন ২১
আয়োজকদের বিরুদ্ধে আকাঙ্ক্ষার 'অপহরণে'র অভিযোগ

সৌদিতে দণ্ডপ্রাপ্ত আরও ২০ বাংলাদেশি

শিহাব মনোয়ার ওয়াহিদ, ঢাকা:

সৌদি আরবের কারাগারে বন্দি আরও ২০ বাংলাদেশির নাম দণ্ডপ্রাপ্তদের তালিকায় পাওয়া গেছে। কিন্তু তাঁদের কী অপরাধে কত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে, নাকি মৃত্যুদণ্ডের রায় হয়েছে–সে বিষয়ে কোনো তথ্য নেই সৌদি সরকারের পাঠানো নথিতে। এমনকি জেদ্দায় বাংলাদেশ কনস্যুলেটও তাঁদের সাজার বিস্তারিত জানে না। সম্প্রতি দুই বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পর নতুন এই তথ্য প্রবাসীদের নিরাপত্তা ও কনস্যুলার সহায়তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও কনস্যুলেট সূত্রের বরাতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা গেছে, গত ৩০ সেপ্টেম্বর সৌদি কর্তৃপক্ষ দেশটির বিভিন্ন কারাগারে আটক ২ হাজার ৪৬১ বাংলাদেশির একটি তালিকা জেদ্দায় বাংলাদেশ কনস্যুলেটে পাঠায়। তালিকায় ২২ জনের নামের পাশে 'দণ্ডপ্রাপ্ত' উল্লেখ থাকলেও তাঁদের রায়ের সারসংক্ষেপসংক্রান্ত ঘর ফাঁকা রাখা হয়েছে। এই ২২ জনের মধ্যে সম্প্রতি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়া দুই বাংলাদেশিও ছিলেন। ফলে বাকি ২০ জনের এরপর পৃষ্ঠা ২৬

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদকাল

৩ লাখের বেশি মার্কিন ভিসা বাতিল

ওয়াশিংটন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি নাগরিকদের তিন লাখের বেশি ভিসা বাতিল করা হয়েছে। অবৈধ অভিবাসন প্রতিরোধ, জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং অভিবাসন ব্যবস্থায় জালিয়াতি বন্ধের লক্ষ্যে প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপের অংশ হিসেবে এসব ভিসা বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর। মঙ্গলবার (২০ অক্টোবর) প্রকাশিত সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ২০ জানুয়ারি ট্রাম্প দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ভিসা বাতিলের সংখ্যা তিন লাখ ছাড়িয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র টমি পিগট দাবি করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে কোনো প্রশাসন এত দ্রুত এত বিপুলসংখ্যক ভিসা বাতিল করেনি। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারিতে বাতিল হওয়া ভিসার সংখ্যা ছিল এক লাখের বেশি। আগস্টে তা বেড়ে দাঁড়ায় এক লাখ ৭৫ হাজারে। সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ সংখ্যা আড়াই লাখ ছাড়ায়। আর অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে তা তিন লাখের সীমা অতিক্রম করে।

সূত্র: মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ঘোষণা ও সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য। ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, ভিসা বাতিলের পেছনে প্রধানত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড, অভিবাসন আইন লঙ্ঘন, প্রতারণা এবং জাতীয় নিরাপত্তার ঝুঁকির বিষয়গুলো কাজ করছে। পররাষ্ট্র দপ্তর যেসব কারণ উল্লেখ করেছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে–

সহিংস অপরাধ, হামলা ও অন্যান্য ফৌজদারি অভিযোগ।

মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো এবং মাদকসংক্রান্ত অপরাধ। ভিসা আবেদনে মিথ্যা তথ্য প্রদান ও প্রতারণা। যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আইনের শর্ত লঙ্ঘন। জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচিত কর্মকাণ্ড। সন্তানকে মার্কিন নাগরিকত্ব দেওয়ার এরপর পৃষ্ঠা ২৬

- সহিংস অপরাধ, হামলা ও অন্যান্য ফৌজদারি অভিযোগ
- মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো এবং মাদকসংক্রান্ত অপরাধ।
- ভিসা আবেদনে মিথ্যা তথ্য প্রদান ও প্রতারণা।
- যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আইনের শর্ত লঙ্ঘন।
- জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচিত কর্মকাণ্ড।

মাইক্রোসফটসহ আট প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের গ্রিনকার্ড কার্যক্রম নিষিদ্ধ

প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ এখনো তদন্তাধীন

ওয়াশিংটন

যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি দক্ষ কর্মীদের স্থায়ী বসবাসের অনুমতি বা গ্রিনকার্ড পাওয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি থেকে মাইক্রোসফট, অ্যাডোবিসহ আটটি বৃহৎ প্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানকে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করেছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। অভিবাসন ব্যবস্থায় জালিয়াতি ও মার্কিন কর্মীদের চাকরির সুযোগ ক্ষুণ্ন করার অভিযোগে গত ৮ অক্টোবর এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। এর ফলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো আপাতত বিদেশি কর্মীদের জন্য নতুন পার্মানেন্ট এরপর পৃষ্ঠা ২৬

নিউইয়র্কে বিনামূল্যে শিশুদের শিক্ষার সুযোগ

নতুন ১০ হাজার আসনের ঘোষণা

মশিউর মজুমদার

নিউইয়র্ক সিটির দুই বছর বয়সী শিশুদের জন্য বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা ও পরিচর্যা কর্মসূচি '২-কে' (২-ক) সম্প্রসারণের ঘোষণা দিয়েছেন মেয়র জোহরান মামদানি ও নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের গভর্নর ক্যাথি হোকুল। ঘোষিত পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২৭ সালের শরৎকাল থেকে নগরীর বিভিন্ন এলাকায় আরও ১০ হাজার শিশুর জন্য বিনামূল্যে আসন চালুর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হলো কর্মজীবী ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশু পরিচর্যার ব্যয় কমানো এবং অল্প বয়স থেকেই শিশুদের মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা।

নিউইয়র্কে শিশু পরিচর্যার উচ্চ ব্যয় দীর্ঘদিন ধরে পরিবারগুলোর জন্য একটি বড় অর্থনৈতিক চাপ। বিশেষ করে যেসব পরিবারে এরপর পৃষ্ঠা ২৬

ধর্ম যার যার, আমরা সবাই বাংলাদেশি

প্রধানমন্ত্রী

'১৯৭১ সালে যারা যুদ্ধ করেছিলেন, শহীদ হয়েছিলেন, সেদিন আমরা দেখিনি- কে মুসলমান, কে হিন্দু, কে বৌদ্ধ, কে খ্রিস্টান। আমরা শুধু দেখেছি তারা মুক্তিযুদ্ধ করছিল'

চট্টগ্রাম

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, 'আমরা যে যেই ধর্মেরই হই না কেন, ধর্ম আমাদের নিজস্ব বিষয়। কিন্তু আমাদের একমাত্র পরিচয় আমরা বাংলাদেশের নাগরিক।' মঙ্গলবার রাতে চট্টগ্রামের রহমতগঞ্জের জেএম সেন পূজামণ্ডপে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় শেষে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন।

এ সময় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শারদীয় শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, '১৯৭১ সালে এই বাংলাদেশের মানুষ জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছিলেন। যারা যুদ্ধ করেছিলেন, যারা শহীদ হয়েছিলেন, সেদিন কিন্তু আমরা দেখিনি- কে মুসলমান, কে হিন্দু, কে বৌদ্ধ, কে খ্রিস্টান। আমরা কোনো ধর্ম দেখিনি, আমরা শুধু দেখেছি তারা মুক্তিযুদ্ধ করছিল।'

জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানেও ধর্মের পরিচয় মুখ্য ছিল না উল্লেখ করে তিনি বলেন, '২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে এই দেশের মানুষ, ছাত্র-জনতা এক স্বৈরাচারকে বিদায় করেছে। কেউ কিন্তু এরপর পৃষ্ঠা ২৬

সাজেকে ইউপিডিএফের গুলিবর্ষণ

৩ হাজার পর্যটক উদ্ধার

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও পুলিশ যৌথভাবে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করে

ঢাকা

রাঙামাটি জেলার আওতাধীন সাজেকের গঙ্গারাম বাজার এলাকায় আজ বৃহস্পতিবার ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর সশস্ত্র সদস্যরা স্থানীয় জনগণকে জোরপূর্বক মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করে সড়ক অবরোধ এবং পর্যটক ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর গুলিবর্ষণ করে। এ ঘটনায় সাজেক-বাঘাইহাট সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সাজেকে ভ্রমণরত প্রায় ৩ হাজার পর্যটক আটকা পড়েন।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আটকে পড়া পর্যটকদের নিরাপদে খাগড়াছড়িতে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও পুলিশ যৌথভাবে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করে। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।

পর্যটকদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার কার্যক্রম চলাকালে সকাল আনুমানিক ১০টায় গঙ্গারাম বাজার এলাকায় অবরোধকারীরা সড়কে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে পর্যটকবাহী যানবাহনের চলাচল বন্ধ করে দেয়।

এ সময় সেনাবাহিনী ও পুলিশের টহল দল পর্যটকদের নিরাপদে যাতায়াত নিশ্চিত করতে অবরোধকারীদের সঙ্গে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করে। আলোচনা চলাকালে, সকাল আনুমানিক ১০টা ৪৫ মিনিটে ইউপিডিএফের প্ররোচনায় অবরোধকারীরা এরপর পৃষ্ঠা ২৬

কক্সবাজার রিসোর্টে ভয়াবহ আগুন, ১০ জন নিহত

কক্সবাজার

কক্সবাজারের উখিয়ার ইনানী সৈকতসংলগ্ন পাটুয়ারটেক এলাকায় একটি রিসোর্টে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একই পরিবারের ছয়জনসহ অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত শনিবার (১৭ অক্টোবর) সকালে মেরিন ড্রাইভ সড়কের পাশে অবস্থিত 'টুপটুপ রেস্টো অ্যান্ড রিসোর্টে' এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। নিহতদের মধ্যে নারী, শিশু ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রয়েছেন।

তিনতলাবিশিষ্ট রিসোর্টটির অধিকাংশ কাঠামো বাঁশ ও কাঠ দিয়ে নির্মিত হওয়ায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার সময় পর্যটকদের অনেকে এরপর পৃষ্ঠা ২৬

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

সম্পাদকীয়

মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচন : প্রবাসে বাংলাদেশিদের ভবিষ্যৎ কি শুধু দর্শকের আসনে?

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন গণতন্ত্রের পরীক্ষা নাগরিকের দায়িত্ব

আগামী ৩ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মধ্যবর্তী নির্বাচন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রায় দুই বছর পূর্তির প্রেক্ষাপটে এ নির্বাচন কেবল কংগ্রেসের ক্ষমতার ভারসাম্য নির্ধারণ করবে না, বরং আগামী দুই বছরের আইনপ্রণয়ন, অর্থনৈতিক নীতি, অভিবাসনব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক জবাবদিহির গতিপথেও প্রভাব ফেলবে।

যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মধ্যবর্তী নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রক্রিয়া। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাঝামাঝি সময়ে জনগণ প্রতিনিধি পরিষদের সব আসন এবং সিনেটের একটি অংশের প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ পান। এবারের নির্বাচনে প্রতিনিধি পরিষদের ৪৩৫টি এবং সিনেটের ৩৫টি আসনে ভোট অনুষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে গভর্নর, আইনসভা ও স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনও রয়েছে।

বর্তমানে কংগ্রেসের উভয় কক্ষে রিপাবলিকানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। ফলে নির্বাচনের ফলাফল প্রেসিডেন্টের আইনগত অগ্রাধিকার বাস্তবায়ন, বাজেট অনুমোদন এবং প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের ওপর কংগ্রেসের নজরদারির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

অর্থনীতি, জীবনযাত্রার ব্যয়, স্বাস্থ্যসেবা, আবাসন, অভিবাসন এবং নাগরিক অধিকার এবারের নির্বাচনী আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটরা এসব বিষয়ে ভিন্ন নীতিগত অবস্থান তুলে ধরছেন। ভোটারদের সামনে তাই শুধু রাজনৈতিক দল নির্বাচনের প্রশ্ন নয়; বরং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রস্তাব, পূর্ববর্তী কর্মকাণ্ড ও বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনা যাচাই করার সুযোগও রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মানুষের কাছেও এ নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ। নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি, মিশিগান, পেনসিলভানিয়া, টেক্সাসসহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বাংলাদেশি আমেরিকানরা ব্যবসা, চিকিৎসা, শিক্ষা, প্রযুক্তি, পরিবহন এবং অন্যান্য পেশায় অবদান রাখছেন। কিন্তু অর্থনৈতিক ও সামাজিক উপস্থিতির সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের সম্পর্ক সব সময় সমানভাবে গড়ে ওঠে না।

একটি কমিউনিটির গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ কেবল নির্বাচনের দিনে ভোট দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ, জনশুনানিতে অংশগ্রহণ, প্রার্থীদের নীতিগত অবস্থান সম্পর্কে জানা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজের জবাবদিহি দাবি করাও নাগরিক দায়িত্বের অংশ।

বাংলাদেশি আমেরিকানদের জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি বিষয় হলো অভিবাসনপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, ক্ষুদ্র ব্যবসার সুযোগ, বাড়িভাড়া ও আবাসনের ব্যয়, শিক্ষার মান, স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতা এবং বৈষম্য থেকে সুরক্ষা। এসব বিষয়ে প্রার্থীদের কাছ থেকে সুস্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত অবস্থান জানা প্রয়োজন।

একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার নির্ধারিত হয় নাগরিকত্ব ও প্রযোজ্য নির্বাচনী আইন অনুযায়ী। যাঁরা ভোট দেওয়ার যোগ্য নন, তাঁরাও আইনসম্মত উপায়ে জননীতি নিয়ে আলোচনা, সামাজিক সংগঠন, জনসেবা এবং নাগরিক সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশ নিতে পারেন।

গণতন্ত্রের শক্তি শুধু নির্বাচনের ফলাফলে নয়; ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা, তথ্যভিত্তিক আলোচনা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জবাবদিহির মধ্যেও নিহিত।

আগামী ৩ নভেম্বরের নির্বাচন তাই আমেরিকার ভবিষ্যৎ নীতিনির্ধারণের পাশাপাশি প্রতিটি নাগরিকের গণতান্ত্রিক দায়িত্ব পালনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ।

নির্বাচনে যে দলই সাফল্য অর্জন করুক, জনগণের স্বার্থ, সাংবিধানিক অধিকার এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়বদ্ধতাই হওয়া উচিত আগামী দিনের শাসনব্যবস্থার ভিত্তি।

খবর
www.khabor.com

মো মশিউর রহমান মজুমদার

আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের একটি বড় অংশের জীবনের সঙ্গে রাজনীতি জড়িয়ে আছে, কিন্তু সেই রাজনীতি কতটা আমেরিকার, আর কতটা বাংলাদেশের–প্রশ্নটি আজ নতুন করে তোলার সময় এসেছে। নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস, জ্যামাইকা কিংবা ব্রুকলিনের কোনো রেস্তোরাঁয় বসলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা শোনা যায়। কে ক্ষমতায় এলেন, কে ক্ষমতা হারালেন, কোন দলের ভবিষ্যৎ কী–এসব নিয়ে তর্কের শেষ নেই। অথচ যে দেশে আমরা বসবাস করি, যেখানে আমাদের সন্তানরা বড় হচ্ছে, যেখানে আমরা কর দিচ্ছি, ব্যবসা করছি, বাড়ি কিনছি এবং ভবিষ্যৎ গড়ছি, সেই দেশের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো সম্পর্কে আমাদের আলোচনা তুলনামূলকভাবে কতটা গভীর? আগামী ৩ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন এই প্রশ্নটিকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। এ নির্বাচন শুধু রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের ক্ষমতার প্রতিযোগিতা নয়। এটি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি, অভিবাসননীতি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষাব্যবস্থা, করনীতি এবং নাগরিক অধিকারের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। আর বাংলাদেশি আমেরিকানদের জন্য এটি নিজেদের নাগরিক অবস্থান, সামাজিক দায়িত্ব এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নিয়ে নতুন করে ভাবার সুযোগ। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট চার বছরের জন্য নির্বাচিত হন। সেই মেয়াদের মাঝামাঝি সময়ে অনুষ্ঠিত হয় মধ্যবর্তী নির্বাচন। এতে প্রতিনিধি পরিষদের সব ৪৩৫টি আসন এবং সিনেটের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আসনে ভোট হয়। ২০২৬ সালের নির্বাচনে সিনেটের ৩৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। একই সঙ্গে ৩৬টি অঙ্গরাজ্যে গভর্নর নির্বাচন এবং বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য ও স্থানীয় সরকারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের এই নির্বাচন এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যখন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে অভিবাসন, জীবনযাত্রার ব্যয়, বাণিজ্যনীতি, স্বাস্থ্যসেবা এবং ফেডারেল সরকারের ক্ষমতার সীমা নিয়ে তীব্র বিতর্ক চলছে।

বর্তমানে রিপাবলিকানরা কংগ্রেসের উভয় কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ। নির্বাচনের মাধ্যমে এই ভারসাম্যে পরিবর্তন ঘটলে আইনপ্রণয়ন, সরকারি ব্যয়, প্রশাসনিক তদন্ত এবং প্রেসিডেন্টের নীতিগত উদ্যোগের বাস্তবায়নে নতুন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। তবে মধ্যবর্তী নির্বাচনের গুরুত্ব কেবল ওয়াশিংটনের ক্ষমতার হিসাব দিয়ে বোঝা যায় না।

কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত প্রভাব ফেলে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে। স্বাস্থ্যবিমার ব্যয়, কর, শিক্ষা খাতে বরাদ্দ, অভিবাসনসংক্রান্ত আইন এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার সুযোগ–এসবের সঙ্গে ফেডারেল নীতির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে।

একইভাবে অঙ্গরাজ্য ও স্থানীয় নির্বাচনের ফলাফল প্রভাব ফেলতে পারে বাড়িভাড়া, গণপরিবহন, সরকারি স্কুল, জননিরাপত্তা এবং স্থানীয় অর্থনীতিতে।

অর্থাৎ ভোটের ফলাফল শুধু রাজনৈতিক নেতাদের ভবিষ্যৎ নয়, নাগরিকদের জীবনযাত্রার পরিবেশও প্রভাবিত করে।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি অভিবাসীদের ইতিহাস কয়েক দশকের। সময়ের সঙ্গে এই জনগোষ্ঠী ব্যবসা, চিকিৎসা, প্রকৌশল, তথ্যপ্রযুক্তি, শিক্ষা, পরিবহন, রিয়েল এস্টেট, সাংবাদিকতা এবং সরকারি-বেসরকারি চাকরিতে নিজেদের অবস্থান তৈরি করেছে।

নিউইয়র্কের বিভিন্ন এলাকায় বাংলাদেশি মালিকানাধীন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, রেস্তোরাঁ, ট্রাভেল এজেন্সি, সুপারমার্কেট, চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান এবং পেশাজীবী সংগঠন দৃশ্যমান।

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত দ্বিতীয় প্রজন্মের অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছেন, পেশাগত ক্ষেত্রে প্রবেশ করছেন এবং আমেরিকার মূলধারার সামাজিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন।

কিন্তু এই অগ্রগতির সঙ্গে একটি প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে–অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠা কি রাজনৈতিক

নাগরিক অধিকার, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব, অর্থনৈতিক সুযোগ ও নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব–আমেরিকার গণতন্ত্রে বাংলাদেশি কমিউনিটির অবস্থান কোথায়?

প্রতিনিধিত্বেও প্রতিফলিত হচ্ছে? বাংলাদেশি কমিউনিটির রাজনৈতিক অংশগ্রহণের নির্ভরযোগ্য সামগ্রিক পরিসংখ্যান ছাড়া কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া কঠিন। তবে কমিউনিটির সাংগঠনিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করলে একটি বিষয় নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন স্পষ্ট হয়: স্থানীয় সামাজিক সংগঠনগুলোর শক্তিকে কীভাবে নিয়মিত নাগরিক অংশগ্রহণ ও জননীতিবিষয়ক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা যায়? একটি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক গুরুত্ব কেবল তার সদস্যসংখ্যা দিয়ে নির্ধারিত হয় না। নাগরিক সচেতনতা, সংগঠিত অংশগ্রহণ, নেতৃত্ব তৈরি এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে ধারাবাহিক যোগাযোগও গুরুত্বপূর্ণ। প্রবাসে বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে আগ্রহ থাকা অস্বাভাবিক নয়। জন্মভূমির সঙ্গে আবেগ, পরিবার, সংস্কৃতি এবং সামাজিক সম্পর্ক জড়িয়ে থাকে। বাংলাদেশের গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়েও প্রবাসীদের উদ্বেগ থাকতে পারে। কিন্তু জন্মভূমির রাজনীতি নিয়ে সক্রিয় থাকার পাশাপাশি বসবাসের দেশের নাগরিক বাস্তবতাকেও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

একজন বাংলাদেশি আমেরিকান ব্যবসায়ী হয়তো বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নিয়মিত খবর রাখেন। কিন্তু তাঁর ব্যবসার লাইসেন্স, কর, কর্মচারীদের ন্যূনতম মজুরি, বাণিজ্যিক ভাড়া কিংবা স্থানীয় নিরাপত্তাব্যবস্থার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে আমেরিকার বিভিন্ন স্তরের সরকার। একজন অভিভাবক হয়তো বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন। অথচ তাঁর নিজের সন্তানের স্কুলের মান, বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম, ভাষাগত সহায়তা এবং স্কুল বাজেট নির্ধারিত হচ্ছে স্থানীয় ও অঙ্গরাজ্য পর্যায়ের সিদ্ধান্তে। একজন পেশাজীবীর ক্ষেত্রেও একই বাস্তবতা। তাঁর লাইসেন্স, কর্মপরিবেশ, স্বাস্থ্যবিমা, পেশাগত সুযোগ এবং অবসরকালীন নিরাপত্তার সঙ্গে আমেরিকার নীতিনির্ধারণের সম্পর্ক রয়েছে।

তাই বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে সচেতনতা এবং আমেরিকার নাগরিক জীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণ–এই দুটিকে পরস্পরের বিকল্প হিসেবে দেখার প্রয়োজন নেই।

বরং উভয় ক্ষেত্রেই তথ্যভিত্তিক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখা সম্ভব। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে অভিবাসন একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। সীমান্ত নিরাপত্তা, অবৈধ অভিবাসন, আশ্রয়প্রার্থীদের আবেদন, কর্মসংস্থানভিত্তিক ভিসা, পারিবারিক অভিবাসন এবং অভিবাসন আদালতের দীর্ঘসূত্রতা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নীতিগত মতপার্থক্য রয়েছে।

রিপাবলিকানদের আলোচনায় সাধারণত সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ, আইন প্রয়োগ এবং অভিবাসনব্যবস্থায় কঠোর যাচাইয়ের বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়। অন্যদিকে ডেমোক্র্যাটদের নীতিগত আলোচনায় আইনি অভিবাসনের সুযোগ, মানবিক সুরক্ষা, পরিবারভিত্তিক অভিবাসন এবং প্রক্রিয়াগত সংস্কারের বিষয়গুলোও উঠে আসে। অবশ্য উভয় দলের মধ্যেই বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে।

বাংলাদেশি আমেরিকানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রতিটি প্রস্তাবের বাস্তব প্রভাব বোঝা।

পরিবারের সদস্যদের যুক্তরাষ্ট্রে আনার আবেদন কতদিন অপেক্ষমাণ থাকবে? দক্ষ কর্মীদের ভিসাপ্রক্রিয়া কীভাবে পরিচালিত হবে? গ্রিন কার্ডের আবেদন নিষ্পত্তির সময় কমানোর উদ্যোগ রয়েছে কি? অভিবাসন আদালতে পর্যাপ্ত বিচারক ও প্রশাসনিক জনবল আছে কি?

এগুলো বাস্তব নীতিগত প্রশ্ন। একই সঙ্গে অভিবাসন বিষয়ে ভুল তথ্য ও প্রতারণা থেকে মানুষকে সুরক্ষা দেওয়া জরুরি। বিশেষ করে ভিসা, আশ্রয়, কর্মসংস্থান ও নাগরিকত্বের আবেদন নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে পড়তে পারে। কমিউনিটির সংগঠনগুলো যোগ্য আইনজীবী, স্বীকৃত আইনি সেবাদাতা এবং সরকারি তথ্যসূত্রের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ সহজ করতে পারে।

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন–যুক্তরাষ্ট্রে ভোট দেওয়ার অধিকার কেবল যোগ্য মার্কিন নাগরিকদের। গ্রিন কার্ডধারী বা অন্য অভিবাসন মর্যাদায় থাকা ব্যক্তিরা ফেডারেল নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন না। তবে ভোটাধিকার না থাকলেও আইনসম্মতভাবে জননীতি নিয়ে আলোচনা, জনশুনানিতে অংশগ্রহণ এবং সামাজিক সেবামূলক কাজে যুক্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশি আমেরিকানদের একটি দৃশ্যমান অংশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। রেস্তোরাঁ, গ্রোসারি, ট্রাভেল এজেন্সি, ট্যাক্স সার্ভিস, পরিবহন, নির্মাণ, রিয়েল এস্টেট এবং অন্যান্য সেবামূলক ব্যবসা অনেক পরিবারের আয়ের উৎস।

এসব ব্যবসার ওপর ফেডারেল, অঙ্গরাজ্য ও স্থানীয় নীতির ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব রয়েছে।

করব্যবস্থা, ঋণের সুদ, আমদানি শুল্ক, শ্রমনীতি, স্বাস্থ্যবিমা এবং ব্যবসা পরিচালনার বিধিবিধান উদ্যোক্তাদের ব্যয় ও বিনিয়োগের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে।

মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রার্থীদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বিশ্লেষণের সময় ক্ষুদ্র ব্যবসার বিষয়গুলো গুরুত্ব পাওয়া উচিত।

ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য সরকারি ঋণ কর্মসূচি কতটা সহজলভ্য? সরকারি চুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোক্তাদের কী সুযোগ রয়েছে? ব্যবসা শুরু করার প্রশাসনিক জটিলতা কমানোর পরিকল্পনা কী? বাণিজ্যিক এলাকার অবকাঠামো ও নিরাপত্তা উন্নয়নে কী উদ্যোগ রয়েছে? এসব প্রশ্নের উত্তর ব্যবসায়ীদের জন্য সরাসরি প্রাসঙ্গিক।

একই সঙ্গে সরকারি অনুদান বা ঋণ কর্মসূচি সম্পর্কে বাস্তবসম্মত ধারণা থাকা প্রয়োজন। শুধু কোনো নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেই একটি কমিউনিটি বা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্থনৈতিক সুবিধা পাবে না। প্রতিটি কর্মসূচির নিজস্ব যোগ্যতা, আবেদনপ্রক্রিয়া ও অর্থায়নের সীমা থাকে।

বাংলাদেশি আমেরিকানদের মধ্যে চিকিৎসক, ফিজিশিয়ান অ্যাসোসিয়েট, নার্স, ফার্মাসিস্ট, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা পেশাজীবী রয়েছেন।

স্বাস্থ্যসেবার অর্থায়ন, গবফরপধৎব ও গবফরপধরফ, হাসপাতালের বাজেট, স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং রোগীদের সেবা পাওয়ার সুযোগ–এসব বিষয়ে সরকারি নীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। স্বাস্থ্যসেবায় কর্মরত বাংলাদেশি পেশাজীবীদের জন্য এসব নীতিগত আলোচনায় অংশ নেওয়ার সুযোগ আছে। বিশেষ করে নিম্নআয়ের পরিবার, প্রবীণ ব্যক্তি এবং ইংরেজিতে সীমিত দক্ষতাসম্পন্ন রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে পেশাজীবীরা বাস্তব অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে পারেন। বাংলা ভাষায় স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্য, রোগীদের ভাষাগত সহায়তা এবং প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবার প্রসারও কমিউনিটির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তবে স্বাস্থ্যনীতি শুধু একটি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্ধারিত হয় না। কংগ্রেস, ফেডারেল প্রশাসন, অঙ্গরাজ্য সরকার, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্মিলিত সিদ্ধান্ত এতে ভূমিকা রাখে। নিউইয়র্কের বাংলাদেশি পরিবারগুলোর জন্য বাড়িভাড়া ও আবাসন ব্যয় একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগ।

কুইন্স ও ব্রুকলিনের বিভিন্ন এলাকায় বহু পরিবার ভাড়াবাসায় বসবাস করে। বাড়িভাড়া, ইউটিলিটি বিল, পরিবহন, খাদ্য এবং শিশু পরিচর্যার ব্যয় পারিবারিক বাজেটের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। অন্যদিকে যারা বাড়ি কিনতে চান, তাঁদের জন্য মর্টগেজের সুদ, বাড়ির মূল্য, সম্পত্তিকর এবং বাড়ি কেনার প্রাথমিক ব্যয় গুরুত্বপূর্ণ। এখানে স্থানীয় ও অঙ্গরাজ্য সরকারের ভূমিকা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। আবাসন নির্মাণের অনুমোদন, জোনিং, ভাড়াটিয়ার অধিকার এবং আবাসন সহায়তার বিভিন্ন নীতি স্থানীয় পর্যায়ে নির্ধারিত হয়।

ফেডারেল সরকারও আবাসন অর্থায়ন, করনীতি এবং বিভিন্ন সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশি পরিবারগুলোর জন্য তাই শুধু জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক বিতর্ক নয়, স্থানীয় প্রতিনিধিদের আবাসনসংক্রান্ত পরিকল্পনাও জানা প্রয়োজন। আমেরিকায় জন্ম নেওয়া বা বেড়ে ওঠা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত তরুণদের একটি বড় সুযোগ হলো তাঁরা একই সঙ্গে নিজেদের পারিবারিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং আমেরিকার নাগরিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানার পরিবেশ পান। এই প্রজন্মের অনেকে ইংরেজি ভাষা, আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা এবং সামাজিক যোগাযোগের কাঠামোর সঙ্গে পরিচিত।

তাদের মধ্যে ভবিষ্যতের শিক্ষক, বিজ্ঞানী, উদ্যোক্তা, আইনজীবী, সরকারি কর্মকর্তা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি গড়ে উঠতে পারেন। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্ব তৈরি হওয়ার জন্য শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতা যথেষ্ট নয়।

নাগরিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা, জননীতি বিশ্লেষণের দক্ষতা, বিতর্কে অংশগ্রহণ, স্বেচ্ছাসেবা এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতাও প্রয়োজন।

স্কুলের স্টুডেন্ট গভর্নমেন্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্ক সংগঠন, স্থানীয় বোর্ডের সভা, সরকারি ইন্টার্নশিপ এবং অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে তরুণরা এসব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। বাংলাদেশি কমিউনিটির সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনগুলো এ ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চার পাশাপাশি আমেরিকার সংবিধান, নাগরিক অধিকার এবং স্থানীয় প্রশাসনের কার্যক্রম সম্পর্কে শিক্ষামূলক আয়োজন নতুন প্রজন্মের জন্য উপকারী হতে পারে। মূলধারার রাজনীতিতে অংশগ্রহণ মানেই কোনো একটি দলের সদস্য হওয়া নয়। যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের নানা পথ রয়েছে।

কেউ ভোটার হিসেবে অংশ নেন। কেউ নির্বাচনী বিতর্ক শোনেন, প্রার্থীদের প্রশ্ন করেন কিংবা স্থানীয় জনশুনানিতে বক্তব্য দেন। কেউ নাগরিক অধিকার, শিক্ষা, পরিবেশ বা স্বাস্থ্যসেবার বিষয়ে গবেষণা ও জনসচেতনতামূলক কাজ করেন। আবার কেউ সরকারি বোর্ড, কমিউনিটি বোর্ড, স্কুল-সংশ্লিষ্ট কমিটি বা অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনসেবায় যুক্ত হন। এমনকি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না হয়েও একজন নাগরিক নির্বাচিত প্রতিনিধির দপ্তরে যোগাযোগ করে নিজের এলাকার সমস্যা তুলে ধরতে পারেন। বাংলাদেশি আমেরিকানদের ক্ষেত্রে এসব পথ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য শুধু নিজেদের জনগোষ্ঠীর সুবিধা অর্জন হওয়া উচিত নয়।

প্রতিবেশী অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করা, সাধারণ নাগরিক সমস্যা সমাধানে অংশ নেওয়া এবং বৃহত্তর সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনও সমান গুরুত্বপূর্ণ। নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক, ধর্মীয় ও পেশাজীবী সংগঠন রয়েছে। এসব সংগঠন উৎসব, সামাজিক সহায়তা, শিক্ষাবৃত্তি, স্বাস্থ্যসচেতনতা এবং কমিউনিটি সেবায় ভূমিকা পালন করে।

নির্বাচন ও নাগরিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও তারা নির্দলীয় শিক্ষামূলক উদ্যোগ নিতে পারে। যেমন–ভোটার নিবন্ধনের সরকারি তথ্য প্রচার, নির্বাচনী ব্যবস্থার ব্যাখ্যা, বিভিন্ন প্রার্থীর প্রকাশিত নীতিগত অবস্থান নিয়ে আলোচনা এবং নাগরিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি। তবে অলাভজনক সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন ও করসংক্রান্ত বিধিনিষেধ মেনে চলা জরুরি। বিশেষ করে করমুক্ত ৫০১(প)(৩) প্রতিষ্ঠানের জন্য দলীয় প্রার্থীকে সমর্থন বা বিরোধিতা করার বিষয়ে কঠোর বিধিনিষেধ রয়েছে।

সত্যের সন্ধানে অবিচল
খবর

Chief Editor	: Shibbir Ahmed	প্রধান সম্পাদক	: শিব্বীর আহমেদ
Publisher & Editor	: MD MashiurRahman Majumder	প্রকাশক ও সম্পাদক	: মো মশিউর রহমান মজুমদার
News Editor	: Reema Wahid	বার্তা সম্পাদক	: রিমা ওয়াহিদ
Dhaka Bureau Chief	: Shehab Munawar Wahid	ঢাকা ব্যুরো প্রধান	: শিহাব মুনাওয়ার ওয়াহিদ

সত্যের সন্ধানে অবিচল
খবর

37-22 73rd Street, Suite # 1E
Jackson Heights, NY 11372, USA
Phone: 646-725-0067
E-Mail: news@khabor.com
Web: khabor.com

আমেরিকা কি সত্যি ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের পথে যাচ্ছে?

আলমগীর খান

শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদ, অভিবাসী বিদ্বেষ এবং ধর্মীয় উগ্রতার সংমিশ্রণে আমেরিকা কি একটি চরমপন্থী রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে? নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ আসেমোগলুর পূর্বাভাস ও মার্কিন রাজনৈতিক বাস্তবতার পর্যালোচনা।

বিশ্বজুড়ে ডানপন্থার উত্থান ঘটেছে। বাংলাদেশে আমরাও তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের পরাজয়ের পর এখন তার পুনরুজ্জীবন ঘটছে। তবে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের এমন আশ্চর্য বিবর্তন ঘটেছে, যা দেখতে পেলে হিটলারের চমকে ওঠার কথা। বিভিন্ন ধর্মের উগ্রপন্থিরা জেনে বা না জেনে ফ্যাসিবাদকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করছে। ফ্যাসিবাদকে আক্ষরিক সংজ্ঞায় সীমাবদ্ধ রাখলে এই বিবর্তন বোঝা যেমন কঠিন, তেমনি আমেরিকা সত্যি ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের দিকে যাত্রারম্ভ করেছে কিনা তা বোঝা সম্ভব নয়। সত্য হচ্ছে, পুঁজিবাদের স্বাভাবিক ধর্ম হচ্ছে, তা একসময় ফ্যাসিবাদে রূপান্তরিত হয়। সাংবাদিক ক্রিস হেজেসের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে অর্থনীতিবিদ ইয়ানিস ভারাউফাকিস বলেন, পুঁজিবাদ তার সংকট মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হলে ফ্যাসিবাদে আশ্রয় নেয়। এ হচ্ছে বিপদগ্রস্ত বিমানের চালক যেমন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লিভারে টান দিতে থাকেন, কিন্তু তা কাজ করে না–পুঁজিবাদের চালকদেরও এই অবস্থা হয়। পুঁজিবাদকে রক্ষার শেষ চেষ্টা হিসেবে তখন তাদের ফ্যাসিবাদী হওয়া ছাড়া পথ খোলা থাকে না। পুঁজিবাদের সংকট যেমন অনিবার্য, একসময়ে না একসময় তার ফ্যাসিবাদে রূপান্তরও তেমনি সুনিশ্চিত। হিটলারের পরাজয়ে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার আত্মত্যাগ ছিল অতুলনীয়। কিন্তু জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে যুক্তরাষ্ট্র যে হাততালি জোগাড়ের চেষ্টা করেছিল, সেখানে ছিল বিশ্বে নিজের ফ্যাসিবাদী আধিপত্য অর্জনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে দুনিয়াকে তৎকালীন প্রধান পুঁজিবাদী দেশসমূহের মাঝে ভাগাভাগির লড়াই ছিল, এ কথা ভুললে চলবে না। কিছুকাল সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের অস্তিত্ব তাদের সেই কামড়াকামড়িকে প্রশমিত করেছিল মাত্র। গত শতকের শেষভাগে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের পর পুঁজিবাদী বিশ্বের নগ্নরূপ আবার উন্মোচিত হচ্ছে। ফ্যাসিবাদের এই নতুন বিকাশে নেতৃত্ব দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা। তাকে অনুসরণ করছে সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদী ও ক্লেপ্টোক্রেটরাও।

ফ্যাসিবাদের এই নতুন বিকাশ আমেরিকার নেতৃত্বে ঘটছে, সেটা হিটলারের জন্য অতটা বিস্ময়ের নাও হতে পারে। তবে তার জন্যও যা বিস্ময়ের, তা হলো এই নতুন ফ্যাসিবাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ইসরায়েল–যে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে হিটলারের ইহুদি নিধনের অপরাধ থেকে পশ্চিমা সভ্যতাকে মুক্তি দেওয়ার বাসনায়। আরেকটা আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই ফ্যাসিবাদ এখন বৈশ্বিক, বিভিন্ন ধর্মের উগ্রপন্থিদের আদর্শে রূপান্তরিত। ধর্ম নিয়ে বিভিন্ন বিশ্বাসীদের আপাত বিরোধ সত্ত্বেও তাদের আশ্চর্য মিল আধিপত্যবাদে, শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকায়, ধর্ম-বর্ণ-জাতীয়তার নিরিখে মানুষের বিচারে, মুনাফার লোভে, সংখ্যালঘু নির্যাতনে ও ধর্মের অপব্যবহার। ফ্যাসিবাদের বিবর্তনে এই নতুন দুটি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব কম দৃশ্যমান। আমাদের আজকের আলোচনা এ বিষয়ে। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প শাসনামল একে স্পষ্টতর করে তুলছে। সাম্প্রতিক ঘটনাসমূহ এক্ষেত্রে বিশেষ উদ্বেগজনক। যুক্তরাষ্ট্রের আইস (ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট) যেভাবে অশ্বেতাঙ্গ অখ্রিস্টান নাগরিকদের দেশ থেকে বিতাড়নের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে, তাতে দেশটির গণতান্ত্রিক চর্চা ভীষণভাবে প্রশ্নবিদ্ধ ও শঙ্কার মুখে। কিন্তু এ অবস্থা আকস্মিক নয় এবং এটি এখানেই থেমে থাকবে না। দেশটির বর্তমান রাজনৈতিক বন্দোবস্তের পরিবর্তন না ঘটলে এটি অনিবার্যভাবে নতুন ফ্যাসিবাদে পরিণত হবে। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ড্যারন আসেমোগলু ২০২০ সালের ১৫ জানুয়ারি ‘ইজ আমেরিকা গোয়িং ফ্যাসিস্ট?’ (আমেরিকা কি ফ্যাসিবাদী হতে চলেছে?) শীর্ষক প্রজেক্ট সিন্ডিকেটে প্রকাশিত একটি লেখায় এর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। লিখেছিলেন, “সন্ত্রাস উসকে দেওয়া ও সত্যকে বিকৃত করার প্রবণতার জন্য অনেকেই সিদ্ধান্ত টানেন, ট্রাম্প এক ফ্যাসিবাদী। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হলো, ট্রাম্প গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ও নিরপেক্ষ আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়াসমূহকে নস্যাৎ করতে চান, কেবল তার ও তার পরিবারের কপট ব্যবসাপাতিকে আড়াল করার জন্যই নয়, তার ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যও। ১৯২০-এর পর থেকে ইতালির ফ্যাসিস্ট ও নাৎসিরাও একই পথে অগ্রসর হয়েছিল।”

এরপর তিনি লিখেছেন, “সবশেষে, ট্রাম্পকে রিপাবলিকান দলের নিঃশর্ত সমর্থন প্রদানের ঘটনা, যা মুসোলিনি ও হিটলারকে সমর্থন করা দক্ষিণপন্থি রাজনীতিকদের অনুরূপ। তবু অনৈতিক রাজনীতিকদের অসৎ কর্মকাণ্ডকে সহসা ফ্যাসিবাদী বলা যাবে না। এটা গুরুত্বপূর্ণ, কেননা ট্রাম্পকে ফ্যাসিবাদী না অন্য কিছু বলা হবে তা ঠিক করতে হবে। নিশ্চিতভাবে ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ মার্কিন প্রতিষ্ঠানসমূহকে অস্তিত্বের হুমকির মুখে ফেলবে। যে

শক্তিসমূহ এবার তার এজেন্ডা বাস্তবায়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে–বিশেষ করে সংঘবদ্ধ জনতা, তারা শক্তি হারাবে তার ক্ষমতা দীর্ঘায়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের তুলনায় রাজনৈতিক রীতিনীতি বেশি করে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আমলাতন্ত্রের নিরপেক্ষ দক্ষতা ধ্বংস করার প্রশাসনিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বিচার ব্যবস্থাসহ পুরো রাজনৈতিক বন্দোবস্তের এমন মেরুকরণ ঘটবে যা পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে না।” ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ সম্পর্কে আসেমোগলুর এই ভবিষ্যদ্বাণী এখন চোখের সামনে ফলতে দেখা যাচ্ছে। ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ মূলত যুক্তরাষ্ট্রকে একটি শ্বেতাঙ্গ খ্রিস্টান ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আর এই কাজে তার অন্যতম মিত্র ইভানজেলিক্যাল খ্রিস্টানরা। এদের ৮০ শতাংশ ট্রাম্পকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় এনেছে। তিনি ক্ষমতায় বসেই তার চারপাশে উগ্র খ্রিস্টান, জায়নবাদী, বর্ণবাদী, শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদীদের অধিষ্ঠিত করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইসরায়েলি দূত মাইক হাকাবি ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পিট হেগসেথ উগ্র জায়নবাদী। ইভানজেলিক্যাল, জায়নবাদী ও হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তাগণ ট্রাম্পকে উপস্থাপন করছেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে–যেন তিনি যা কিছু করছেন, সব ঈশ্বর ও যিশুর ইচ্ছা পূরণের জন্য। ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সাম্প্রতিক যৌথ হামলায় ধর্মকে নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসনকে, ইরানের ধর্মীয় নেতাদের নয়। ২০১৬ সালে ক্ষমতায় আসার পর ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের ইসরায়েলি দূতাবাস তেল আবিব থেকে সরিয়ে জেরুজালেমে নিয়ে আসেন, যা ছিল রোনাল্ড রিগ্যানের প্রচেষ্টা ও ইভানজেলিক্যাল জায়নবাদীদের স্বপ্ন। জেরুজালেমে দূতাবাস সরিয়ে ও ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন নস্যাৎ করে ট্রাম্প বলেন, “ইভানজেলিক্যালদের জন্য আমি এটা করেছি।” পিট হেগসেথ মনে করেন, “খ্রিস্টান জাতীয়তা আমাদের ডিএনএ-র ভেতর।” খ্রিস্টান জাতীয়তাবাদীদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের আইন কেবল খ্রিস্টান ধর্মমতের প্রতিফলন ঘটাবে, বাইবেলের আইনকে অধিষ্ঠিত করবে, চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথক সত্তা মুছে দিবে এবং বহুত্ববাদ ও গণতন্ত্রকে বিলীন করবে। দ্য গার্ডিয়ানে (৩ মে ২০২৬) অ্যাড্রিয়েন ম্যাতেই তার “ক্রিস্টোফ্যাসিজম ইজ হিয়ার: ইনসাইড দ্য স্লো ডিমোলিশন অব ইউএস পাবলিক হেলথ” শীর্ষক লেখায় গ্যারি গুনডারসনের বরাত দিয়ে বলেছেন, “আমরা যুক্তরাষ্ট্রে আজ যা দেখছি তা হলো ধর্ম ও খ্রিস্টান জাতীয়তাকে ব্যবহার করে জনগণ ও সরকারের মধ্যেকার সামাজিক চুক্তির বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে বিনষ্ট করা ও তার জায়গায় এক কর্তৃত্বপরায়ণ সম্পর্ককে স্থাপন করা।”

সম্প্রতি আইস বাহিনী দ্বারা কংগ্রেসওম্যান ইলহান ওমরের বাড়িতে হামলা ও তল্লাশি যুক্তরাষ্ট্রে সহিংস শ্বেতাঙ্গ খ্রিস্টান জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। সোমালিয়ায় জন্মগ্রহণ করা ওমর মিনেসোটা রাজ্য থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস প্রতিনিধি। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদ থেকেই তিনি তার আক্রমণের শিকার। এতদিন যা ছিল ট্রাম্পের মৌখিক গালাগালিতে সীমাবদ্ধ, এখন তা রাষ্ট্রীয় সহিংসতায় রূপ নিয়েছে। মিথ্যা অভিযোগ তুলে তার নাগরিকত্ব বাতিলের ও তাকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিতাড়নের ভয়ঙ্কর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অভিবাসীদের দেশ যুক্তরাষ্ট্রের এ এক নতুন দানবীয় রূপ। মাগা (মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন) প্রকল্পের সামনে যত রকম প্রতিবন্ধকতা আছে, সেসব নির্মূল করে দেশটিকে একটি ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করার সকল আয়োজন চলমান। যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক প্রভাব অনস্বীকার্য। ফলে তার প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের প্রভাবও বিরাট। এই প্রভাবের ফলে এখন দুনিয়া জুড়ে খুদে ট্রাম্প তৈরি হয়েছে অসংখ্য। ফ্যাসিবাদী আচরণ বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। এর প্রতিষেধক একটাই–আসেমোগলুর মতে রাস্তার মানুষ, দরিদ্র জনগণ। সব দেশেই তাই।

পর্যটন খাতে অব্যবস্থাপনা: কাঠামোগত অবহেলায় আর কত প্রাণহানি

মুস্তাফিজ মামুন

ভ্রমণ এখন আর নিছক কোনো বিলাসিতা নয়, রীতিমতো জীবনের অনুষঙ্গ। একটু অবসর মিললেই যান্ত্রিক শহরের ইট-কাঠের খাঁচা থেকে মুক্তি পেতে মানুষ উন্মুখ হয়ে ওঠে। পাহাড়ে মেঘের ছোঁয়া, সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন এবং অরণ্যের শান্ত হরিৎ প্রান্তর–প্রকৃতির এই সান্নিধ্য মানুষকে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা যোগায়।

দেশের অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির দৃঢ় অবস্থান এবং একই সঙ্গে সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ভ্রমণকে অনুঘটক হিসেবে বিস্তৃত করেছে। পকেটে কিছুটা সামর্থ্য আর হাতে দুই-তিন দিনের ছুটি পেলেই তাই ভ্রমণের এই জোয়ারে গা ভাসাচ্ছেন সর্বস্তরের মানুষ। মানুষের মধ্যে জেগে ওঠা এই উন্মাদনা এবং ভ্রমণের এই নতুন সংস্কৃতি দেশের পর্যটন শিল্পের জন্য যেমন অভূতপূর্ব সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে, তেমনি জাতীয় অর্থনীতি চাঙ্গা করায় ভূমিকা রাখছে।

প্রতি বছর লাখ লাখ দেশীয় পর্যটক দেশের ভেতরেই ভ্রমণ করছেন। কিন্তু এই সম্ভাবনাময় খাতের একটি অন্ধকার দিক ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে–আর তা হলো পর্যটন স্পটগুলোতে উদ্বেগজনক হারে দুর্ঘটনা বৃদ্ধি। সঠিক তদারকি ও নিরাপত্তার অভাবে পর্যটকদের প্রাণহানির মতো মর্মান্তিক ঘটনা এখন নিয়মিত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশের বিভিন্ন পর্যটন এলাকায়, বিশেষ করে সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন, সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকা ও শ্রীমঙ্গলে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠেছে অসংখ্য হোটেল ও রিসোর্ট। এসব জায়গায় পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে ইকো-কটেজ বা ইকো-রিসোর্টের নামে এক ধরনের প্রতিযোগিতায় নেমেছেন ব্যবসায়ীরা। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে ইকো-ট্যুরিজম বলতে পরিবেশের ক্ষতি না করে, নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রকৃতিকে উপভোগ করা বোঝায়। কিন্তু আমাদের দেশে এর প্রয়োগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কেবল সাইনবোর্ড আর নামের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দুর্গম পাহাড়ের চূড়ায়, খাদের কিনারে, ঝরনার কাছাকাছি কিংবা বনাঞ্চলের গহীনে অপরিকল্পিতভাবে এসব কটেজ নির্মাণ করা হচ্ছে। পাহাড় কেটে, গাছ উজাড় করে এবং নদীর গতিপথ আটকে গড়া এসব স্থাপনায় যেমন ভূমিধসের ঝুঁকি বাড়ছে, তেমনি পর্যটকদের ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক ও বর্জ্যে বিপন্ন হচ্ছে স্থানীয় জীববৈচিত্র্য।

অবকাঠামোগত ত্রুটি ও নিরাপত্তার অভাবে কীভাবে প্রাণহানি ঘটে, এর ভয়াবহ প্রমাণ আমরা সম্প্রতি দেখেছি। কক্সবাজারের মেরিন ড্রাইভের ইনানী এলাকার ‘টুপটুপ’ রিসোর্টে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ১০ জন পর্যটকের মর্মান্তিক প্রাণহানি তথাকথিত ইকো-রিসোর্টের অবকাঠামোগত দুর্বলতা ও প্রশাসনিক তদারকির মারাত্মক গাফিলতির বিষয়টি সামনে এনেছে।

কাঠের তৈরি তিন তলা বিশিষ্ট এই রিসোর্টে প্রবেশ ও বের হওয়ার একমাত্র পথটি ছিল রেস্তোরাঁর ভেতর দিয়ে। সেখানে ছিল না কোনো জরুরি বহির্গমন পথ বা ইমার্জেন্সি এক্সিট। ওই রিসোর্টে বিভিন্ন সময়ে অবস্থান করা একাধিক পর্যটক এ তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন। যেহেতু রেস্তোরাঁর রান্নাঘর থেকে আগুন লাগার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি থাকে, তাই এর ভেতর দিয়ে যাতায়াতের পথ রাখা চরম ঝুঁকিপূর্ণ। স্থানীয় প্রশাসনের তদারকির গাফিলতিতেই এমন মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ একটি রিসোর্ট বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনার অনুমতি পেয়েছিল।

বান্দরবানের নীলাচল পর্যটন কেন্দ্র লাগোয়া পাহাড়ের ঢালে নীলাম্বরী রিসোর্ট নির্মাণ করেছে জেলা পরিষদ। পাহাড়ি এ পর্যটনকেন্দ্র ধরা পড়েছে পাখির চোখে। ছবি: মুস্তাফিজ

দুর্ঘটনা কেবল রিসোর্টের ভেতরেই সীমাবদ্ধ নেই। পর্যটকরা যখন পাহাড়ি নদী, দুর্গম ঝরনা (যেমন: খৈয়াছড়া, নাফাখুম বা অমিয়াখুম) বা সমুদ্রে নামছেন, তখন সেখানে পর্যাপ্ত সতর্কতামূলক নির্দেশিকা থাকছে না। সিলেটের জাফলং বা বিছনাকান্দি, কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের চোরাবালি ও অদৃশ্য গর্তে ডুবে প্রতি বছরই পর্যটকের মৃত্যু হচ্ছে। কক্সবাজার সমুদ্রে ভাটার সময় লাল পতাকা (বিপৎসংকেত) থাকার পরও অনেক পর্যটক তা মানছেন না, আর সেখানে লাইফগার্ডের সংখ্যাও প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য। অন্যদিকে সাজেক বা থানচির মতো পাহাড়ি আঁকাবাঁকা ও ঢালু রাস্তায় বেপরোয়া, অদক্ষ চালক ও ফিটনেসবিহীন ‘চাঁদের গাড়ি’ (অনেক

পুরনো এসইউভি) উল্টে প্রায়শই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটছে। স্থানীয় প্রশাসনের নজরদারির অভাবে পর্যটন স্পটগুলোর ধারণক্ষমতা বিবেচনা না করেই অতিরিক্ত পর্যটক প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে, যা ঝুঁকি আরও বাড়াচ্ছে।

পর্যটন শিল্প কেবল অবকাঠামো নির্মাণ আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিয়ে অর্থ উপার্জনের খাত হতে পারে না; এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত মানুষের জীবনের নিরাপত্তা। এই খাতের টেকসই উন্নয়নের জন্য অবিলম্বে কিছু জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন:

কঠোর নীতিমালা ও অনুমোদন: যত্রতত্র রিসোর্ট বা কটেজ নির্মাণের অনুমতি দেওয়া বন্ধ করতে হবে। পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, ফায়ার সার্ভিস এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের সমন্বিত ছাড়পত্র ছাড়া কাঠামোগত নিরাপত্তার সনদবিহীন কোনো রিসোর্ট যেন চলতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

ধারণক্ষমতা নির্ধারণ: সেন্টমার্টিন, সাজেক বা সুন্দরবনের মতো পরিবেশগতভাবে স্পর্শকাতর এলাকাগুলোতে প্রতিদিন কতজন পর্যটক প্রবেশ করতে পারবেন, তার একটি নির্দিষ্ট সীমা (কোটা) নির্ধারণ করে দিতে হবে।

নিয়মিত তদারকি ও জবাবদিহিতা: স্থানীয় প্রশাসন, পরিবেশ মন্ত্রণালয় ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করতে হবে। শর্ত ভঙ্গকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর লাইসেন্স বাতিল বা সিলগালা করার পাশাপাশি ট্যুর অপারেটরদেরও জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার: প্রতিটি ঝুঁকিপূর্ণ পর্যটন স্পটে লাইফগার্ড, সতর্কীকরণ সাইনবোর্ড এবং ট্যুরিস্ট পুলিশের দৃশ্যমান ও কার্যকর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। চালকদের প্রশিক্ষণ ও পাহাড়ি রাস্তায় ফিটনেসবিহীন গাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ করতে হবে।

ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম গঠন ও বিমা: দুর্গম এলাকার রিসোর্টগুলোতে জরুরি চিকিৎসা সহায়তা এবং দ্রুত উদ্ধারের জন্য বিশেষ হেল্পলাইন ও লোকাল ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম গঠন করতে হবে। পর্যটকদের জন্য ‘ট্যুরিস্ট ইন্স্যুরেন্স’ বা পর্যটন বিমা চালু করা যেতে পারে।

রাঙামাটির সাজেক পর্যটন কেন্দ্রের অদূরে কংলাক পাহাড়ের পাদদেশে কাঠের তৈরি একটি রিসোর্ট। ছবি: মুস্তাফিজ মামুন

পর্যটকদেরও ভ্রমণের সময় ব্যক্তিগত নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতন হতে হবে এবং ভ্রমণকালীন অতি-উত্তেজনাবশত ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

তবে বাংলাদেশের পর্যটন স্থানে এত এত অব্যবস্থাপনা, দুর্ঘটনায় এত এত প্রাণহানিতে রাষ্ট্র বা প্রশাসন কোনোভাবেই তাদের তদারকির দায় এড়াতে পারে না। মানুষের বিনোদনের স্থানগুলো যেন কোনোভাবেই মৃত্যুফাঁদে পরিণত না হয়, সেদিকে কঠোর নজর দেওয়া এখন সময়ের দাবি। সঠিক তদারকি, জবাবদিহিতা এবং পর্যটকবান্ধব নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা না গেলে দেশের সম্ভাবনাময় এই পর্যটন শিল্প অচিরেই মানুষের আস্থা হারাবে।

২০২৬ নোবেলজয়ীদের তত্ত্বে পে স্কেল ও প্রত্যাশার নোঙর

বিকাশ চন্দ্র ঘোষ

অর্থনীতিতে কিছু কিছু ঘটনা বাস্তবে ঘটার আগেই ঘটে যায়; সরকারি বেতন বৃদ্ধির মূল্যস্ফীতি তার একটি জলজ্যান্ত উদাহরণ। গত ১৯ সেপ্টেম্বর নবম জাতীয় বেতন কাঠামোর গেজেট জারি হয়েছে। এতে গ্রেডভেদে মূল বেতন সর্বোচ্চ ১০০ থেকে ১৪২ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ছে, তবে টাকা আসবে ধাপে ধাপে; চলতি বছর বাড়তি অংশের ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ, আগামী জানুয়ারি থেকে ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশ, আর পুরোটা ২০২৭ সালের জুলাইয়ে।
অর্থনীতিবিদদের চোখে এটি এক ধরনের 'প্রাকৃতিক পরীক্ষা', অর্থাৎ গবেষণাগার ছাড়াই বাস্তবে ঘটে যাওয়া পরীক্ষণ। ঘোষণা আজকের; প্রথম কিস্তির টাকা বকেয়াসহ আসবে অক্টোবরের শেষে, আর পুরো বাড়তি মূল বেতন গেজেটের প্রায় সাড়ে নয় মাস পর। অথচ মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা বাজারটি মোটেও অপেক্ষা করে না। ঘোষণার পরপরই গ্রামের মুদিদোকানে চালের দাম বাড়লে তা কেবল ক্রেতার বর্তমান চাহিদার চাপে বাড়ে না, কারণ বেশির ভাগ মানুষের হাতে তখনো বাড়তি টাকা পৌঁছায়নি। দাম বাড়ে বিক্রেতার আগাম হিসাবনিকাশেও, যিনি সামনের দিনগুলোর চাহিদা ও প্রতিযোগীর সম্ভাব্য দাম আজই আন্দাজ করছেন।
আর ওই চড়া দাম প্রথম দিনেই গুনতে হয় এমন এক মানুষকে, যার আয় এই গেজেটে এক টাকাও বাড়বে না; সেই দিনমজুর, যার রাতের আহার নির্ভর করে দিনের মজুরির ওপর। আয়ের বণ্টনের দিক থেকে এটি একটি পরোক্ষ হস্তান্তর; অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকের বর্তমান পেটের গ্রাস থেকে বিক্রেতার পকেটে, যার ভিত্তি সরকারি বেতনভোগীর ভবিষ্যৎ আয়ের প্রত্যাশা।
ঘটনাটি অবশ্য নতুন নয়, তবে আগেরবারের অভিজ্ঞতা আর এবারের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। ২০১৫ সালে অষ্টম বেতন কাঠামোর সময় তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মূল্যস্ফীতির আশঙ্কা সরাসরি নাকচ করে দিয়েছিলেন, অন্যদিকে সিপিডির মোস্তাফিজুর রহমান সতর্ক করেছিলেন বাড়িওয়ালাদের নিয়ে। পরের বছর ভোক্তা সংগঠন ক্যাবের হিসাবে ঢাকায় বাড়িভাড়া বেড়েছিল ৮.৭৭ শতাংশ, যা আগের প্রায় এক দশকের দুই অঙ্কের বৃদ্ধির চেয়ে কম। অর্থাৎ সেবার বড় কোনো মূল্যস্ফীতির ঢেউ ওঠেনি, যদিও বিশ্ববাজারে তেলের দামের ধসও তখন বড় সহায় ছিল। কিন্তু এবারের সঙ্গে তখনকার পার্থক্যটা ঠিক কোথায়? তখন মূল্যস্ফীতি ছিল ৬ শতাংশের কাছাকাছি এবং নিম্নমুখী; আর আজ তা ২০২২ সালের অগাস্ট থেকে টানা ৮ শতাংশের ওপরে, মাঝে ২০২৪ সালের জুলাইয়ে উঠেছিল ১১.৬৬ শতাংশে।
তদুপরি, এবার আগাম সতর্কতা এসেছে খোদ কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকেই। একই ধাক্কা শান্ত দীঘিতে তেমন ঢেউ তোলে না, কিন্তু উত্তাল সমুদ্রে তুলে দেয় প্রকাণ্ড তাণ্ডব।
ফলে গবেষণার প্রশ্নটিকে তিন ভাগে ভেঙে দেখা যায়। ঘোষিত অথচ অনাগত আয় কত দ্রুত বাজারের দামে প্রবেশ করে, কোন পথ ধরে ঢোকে, আর ওই পথে শেষ পর্যন্ত কে মূল্য পরিশোধ করে? এই তিন প্রশ্নেরই তাত্ত্বিক উত্তর তৈরি করেছেন দুই মার্কিন অর্থনীতিবিদ, আর ওই কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বছর তাদের হাতে উঠেছে অর্থনীতির নোবেল পুরস্কার। গত ১২ অক্টোবর রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রবার্ট ই. হল এবং কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইকেল উডফোর্ডকে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলকরণের ব্যষ্টিক ভিত্তি নির্মাণের জন্য নোবেল পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা দেয়। সহজ কথায়, মোট উৎপাদন, মূল্যস্ফীতি ও বেকারত্বের ওঠানামা সামলানোর সামষ্টিক নীতিকে তারা দাঁড় করিয়েছেন একক পরিবার ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তের ভিতের ওপর, অর্থাৎ ওই মুদি দোকানদার ও দিনমজুরের নিত্যদিনের হিসাবনিকাশের ওপর। সুইডেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ১৯৬৮ সালে এই পুরস্কার প্রবর্তন করে; ১ কোটি ২০ লাখ সুইডিশ ক্রোনা দুই অর্থনীতিবিদ সমান ভাগে ভাগ করে নেবেন।
কিন্তু কেন এই ব্যষ্টিক ভিত নতুন করে গড়ার প্রয়োজন পড়েছিল? তা বুঝতে একটি তাত্ত্বিক রেখার উত্থান, পতন ও পুনর্জন্মের গল্প জানা চাই। তিরিশের দশকের মহামন্দার পর কেইনসীয় ব্যবস্থাপত্রটি ছিল বেশ সরল; চাহিদা কমলে সরকার খরচ বাড়াবে ও সুদের হার কমাবে, আর চাহিদা অতিরিক্ত হলে হাঁটবে উল্টো পথে। ১৯৫৮ সালে এ. ডব্লিউ. ফিলিপস যুক্তরাজ্যের প্রায় এক শতাব্দীর উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখান, বেকারত্ব কম থাকলে মজুরি দ্রুত বাড়ে; এই বিপরীত সম্পর্কই 'ফিলিপস রেখা' নামে পরিচিতি পায়। মজুরি বাড়লে স্বভাবতই পণ্যের দামও বাড়ে, ফলে নীতিনির্ধারকেরা রেখাটিকে হোটেলের মেনুকার্ডের মতো ব্যবহার করতে শুরু করলেন; খানিকটা মূল্যস্ফীতি মেনে নিলে বিনিময়ে কম বেকারত্ব কিনে নেওয়া যায়! তবে মিল্টন ফ্রিডম্যান ও এডমন্ড ফেলপস সতর্ক করেছিলেন, মানুষ মূল্যস্ফীতিতে অভ্যস্ত হলে তাদের প্রত্যাশা বদলে যাবে, আর দীর্ঘমেয়াদে এই আদান-প্রদান টিকবে না।
সত্তরের দশকের তেল সংকটে ঠিক সেটাই ঘটল। বেকারত্ব ও মূল্যস্ফীতি একসঙ্গে লাফিয়ে বাড়ল, জন্ম নিল 'স্ট্যাগফ্লেশন' বা মন্দাস্ফীতি। ঐতিহ্যবাহী এই মেনুকার্ড কেন অচল হলো, ১৯৭৬ সালে তার গভীর কারণ ব্যাখ্যা করেন রবার্ট লুকাস। তিনি দেখান, পুরোনো মডেলগুলো অতীতের পরিসংখ্যান দেখে সম্পর্কগুলোকে স্থায়ী ধরে নিত, অথচ নীতি বদলালেই যে মানুষের আচরণও বদলে যায়, সে কথা ভুলে যেত। যেমন, রাস্তার মোড়ে পুলিশ দেখলে চালকেরা গতি কমান; পুলিশ সরিয়ে নিয়ে চালকদের আগের গতি দেখে দুর্ঘটনার পূর্বাভাস দিলে তা ভুল হতে বাধ্য। 'লুকাস সমালোচনা' নামে পরিচিত এই যুক্তির মূল শিক্ষা ছিল, সামষ্টিক মডেল গড়তে হবে একেবারে নিচ থেকে, পরিবার ও প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতের কথা ভেবে কীভাবে সিদ্ধান্ত নেয় তার ওপর ভিত্তি করে। সেখানে মানুষের প্রত্যাশা হবে 'যৌক্তিক', অর্থাৎ হাতের কাছের সব তথ্য তারা দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগাবে। নীতিটি বলা যত সহজ, গাণিতিকভাবে দাঁড় করানো ছিল ততটাই কঠিন।
প্রথম কঠিন বাধাটি ছিল পরিবারগুলোকে ঘিরে, কারণ মোট চাহিদার সিংহভাগই আসে পারিবারিক ভোগব্যয় থেকে। মিল্টন ফ্রিডম্যানের 'স্থায়ী আয় অনুকল্প' এবং ফ্রাংকো মডিগ্লিয়ানির 'জীবনচক্র তত্ত্ব' বলত, মানুষ শুধু আজকের আয় দেখে খরচ করে না, পুরো জীবনের প্রত্যাশিত আয় হিসাব করে খরচ ঠিক করে।
কিন্তু মনের প্রত্যাশা সরাসরি মাপা যায় না, তাই তত্ত্বটি যাচাই করা কঠিন ছিল। রবার্ট হল প্রশ্নটিকে একদম উল্টে দিলেন। তিনি বললেন, মানুষ যদি সত্যিই ভবিষ্যতের কথা ভেবে খরচ করে, তবে আজকের ভোগই তার ভবিষ্যৎ প্রত্যাশার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রতিচ্ছবি! এই ভোগে বদল আসবে কেবল সম্পূর্ণ নতুন কোনো খবর বা ধাক্কা এলে, কারণ আগে থেকে জানা খবর তো আর নতুন নয়।
ভোক্তার 'অয়লার সমীকরণ' (ঊঁষবৎ বয়ঁধঃরড়হ), অর্থাৎ আজকের ও আগামীকালের খরচের ভারসাম্যের শর্ত থেকে তিনি দেখান, ভোগ মূলত 'এলোমেলো পদচারণা' বা জধহফড়স ডধষশ অনুসরণ করে। অতীত দেখে ভবিষ্যতের ভোগের পূর্বাভাস দিতে না পারাই তাই এই তত্ত্বের সাফল্যের লক্ষণ! ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত গবেষণায় মার্কিন উপাত্ত থেকে তিনি এর জোরাল সমর্থন পান; আজকের ভোগ জানা থাকলে অতীতের আয় ভবিষ্যৎ ভোগ সম্পর্কে বাড়তি কোনো তথ্য দেয় না। ব্যতিক্রম ছিল শেয়ারবাজারের দর, যা রবার্ট হল নিজেই তুলে ধরেছিলেন।
ঠিক এখানেই মেলে আমাদের প্রথম প্রশ্নের ('কত দ্রুত?') উত্তর, খবরটি নতুন হওয়ার মুহূর্তেই! ধরা যাক, একজন পোশাকশ্রমিক আজ জানলেন তিন মাস পর তার কারখানা বন্ধ হবে; হলের তত্ত্ব অনুযায়ী তিনি খরচের হাত গুটিয়ে নেবেন আজই, কারণ তিন মাস পর খবরটি আর নতুন থাকবে না। একইভাবে বেতন কাঠামোর ঘোষণা বিশ্বাসযোগ্যতা পেলে ভবিষ্যতের বাড়তি বেতনের একটি অংশ আজকের বাজারেই চাহিদা হয়ে হাজির হয়। ফলে দাম বাড়ে দুই পথে; বিক্রেতার প্রত্যাশায় এবং সচ্ছল বেতনভোগীর আগাম কেনাকাটায়। তবে সবাই তো এভাবে চলার সামর্থ্য রাখেন না, আর এখানেই লুকিয়ে আছে তৃতীয় প্রশ্নের ('কে এর মূল্য দেয়?') সূত্র। ১৯৮২ সালে প্রকাশিত গবেষণায় হল ও ফ্রেডরিক মিশকিন দেখান, মোট ভোগের প্রায় এক পঞ্চমাংশ (২০ শতাংশ) স্থায়ী আয়ের সঙ্গে নয়, চলতি আয়ের সঙ্গে ওঠানামা করে। এর পেছনে মূলত সঞ্চয়হীন, ঋণসুবিধাবঞ্চিত ও 'দিন আনে দিন খায়' ধাঁচের পরিবারগুলোর আচরণ; আমাদের গল্পের দিনমজুর এই দলেরই প্রতিনিধি।
এবার আসি দ্বিতীয় প্রশ্নের ('কোন পথ ধরে?') উত্তরে, যা লুকিয়ে আছে মাইকেল উডফোর্ডের গবেষণায়। ২০০৩ সালে প্রকাশিত তার আকর গ্রন্থ 'ইন্টারেস্ট অ্যান্ড প্রাইসেস: ফাউন্ডেশনস অব আ থিওরি অব মনিটারি পলিসি' অনেক গবেষকের কাজের ধারাবাহিকতায় 'নিউ কেইনসীয়' মুদ্রানীতি বিশ্লেষণকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়, যা আধুনিক 'ইনফ্লেশন টার্গেটিং' বা মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যভিত্তিক নীতির মূল তাত্ত্বিক ভিত্তি। এই কাঠামোর স্তম্ভ তিনটি সমীকরণ। প্রথমটি 'গতিশীল আইএস রেখা', যা হলের ভোগতত্ত্বকে সুদের হারের সঙ্গে জোড়ে; প্রকৃত সুদহার কমলে সঞ্চয়ের আকর্ষণ কমে, মানুষ আজই বেশি খরচ করে। দ্বিতীয়টি 'নিউ কেইনসীয় ফিলিপস রেখা', পুরোনো রেখার আধুনিক পুনর্জন্ম এবং ওই মুদি দোকানদারের আচরণের ব্যাখ্যা।
প্রতিদিন দাম বদলানো ব্যয়বহুল, তাই দাম সহজে নড়তে চায় না বা স্টিকি থাকে।
এর জনপ্রিয় গাণিতিক রূপ 'ক্যালভো মডেলে' প্রতিটি সময়ে কেবল কিছু বিক্রেতা দাম বদলানোর সুযোগ পান; ফলে যিনি সুযোগ পান, তিনি সামনের দিনগুলোর কথা মাথায় রেখেই দাম ঠিক করেন। ক্রেতার আয় বাড়বে আর প্রতিযোগীও দাম বাড়াবে, এমন বিশ্বাস থাকলে তিনি আজই দাম বাড়িয়ে দেন। পুরোনো ফিলিপস রেখা তাকাত অতীতের দিকে, নতুনটি তাকায় ভবিষ্যতের দিকে।
আজকের মূল্যস্ফীতির অন্যতম প্রধান চালক ভবিষ্যৎ নিয়ে মানুষের আজকের প্রত্যাশা! তৃতীয়টি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের 'সুদহারের নিয়ম', মূল্যস্ফীতি ১ শতাংশ বিন্দু বাড়লে নীতি সুদহার বাড়াতে হবে তার চেয়েও বেশি, যা 'টেইলর মূলনীতি' নামে পরিচিত। নইলে প্রত্যাশা নোঙর ছিঁড়ে ভেসে যেতে পারে, আর মূল্যস্ফীতি নিজেই নিজেকে উসকে দেয়। ২০১৫ আর ২০২৬ সালের বাংলাদেশের প্রধান ফারাক এখানেই।
প্রত্যাশার এই নোঙর ধরে রাখতে উডফোর্ড মুদ্রানীতির কেন্দ্রে আনেন 'আউটপুট গ্যাপ' এবং নুট উইকসেলের 'স্বাভাবিক সুদহারের' ধারণা। ২০০৩ সালে জাপানের শূন্য সুদহারের অভিজ্ঞতা নিয়ে উডফোর্ড ও গাউতি এগার্টসনের যৌথ গবেষণা দেখায়, ভবিষ্যতের সুদহার নিয়ে বিশ্বাসযোগ্য ঘোষণাই আজকের বাজারে চাহিদা বাড়াতে পারে। তবে মডেলটি নিখুঁত নয়।
প্রত্যাশার এই নোঙর ধরে রাখতে উডফোর্ড মুদ্রানীতির কেন্দ্রে আনেন 'আউটপুট গ্যাপ' এবং নুট উইকসেলের 'স্বাভাবিক সুদহারের' ধারণা। ২০০৩ সালে জাপানের শূন্য সুদহারের অভিজ্ঞতা নিয়ে উডফোর্ড ও গাউতি এগার্টসনের যৌথ গবেষণা দেখায়, ভবিষ্যতের সুদহার নিয়ে বিশ্বাসযোগ্য ঘোষণাই আজকের বাজারে চাহিদা বাড়াতে পারে। তবে মডেলটি নিখুঁত নয়। সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হলো সব পরিবারকে একই ছাঁচে দেখা। তাই গবেষকেরা এখন বিভিন্ন শ্রেণির বৈচিত্র্য মাথায় রেখে 'হেটেরোজিনাস এজেন্ট নিউ কেইনসীয়' মডেল গড়ছেন, যার অন্যতম পূর্বসূত্র হল ও মিশকিনের সেই ২০ শতাংশের পর্যবেক্ষণ। কাজেই এই নোবেল শেষ কথা নয়, বরং এক নতুন যাত্রার স্বীকৃতি।
মডেলগুলোর ওই যাত্রার পরের অধ্যায় লেখার জন্য বাংলাদেশের চেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র কমই আছে, প্রধানত তিনটি কারণে। প্রথমত, বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২৩ সালের জুলাইয়ে আধুনিক 'সুদহার করিডোর' ব্যবস্থায় যায়। ২০২৪ সালের অক্টোবরে নীতি সুদহার ১০ শতাংশে তোলা হয়, আর চলতি বছরের ৩০ জুলাই তা নামানো হয় ৯.৫ শতাংশে। তবে সক্রিয় বন্ড বাজার আর খেলাপি ঋণের বোঝামুক্ত সুস্থ ব্যাংক খাত না থাকলে সুদের সংকেত মাঝপথেই হারিয়ে যায়। অথচ গত জুনে দেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের হার ছিল ৩২.৭৮ শতাংশ। দ্বিতীয় কারণ নীতির বিশ্বাসযোগ্যতা। গত ৩০ জুনের মুদ্রানীতিতে নীতি সুদহার অপরিবর্তিত রাখার ঘোষণার মাত্র এক মাসের মাথায় উল্টো পথে হেঁটে তা কমানো হয়। অন্যদিকে বেতন কাঠামোর আর্থিক ধাক্কাও ছোট নয়। অর্থ বিভাগের প্রাথমিক প্রাক্কলনে প্রথম দুই ধাপে কেবল মূল বেতন বাড়াতেই বাড়তি লাগবে প্রায় ৩৭ হাজার কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের জিডিপির প্রায় ০.৬ শতাংশ এবং ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির বার্ষিক বরাদ্দের প্রায় আড়াই গুণ। আর বেতন ও ভাতা পুরোপুরি কার্যকর হলে বার্ষিক বাড়তি ব্যয় দাঁড়াবে প্রায় ১ লাখ ৫ হাজার ৫৮০ কোটি টাকায়।
ভারতে সপ্তম বেতন কমিশনের সময় রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া সরকারি বাড়িভাড়া ভাতার সম্ভাব্য প্রভাব আগাম প্রাক্কলন করে মুদ্রানীতিতে প্রকাশ করেছিল। বাংলাদেশেও

সত্তরের দশকের তেল সংকটে ঠিক সেটাই ঘটল। বেকারত্ব ও মূল্যস্ফীতি একসঙ্গে লাফিয়ে বাড়ল, জন্ম নিল 'স্ট্যাগফ্লেশন' বা মন্দাস্ফীতি। ঐতিহ্যবাহী এই মেনুকার্ড কেন অচল হলো, ১৯৭৬ সালে তার গভীর কারণ ব্যাখ্যা করেন রবার্ট লুকাস। তিনি দেখান, পুরোনো মডেলগুলো অতীতের পরিসংখ্যান দেখে সম্পর্কগুলোকে স্থায়ী ধরে নিত, অথচ নীতি বদলালেই যে মানুষের আচরণও বদলে যায়, সে কথা ভুলে যেত। যেমন, রাস্তার মোড়ে পুলিশ দেখলে চালকেরা গতি কমান; পুলিশ সরিয়ে নিয়ে চালকদের আগের গতি দেখে দুর্ঘটনার পূর্বাভাস দিলে তা ভুল হতে বাধ্য। 'লুকাস সমালোচনা' নামে পরিচিত এই যুক্তির মূল শিক্ষা ছিল, সামষ্টিক মডেল গড়তে হবে একেবারে নিচ থেকে, পরিবার ও প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতের কথা ভেবে কীভাবে সিদ্ধান্ত নেয় তার ওপর ভিত্তি করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক বেতন কাঠামোর বাস্তবায়ন ধাপের সঙ্গে মিলিয়ে একটি শর্তসাপেক্ষ 'আগাম নির্দেশনা' দিতে পারে, যেমন ২০২৭ সালের জুলাইয়ের আগে মূল্যস্ফীতি ৮ শতাংশের নিচে না নামলে নীতি সুদহার আর কমানো হবে না। উডফোর্ডের মূল যুক্তি এখানেই, অঙ্গীকার বিশ্বাসযোগ্য হলে প্রত্যাশাই অর্ধেকের বেশি কাজ করে দেয়, ফলে সুদহার অত চড়া রাখতে হয় না।
তৃতীয় কারণটি আমাদের সেই দিনমজুর, যিনি ঘোষণার পর বাজারে গিয়ে বাড়তি দামে চাল কিনেছিলেন। শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৪ অনুযায়ী দেশের মোট কর্মসংস্থানের ৮৪ শতাংশই তার মতো অনানুষ্ঠানিক খাতে, কৃষিতে এই হার ৯৭ শতাংশ।
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মজুরি হার সূচকের বৃদ্ধি টানা ৫৬ মাস ধরে মূল্যস্ফীতির নিচে; ফলে ২০২২ সাল থেকে এই শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি কমেছে প্রায় ৬ শতাংশ। হল ও মিশকিনের ওই এক পঞ্চমাংশের বাংলাদেশি প্রতিরূপ সম্ভবত আরও অনেক বড়, যার ইঙ্গিত মেলে 'খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২' থেকে; পরিবারগুলোর গড় আয় ও ব্যয় প্রায় সমান এবং ৩৭ শতাংশ পরিবারকে ঋণ নিতে হয়েছে, যা ২০১৬ সালে ছিল ২৯.৭ শতাংশ। নীতি সুদহারের প্রত্যক্ষ প্রভাব এই দিনমজুরের ওপর সামান্য হলেও ফ্যামিলি কার্ড বা নগদ সহায়তার টাকা তার হাত হয়ে সরাসরি বাজারে আসে বলে এখানে রাজস্ব নীতির প্রভাব জোরাল।
এই গল্পে প্রকৃতপক্ষে তিন ধরনের চরিত্র আছে। প্রথম চরিত্র ক্যালভো মডেলের মুদি দোকানদার, দ্বিতীয় চরিত্র হলের অয়লার সমীকরণ মানা সচ্ছল বেতনভোগী এবং তৃতীয় চরিত্র আমাদের দিনমজুর, যিনি চলতি আয়ের বাইরে যেতে পারেন না। এখানে পার্থক্যটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তত্ত্বের পূর্বাভাসটি আসলে প্রথম দুই চরিত্রের জন্যই প্রযোজ্য; তৃতীয় চরিত্র কেবল তার ফলাফল ভোগ করেন, প্রক্রিয়ায় অংশ নেন না। যে প্রক্রিয়া প্রত্যাশার নোঙরকে পরীক্ষা করবে, তার বোঝা সবচেয়ে বেশি চাপবে ঠিক ওই দলের ওপর, যারা ওই প্রক্রিয়ায় কোনো ভূমিকাই রাখেন না। তবে সতর্কতার বিষয় হলো, সেপ্টেম্বরের শেষে বেতন কাঠামোর ঘোষণা, জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি এবং বকেয়ার আগমন, তিনটি ধাক্কা একসঙ্গে পড়েছে। আর এই তিনটি আলাদা করার মতো উপাত্ত বিবিএসের মাসভিত্তিক প্রকাশনায় নেই। ফলে নভেম্বরে প্রকাশিত অক্টোবরের সূচকে খাদ্য বা বাড়িভাড়ায় বাড়তি গতি দেখা গেলেই তা প্রত্যাশার নোঙর আলগা হওয়ার প্রমাণ নয়, জ্বালানির সরাসরি ও পরোক্ষ প্রভাবও হতে পারে, এমনকি মাসের বেশির ভাগ সময় বাড়তি বেতন কারও হাতে না পৌঁছানোর কারণে বকেয়ার প্রভাবও দেরিতে ধরা পড়তে পারে। প্রকৃত পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন সূক্ষ্মতর তুলনা, যেমন সরকারি কর্মচারীর ঘনত্ব বেশি এমন এলাকার সঙ্গে কম এলাকার মূল্যবৃদ্ধির তুলনা, অথবা বকেয়া হাতে আসার আগে ও পরে একই পণ্যের দামের তুলনা। এমন উপাত্ত তৈরি না হওয়া পর্যন্ত নভেম্বরের সংখ্যা একটি দিকনির্দেশক সংকেত মাত্র, চূড়ান্ত প্রমাণ নয়।
নোঙর অক্ষত থাকলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিশ্বাসযোগ্য ঘোষণাই বেশিরভাগ কাজ সেরে ফেলে, সুদহার সেক্ষেত্রে বেশিদূর বাড়াতে হয় না, এটিই উডফোর্ডের মূল যুক্তি। নোঙর আলগা হলে একই লক্ষ্য অর্জনে সুদহার বাড়াতে হয় অনেক বেশি, যার বোঝা শেষ পর্যন্ত গিয়ে পড়ে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং ওই দিনমজুরের ওপর। মূল্যস্ফীতি আগে জন্ম নেয় মানুষের মনে, তারপর ছড়ায় বাজারে। হল ও উডফোর্ডের এই পাঠ তাই স্টকহোমের একাডেমিক আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকার কথা নয়; ঢাকার মতিঝিলে মুদ্রানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রেও এর সমান প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। কারণ শেষ পর্যন্ত মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের সাফল্য শুধু কতটা সুদহার বাড়ানো হলো তার ওপর নির্ভর করে না; নির্ভর করে মানুষ নীতিনির্ধারকদের কতটা বিশ্বাস করে এবং ওই নীতির ব্যয় কার কাঁধে গিয়ে পড়ে, তার ওপরও।

বিকাশ চন্দ্র ঘোষ: সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

ONCE IN A LIFETIME
DESTINATIONS
BUCKET LIST PORTS
ALEXANDRIA, EGYPT
PORTO, PORTUGAL
CASABLANCA, MOROCCO
ON BOARD
ODYSSEY OF THE SEAS
RHAPSODY OF THE SEAS
USBD TRAVELS & TOURS
347-646-7979

এক রানির একক সংগ্রাম ও একটি কাঁথা

গল্প

মৃত্তিকা সহিতা

রাজ্যহারা দুঃখিনী এক রানি। শত্রুরা বন্দি করে রেখেছে তাঁকে। সেই রুদ্ধদ্বারের অন্তরালে সঙ্গিনীদের নিয়ে রঙিন সুতার নানান ফোঁড়ে তৈরি করলেন আশ্চর্য এক কাঁথা। তাতে ধরা রইল তাঁর বন্দিজীবনের টুকরো কথা, তাঁর হারিয়ে ফেলা রাজ্যের কত না অপরূপ চিত্র! মনে হতে পারে, এ যেন রূপকথার কোনো এক রানির গল্প, অথচ এ-কাহিনি কিন্তু সত্যিকারের! খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। গত শতকের শেষভাগে, ১৯৮৫ সালে এক অজ্ঞাতপরিচয় প্রেরকের কাছ থেকে হাওয়াইয়ের প্রধান নগরী হনলুলুতে অবস্থিত আয়োলানি প্রাসাদ কর্তৃপক্ষের হাতে এসে পৌঁছায় জীর্ণকায় একটি কাঁথা। কিন্তু, সাধারণ কাঁথা তো নয়, এ যেন ভেলভেট, স্যাটিন আর সিল্কের তৈরি একখণ্ড ইতিহাস! এর প্রধান কারিগর, প্রায় একশ বছর আগে এই প্রাসাদেরই বন্দিনী রানি লিলিউওকালানি। ভিনদেশিদের লোলুপথাবায় যখন টালমাটাল নয়নাভিরাম এই দ্বীপমালা, বিপন্ন তার স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, অবমানিত তার ধর্ম-শিক্ষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য, তখন অমূল্য এই সীবনশিল্পকর্মটি যেন সমস্ত অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তেজোদীপ্ত অথচ শিল্পিত এক প্রতিবাদ, স্বভূমির প্রতি মমত্ব আর অঙ্গীকারের অবিনশ্বর স্মারক। ইতিহাসের এই অভূতপূর্ব নিদর্শনটি ছঁববহ'ং ছঁরষঃ বা 'রানির কাঁথা' নামেই আজ বিশ্বজুড়ে পরিচিত।

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে একাধিক দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত দেশ হাওয়াই। সেই হাওয়াইয়ের হনলুলুতে ১৮৩৮ সালের ২ সেপ্টেম্বর জন্মেছিলেন লিডিয়া, ঘটনাচক্রে যিনি হয়ে উঠেছিলেন এই দ্বীপরাজ্যের প্রথম নারী শাসক, রাজতান্ত্রিক হাওয়াই-এর শেষ প্রতিনিধিও বটে।

লিডিয়া ছিলেন সংগীতে সমর্পিত এক প্রাণ। তাঁর ভাষাতেই,' to compose was as natural to me as to breathe'। সুর সংযোজন করেছেন অজস্র সংগীতে, বাজাতেন অর্গ্যান ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র। সব মিলিয়ে ১৬০টির বেশি সংগীতের রচয়িতা তিনি। ১৮৬৬ সালেতাঁর রচিত ঐব গবষব খধযঁর ঐধধির'ও ('The Song of the Hawaiian Nation') হাওয়াই এর জাতীয় সংগীত হিসেবে নির্বাচিত হয়।

হাওয়াইয়ের অন্যতম প্রধান লোকপ্রিয় সংগীত অষড়যধ ঙব (Farewell to thee), তাঁরই রচনা। বিরহী এক প্রেমিকযুগলের বিচ্ছেদের গভীর মর্মবেদনা এই গানের মূল ভাব।

১৮৭৪ সালে লিডিয়ার ভাই ডেভিড কালাআকাওয়া হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের রাজা নির্বাচিত হন। এর তিন বছর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হলে জীবনের মোড় ঘুরে যায় লিডিয়ার। পরবর্তী শাসক হিসেবে ঘোষণা করা হয় তাঁর নাম; রাজকীয় রীতি অনুযায়ী নতুন নাম ধারণ করে তাঁর জীবনের নবযাত্রা শুরু হয়   'লিলিউওকালানি' হিসেবে। ভবিষ্যৎ শাসক হিসেবে নিজেকে উপযুক্তরূপে গড়ে তোলার জন্য সংসদীয় রাজতন্ত্রের ভূমিকা ও কার্যপরিধি নিয়ে গভীর অধ্যয়ন করেন তিনি। এসব প্রস্তুতি বৃথা যায়নি। বিবিধ কারণে রাজার অনুপস্থিতিতে দুবার শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, প্রমাণ রাখেন দক্ষতার।

১৮৮৭ সালে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী লিলিউওকালানি ও তৎকালীন রানি কাপিওলানি হাওয়াই এর প্রতিনিধি হিসেবে রানি ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন আরোহণের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনায় যোগ দিতে লন্ডন যান। তাঁদের স্বাগত জানিয়েছিলেন স্বয়ং রানি। তবে, সেখানেই খবর আসে, দেশে যেন ঠিকপথে চলছে না সবকিছু। তড়িঘড়ি করে ফেরেন তাঁরা। ততক্ষণে অবশ্য হাওয়াই-এর রাজনীতির দাবার চাল গেছে উলটে। এর পটভূমি বুঝতে হলে একটু পিছিয়ে যাই। ১৮২০ সালে আমেরিকান মিশনারিদের প্রথম পদার্পণ ঘটে হাওয়াইয়ে। কিন্তু কেবল ধর্মপ্রচার ছাড়াও তারা এবং তাদের উত্তরসূরিরা ক্রমশ আগ্রহী হয়ে ওঠে অর্থনৈতিক, এমনকি রাজনৈতিক বিষয়াদিতে। একরের পর একর আবাদি জমির মালিক হয়ে বসে তারা, নিয়ন্ত্রণ নেয় বাণিজ্যের। বিশেষ করে চিনিশিল্পে এদের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদেশি ব্যবসায়ীদের ঘনিষ্ঠতা ছিল হাওয়াইয়ের প্রভাবশালী অভিজাত গোষ্ঠীর সঙ্গে, যারা দেশটিতে পরিচিত ছিল আলি'ইরা নামে। আলি'ই এই মিশনারিদের বিভিন্ন সরকারি পদে নিয়োগ দিলে স্বভাবতই আরো ক্ষমতাধর হয়ে ওঠে বিদেশি বণিকমহল।

এদিকে, সার্বভৌম অবস্থানের পরিবর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হলে নানান অর্থনৈতিক সুবিধা, বিশেষত শুল্কমুক্ত চিনি রপ্তানির সম্ভাবনা ও এর বিশাল অর্থকরী লাভ বুঝতে পেরে এই বিদেশিরা হাওয়াইকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত করার উপায় খুঁজতে থাকে। শুরু হয় হাওয়াইয়ের সার্বভৌমত্ব হরণের বিবিধ প্রয়াস। আর তারই অংশ হিসেবে ১৮৮৭ সালে অভিজাত ব্যবসায়ীদের একাংশ (যাদের অধিকাংশই শ্বেতাঙ্গ) রাজা কালাআকাওয়াকে বাধ্য করেন নতুন এক সংবিধান অনুমোদনে, যেখানে রাজতন্ত্রের

কর্তৃত্বের পরিসর আগের চাইতে অনেকটাই সীমিত, হাওয়াইয়ের জনগণের নাগরিক অধিকার হয় ক্ষুণ্ন। অস্ত্রের মুখে জোর করে এতে রাজার স্বাক্ষর নেওয়া হয়েছিল বলে বিতর্কিত এই শাসনবিধানটি ইতিহাসে 'বেয়নেট সংবিধান' নামেই পরিচিত। নতুন সংবিধান প্রবর্তনের চার বছরের মাথায় ১৮৯১ সালে রাজা ডেভিডের আকস্মিক মৃত্যু হয়। শোকাহত লিলিউওকালানি, হাওয়াইএর ইতিহাসের প্রথম নারী শাসক হিসেবে সিংহাসনে বসেন স্বভূমির হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধারের দৃঢ? সংকল্প মনে নিয়ে। নানান ধরনের হুমকির মধ্যেও তিনি দৃঢ? প্রতিজ্ঞ ছিলেন তাঁর দেশের জনগণের কাছে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে। তাঁর সামর্থ্য ও প্রস্তুতি ছিল প্রশ্নাতীত, তবে বিভিন্ন কারণে সময়টা ছিল বৈরী। এরই মধ্যে রানির ব্যক্তিগত জীবনেও নেমে আসে বিপর্যয়। সিংহাসনে আরোহণের মাত্র সাত মাস পরই ১৮৯১ সালের আগস্টে প্রয়াত হন স্বামী জন ওয়েন ডমিনিস, লিলিউওকালানি হারান বিশ্বস্ত এক পরামর্শক। পরবর্তী দু'বছর ধরে রাজশাসনের প্রতিভূ হিসেবে তিনি ব্যাপৃত থাকেন রাজ্য পরিভ্রমণে, শোনেন জনমানুষের কণ্ঠস্বর। দেশের কল্যাণার্থে 'বেয়োনেট সংবিধান' বাতিল করে একটি নতুন সংবিধানের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হন। এরই প্রতিফলন হিসেবে ১৮৯৩ সালের গোড়ায় মন্ত্রিসভার কাছে পেশ করেন নতুন শাসনবিধান, যেখানে চলমান ধারার বিপরীতে হাওয়াইয়ের শাসনব্যবস্থায় স্থানীয় ঐতিহ্যিক কর্তৃত্বের সম্প্রসারণের প্রস্তাব করা হয়, সংরক্ষিত হয় নাগরিকদের ভোটের অধিকার।

কিন্তু, রানির প্রস্তাবনাটি সাদরে গৃহীত হয়নি; তার চেয়েও বড় কথা, তাঁর অভিপ্রায়ের কথা জানাজানি হলে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিপন্ন বোধ করেন অনেকেই। রানি লিলিউওকালানি হয়ে ওঠেন শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ী ও রাজনীতিকদের প্রধান প্রতিপক্ষ।

অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে পটপরিবর্তন হতে থাকে হাওয়াই-এর ভাগ্যাকাশের। ক'দিনের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতায় এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থান ঘটানো হয়। একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হাওয়াইয়ের শাসনভার গ্রহণ করে, রানিকে বাধ্য করা হয় রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে তাঁর ব্যক্তিগত আবাসস্থলে চলে যেতে। পরের বছর, ১৮৯৪ সালে হাওয়াইকে প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়।

পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করে, যখন ১৮৯৫-এর জানুয়ারি মাসে রানির সমর্থক তরুণ রবার্ট উইলকক্সের নেতৃত্বে প্রতিবিপ্লবের ডাক দেওয়া হয়। ক্ষমতাসীনরা দ্রুতগতিতে নিষ্ঠুরভাবে এই বিদ্রোহ দমন করে। বিদ্রোহের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে ১৬ জানুয়ারি আটক করা হয় লিলিউওকালানিকে। চাপের মুখে ২৪ জানুয়ারি সিংহাসন ত্যাগ করেন লিলিউওকালানি, তবে বিনিময়ে বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িতদের ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। কিন্তু এর পরেও আটক এবং বিচার করে তাঁকে পাঁচ হাজার ডলার জরিমানাসহ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। প্রাসাদের শয়নকক্ষেই অন্তরীণ রাখা হয় তাঁকে। তাঁর অনুগত, শুভানুধ্যায়ীদের কেউ কেউ নানান সময়ে সঙ্গ দিয়েছেন তাঁকে। জীবনের সেই দুঃসহ ক্ষণটির স্মরণে ডায়রিতে লিখেছিলেন, 'বন্দি জীবনের সেই প্রথম রাতটি আমার জীবনের দীর্ঘতম রজনী'। তাঁর জীবনে প্রভাত বুঝি আর এলোই না। তবে, মনোবল হারিয়ে ভেঙে পড়ার মানুষ নন লিলিউওকালানি। আটক অবস্থায় রচনা করলেন দেশপ্রেমের চেতনায় ভাস্বর সংগীতের মূর্ছনা, হাত দিলেন হাওয়াই-এর প্রাচীন কাব্য অনুবাদে, আর নির্মাণ করতে শুরু করলেন একটি ঐতিহ্যবাহী কুইল্ট বা কাঁথা, স্বদেশভূমির দুর্যোগময় ইতিহাসের এক প্রামাণ্য দলিল।

শৈল্পিক সুষমা কিংবা ঐতিহাসিক গুরুত্ব যে-কোনো বিচারেই ৯৫ ী ৯৭ ইঞ্চি মাপের এই নির্মাণটি অনন্য। নয়টি চৌকোনা খোপে বিভক্ত কাঁথাটিতে ব্যবহার করা হয়েছে অসংখ্য টুকরো কাপড়। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো একেবারে কেন্দ্রস্থিত খোপটি। হাওয়াইয়ের সর্বশেষ রাজপ্রতিভূ লিলিউওকালানির জন্ম, সিংহাসন আরোহণ ও চ্যুতি, রাজতন্ত্রের চূড়ান্ত অবসানের ইতিহাস সংক্রান্ত ঘটনাবলির সংক্ষেপিত ক্রমানুপঞ্জি উজ্জ্বল লাল আর নীল কাপড়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ঠিক মাঝখানটিতে সাদা স্যাটিনে কালি, পেনসিল আর পলিক্রম রঙে সূক্ষ্মভাবে আঁকা হয়েছে হাওয়াইয়ান কোট অফ আর্মস। তাছাড়াও, কুইল্টে একাধিকবার হাওয়াইয়ের পতাকা, নানান স্মারক, 'আমার প্রিয় পতাকা' লেখা রিবনের অন্তর্ভুক্তি স্বদেশভূমির এই ক্রান্তিকালে বিদেশি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী অবস্থানের নিঃশঙ্ক প্রকাশ। একাধিক ব্যক্তির নামেরও উল্লেখ আছে কাঁথায়, প্রায় সকলেই রানির শুভানুধ্যায়ী, অনুগত সমর্থক। সব মিলিয়ে, নানা রঙের সিল্কের সূতায় বৈচিত্র্যময় ফোঁড়, এপ্লিক ও হ্যান্ডপেইন্টে সজ্জিত কাঁথাটি শেষ পর্যন্ত তাই কেবলই এক দৃষ্টিনন্দন শিল্পকর্ম থাকে না, হয়ে ওঠে অমূল্য এক ঐতিহাসিক দলিলও।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কাঁথার বিভিন্ন ব্লকে দৃশ্যমান বিচিত্র সেলাই নিশ্চিত করে এক হাতে তৈরি হয়নি এটি। রানির সুহৃদদের কেউ কেউ বিভিন্ন সময়ে যুক্ত হয়েছিলেন এর নির্মাণপ্রক্রিয়ায়।

বাইজি

সিরাজউদ্দিন আহমেদ

বাড়ির নাম দিলশাদ মহল। বাঈজী দিলশাদ বেগমের গানের প্রতি যে মমতা ও প্রেম, সেই মমতা আর ভালোবাসায় বাড়িটি তৈরি করেছেন। বাড়ির বয়স একশ বছর পূর্ণ হয়েছে। একশ বছর আগে শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহর কাছ থেকে নজরানা পান তরুণী রূপসী বাইজি দিলশাদ বেগম। জনমানবহীন এই বিরানভূমিতে যখন এসে পৌঁছালেন হতাশ হয়েছিলেন বইকি। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ও দুঃখ-বেদনায় চোখের পানি বাঁধ মানেনি। সঙ্গের লোকজন এতোই হতাশ হলো যে, তারা ফিরে যাওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করল। এখানে কোনো জনবসতি নেই। বাইজির গান শুনবে কে? রুজিরোজগার না হলে বাঁচবে কী করে? এই বিরানভূমিতে হয় ডাকাতের হাতে, নয়তো না খেয়ে তাদের মরতে হবে। বাইজি দিলশাদ বেগম সঙ্গী-সাথিদের মনে করিয়ে দিলো, তাদের ফেরার পথ বন্ধ। তাদের কারণে দিল্লির অভিজাত শ্রেণির যুবক ও ইংরেজ প্রশাসনের যুবক কর্মকর্তারা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যুবকরা কর্মবিমুখ, বাইজি ও সুরায় বুঁদ হয়ে ধ্বংসের পথে আনন্দে মশগুল হয়ে আছে। এ অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। জরুরি ভিত্তিতে দিল্লিকে বাইজি ও বেশ্যা মুক্ত করা হলো। ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাদের জমির দলিল ধরিয়ে দিল্লি থেকে, রাজ্যের রাজধানী থেকে, বড় বড় শহর বন্দর নগর থেকে দূরদূরান্তে অজানা বিরানভূমিতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। বাইজিরা বাধ্য হয়ে অজানার পথে জীবন-জীবিকার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। দিলশাদ বেগমের আশ্রয় মিলল মুর্শিদাবাদ শহর থেকে ষাট মাইল দূরে এক বিরানভূমিতে। আশেপাশে দশ মাইলের মধ্যে কোনো গ্রাম, বসতভিটা, শস্যক্ষেতের দেখা মিলল না। জলা-জংলা জায়গা। পাশ দিয়ে ভাগীরথী নদী বয়ে গেছে। নদীর পানে তাকিয়ে দিলশাদ বেগমের মন প্রসন্নতায় ভরে উঠল।

কিতনা মিঠা আওয়াজ!

জনমানবহীন নিস্তব্ধতায় গাছের মর্মরধ্বনি আর বহমান নদীর কুলকুল ছান্দসিক আওয়াজ দিলশাদ বেগমের হৃদয়ে সংগীতের ঝংকার তুলল।

ইস গাঁওকা নাম কেয়া?

দৃষ্টির সীমানায় কোনো জনমানুষ নেই যে গ্রামের নাম জিজ্ঞেস করে।

দিলশাদ বেগম বলল, ইয়ে গাঁওকা নাম আজসে 'দিলশাদ কা গাঁও'। হামারা গাঁওমে পহেলি জো আদমি আয়েগা উসকো দিল শানৎ হো জায়েগা। দিলমে মোহাব্বতকা খুসবু আঁখ মেলেগা। আউর দিলশাদ কো গজল প্রেম জোয়ারসে ভাস জায়েগা। ওহি গাঁওকা নাম 'দিলশাদ কা গাঁও' ছোড়কে আওর কুছ হো সাকতা?

দিলশাদ বাইজির দেহের বাঁকবিন্যাস ও বাঁধভাঙা হাসির সুরেলা ঝংকারে এক যুবক অশ্বারোহী ঘোড়ার রাশ টেনে দাঁড়ালের। তিনি বিস্মিত! অভিভূত! এই নির্জন প্রান্তরে এরা কারা? এই অপরূপা নারী এখানে এলো কী করে? তিনি কি কুহকে পড়েছেন? দৃষ্টিবিভ্রম? অলীক ভ্রান্তির গোলকধাঁধায় আচ্ছন্ন হয়ে আছেন? এটা তাঁর এলাকা। এর আগে এদের কখনো দেখেছেন বলে মনে হয় না। এদের পোশাক আচরণ কথাবার্তা ভিন্ন। ভিনদেশি উচ্চ বংশীয় মনে হয়। কৌতূহলী অশ্বারোহী অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে দিলশাদ বেগমের দিকে এগিয়ে গেলেন। দিলশাদ বেগম ও তার দল অশ্বারোহী যুবককে কুর্নিশ করে স্বাগত জানাল।

আপনারা এখানে কেন? এখানে কোনো জনবসতি নেই। যাবেন কোথায়?

দিলশাদ বেগম নম্রস্বরে জিজ্ঞেস করল, জনাব, দাসী কি আপনার পরিচয় জানতে পারে?

আমি জয় নারায়ণ চৌধুরী। অত্র এলাকার জমিদার। আমি শিকারে বের হয়েছিলাম। দূর থেকে দেখে মনে হলো আপনারা কোনো বিপদে পড়েছেন। আমি কি কোনো সাহায্য করতে পারি?

বাবুজি, আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। আমরা খুব বিপদে আছি। আমি একজন কালাকার। এরা আমার সহশিল্পী। আমরা দিল্লি থেকে এসেছি। বাহাদুর শাহর দরবারে গজল গাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমার নৃত্য শাহি দরবারে প্রশংসা অর্জন করেছে। বাবুজি কি একটা গজল শোনানোর সুযোগ আমাকে দেবেন?

এখানে, এই জঙ্গলে?

গজল, এই নদী, গাছের স্নিগ্ধ ছায়া, সুশীতল হাওয়া খুদা কি নিয়ামত হ্যায় বাবুজি। দিল চাহে তো গজল কা মিঠা আওয়াজসে দোজখ বি বেহেশত হো সাকতা। বৃক্ষের ছায়ায় খোলা প্রান্তরে গাছে গাছে মর্মরিত হতে থাকল দিলশাদ বেগমের সুরেলা কণ্ঠস্বরে ঐশ্বরিক বাণী। জয় নারায়ণ নিজে গানের চর্চা করেন। তাঁর কণ্ঠ সুরেলা না হলেও গানের মর্ম তিনি বোঝেন। গান তাঁর কাছে পরম আরাধ্য গভীরতম আনন্দ। তাঁর মনে হলো, এ সুরেলা কণ্ঠ, মর্মবাণী জাগতিক নয়। স্বর্গ থেকে ভেসে আসছে এই অলৌকিক মাধুর্য। তিনি প্লাবিত হলেন সুরের মোহনীয় জাদুতে। নিমগ্ন হলেন গভীর ধ্যানে। দিলশাদ বেগমের গান শেষ হয়েছে। সুরের রেশ তখনো শেষ হয়নি। জয় নারায়ণের হৃদয় বীণায় তখনো গানের রেশ নিমগ্ন ধারায় বয়ে যাচ্ছে। দিলশাদ বেগম রহস্যের হাসি হেসে জিজ্ঞেস করল, বাবুজি, গানা ক্যায়সে হুয়া?

জয় নারায়ণ রহস্য করে বললেন, তোমার কণ্ঠে গান শেষ হয়েছে। কিন্তু আমার হৃদয়ে তোমার গান বেজেই চলছে। থামার কোনো লক্ষণ নেই। এখন আমার কী হবে?

দিলশাদ বেগম হাসিতে ভেঙে পড়ে, বাবুজি, আপ শায়ের হ্যায়? ইয়ে তো শায়ের কি বাত। জয় নারায়ণ বললেন, আমি তোমার গুণমুগ্ধ সেবক। তুমি আমার বাড়ি চলো। যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা তুমি পাবে। আমি শিল্পীর মর্যাদা দিতে জানি। নেহি বাবুজি। আপনার সংসারে আমি আগুন লাগাতে পারবো না। বাইজির নেশা খুব খারাপ নেশা আছে। রানিমাকে আমার নমস্কার। হামার কোঠি চাহিয়ে। আপনার দিল যখন চাহিবে হামার কোঠিতে গানা শুনতে নাচের মৌজ নিতে চলিয়া আসিবেন। ইয়ে জামিন সম্রাট বাহাদুর শাহ মুঝে ইনাম দিয়া। দেখিয়ে মেরা দলিল। সেই বিরানভূমিতে গড়ে উঠল বাইজি দিলশাদ বেগমের কোঠি। দিলশাদ মহল। গ্রামের নাম হলো 'দিলশাদ কা গাঁও'। নামে কোঠি আদতে প্রাসাদ। দিলশাদ বেগমের সমস্ত সঞ্চয় আর জয় নারায়ণের সাহায্য-সহযোগিতায় গড়ে উঠল জয় নারায়ণের প্রাসাদের আদলে আরেক রংমহল। সিংহদ্বারের চূড়ায় পাহারায় থাকলো দুটি গর্জনরত সিংহ। সুরক্ষার উঁচু দেয়ালঘেরা দোতলা প্রাসাদ। নাচঘরের জলসায় জ্বললো রঙিন ঝাড়বাতি। নিত্যরাতে জমে ওঠে আনন্দ ফোয়ারা। দিলশাদ বেগমের কিন্নরী কণ্ঠে সুরের জাদু খেলা করে। গানের সুরে-তালে নৃত্যশিল্পীর অপূর্ব দেহপল্লবের শৈল্পিক সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘুঙুরের

ছন্দে তালে দর্শকদের দেহ-মনে ছড়িয়ে পড়ে দুর্নিবার মোহ। রঙিন আনন্দ-নেশা যত বাড়ে, রাত তত গভীর হয়। তৈরি হলো ওস্তাদ, যন্ত্রী, কর্মচারী, দারোয়ান, পাইক-পেয়াদা থাকার ঘর। আশেপাশে দূরদূরান্ত থেকে জমিদার, ধনাঢ্য ব্যক্তিরা যাতায়াতের জন্য রাস্তাঘাট তৈরি হলো। বাবুদের প্রয়োজনে দোকানপাট, বাড়িঘর, বসতি, শস্যক্ষেত, হাটবাজার একে একে সবই গড়ে উঠল। এরপর একশ বছর পার হয়েছে। জমিদার রাজ নারায়ণের প্রাসাদ এখন পোড়োবাড়ি। তাঁর বংশধররা বাড়ি বিক্রি করে কলকাতায় কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করে।দিলশাদ বেগম নেই, কিন্তু তার কোঠি দিলশাদ মহল এখনো সগৌরবে টিকে আছে। আগের সেই জৌলুস নেই, সিংহদ্বারের সিংহ ভেঙে পড়েছে। দালান টিকে আছে, জনবসতি আছে। জমিদার নেই, নৃত্য-গানের সমঝদারও নেই। ব্যবসাও নেই আগের মতো। এখন হাল ধরেছে দিলশাদ বেগমের পঞ্চম প্রজন্ম লাইলি বেগম। একশ বছর পূর্বে যে বিরানভূমিতে বাইজি দিলশাদ বেগমের কোঠিবাড়ি তৈরি হয়েছিল, তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ঘিঞ্জি ব্যস্ত এক জেলা শহর 'দিলশাদ টাউন'। আজকাল পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সামাজিক ফোরামে, রাজনৈতিক মহলে খুব আলোচনা হচ্ছে শহরের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে বাইজি কোঠি তথা বেশ্যালয় থাকা শহরের জন্য মর্যাদা হানিকর। বড্ড দৃষ্টিকটু। বাইজির নামে শহরের নাম ভাবতেই বেশ্যার নগ্ন শরীর ভেসে ওঠে। বাইজি কোঠির গা-ঘেঁষে মেয়েদের স্কুল, হাসপাতাল। উচ্ছেদ না করলে শহরের যুবক সমাজকে রক্ষা করা যাবে না। ক্যান্সারের মতো মানুষের সুস্থ চিন্তাধারা, সমাজ, রাজনীতি, ধর্মকে গ্রাস করবে। ক্যান্সার যত দ্রুত অপসারণ করা যায় ততই মঙ্গল। বাইজি কোঠি উচ্ছেদ নিয়ে কোনো বিরোধ ছিল না। বিরোধ দেখা দিলো এই পাপভূমির ব্যবহার নিয়ে। ধর্মীয় নেতারা দাবি করলেন, একশ বছর ধরে বাইজি কোঠিতে যে পাপ জমা হয়েছে তার থেকে মুক্তির উপায় হলো এখানে মাদ্রাসা ও মসজিদ নির্মাণ করা। সমাজপতিরা বললেন, জেলা শহরে বড় কোনো হাসপাতাল নেই। আমরা চাই হাসপাতাল কমপ্লেক্স। রাজনৈতিক নেতা ও শীর্ষ ব্যবসায়ীদের দাবি, ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সরকারের আর্থিক সংকট বিবেচনায় রাখতে হবে। সুপার মার্কেট করলে বিনা ইনভেস্টমেন্টে সরকার লাভবান হবে। উচ্ছেদ মামলা আদালতে গড়াল। বর্তমান উত্তরাধিকারী লাইলি বেগম আদালতে বয়ান দিলেন, স্যার, আমরা বাইজি, আমরা শিল্পী। বংশপরম্পরায় নৃত্য-গীতের মাধ্যমে আমরা মানুষের মনের আনন্দকে পরিপূর্ণতা দিয়েছি। এটাই আমাদের পেশা। আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার। কোন অপরাধে আমাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে? আমাদের নিয়ে সমাজে ভুল ধারণা প্রচার করা হচ্ছে।

For a limited time, receive **up to 20% off cruise fares and up to $750 in Onboard Credit per stateroom* —plus an additional $250 Onboard Credit when you book an Alaska sailing!**

Plus, with Always Azamara inclusions valued at over $4,500, along with longer stays in port, exclusive cultural performances, immersive destination experiences, and exceptional service from a crew that knows you by name, every cruise is designed to bring you closer to the people, places, and moments that matter most. Venture beyond the highlights, uncover hidden gems, and experience destinations with the time and depth they deserve.

Book by October 23, 2026, to take advantage of this exclusive offer.

ALWAYS + AZAMARA

OVER $4,500 IN VALUE - ALWAYS INCLUDED

- Variety of Dining Venues
- Beer, Wine, and Spirits
- Signature AzAmazing Evenings
- Onboard Gratuities
- Unlimited Self-Service Laundry

BOOK YOUR CRUISE: USBD TRAVELS & TOURS PH: 347-646-7979

USBD TRAVELS & TOURS
347-646-7979

ইউক্রেনে স্টারলিংক সেবা সীমিত করতে যুক্তরাষ্ট্র নির্দেশ দেয়নি : মার্কো রুবিও

মুম্বাই

ইউক্রেনে ব্যবহৃত স্টারলিংক সেবা সীমিত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার বা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কোনো নির্দেশ দেননি বলে জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সেবাটি নিয়ে ওয়াশিংটনের নির্দেশনার অভিযোগ নাকচ করে তিনি বলেছেন, স্টারলিংকের ব্যবহার ও পরিচালনার শর্ত একটি বেসরকারি বাণিজ্যিক চুক্তির আওতায় নির্ধারিত হয়। বুধবার ভারতের মুম্বাইয়ে তাজমহল প্যালেস হোটেলে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে রুবিও স্টারলিংক ও স্টারশিল্ডের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, স্টারলিংক একটি বাণিজ্যিক স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সেবা। অন্যদিকে, স্টারশিল্ড একটি পৃথক প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি, যা মার্কিন যুদ্ধ দপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

স্টারলিংক সেবা সীমিত করার সিদ্ধান্তের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র আগে থেকে অবগত ছিল কি না, সে সম্পর্কে তিনি বলেন, এমন কোনো পূর্বজ্ঞান তাঁর ছিল না। তাঁর ভাষ্য, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বা সরকারের কেউই ওই ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার অনুরোধ করেননি। রুবিও ইউক্রেনকে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা বন্ধ বা ইচ্ছাকৃতভাবে সীমিত করার অভিযোগও প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন থেকে শুরু করে ট্রাম্পের প্রশাসন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে বিলিয়ন ডলারের সহায়তা দিয়েছে। ইউক্রেনীয় সেনাদের সাহসিকতার প্রশংসা করে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের অবসান ঘটানোই ট্রাম্প প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য। তাঁর মতে, দনবাস অঞ্চলের ভূখণ্ড নিয়ে বিরোধ শান্তি চুক্তির অন্যতম প্রধান বাধা।

রুবিও জানান, মার্কিন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক করেছেন এবং রাশিয়ার কর্মকর্তাদের সঙ্গে সম্ভাব্য শান্তি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে সেন্ট পিটার্সবার্গে যাওয়ার কথা রয়েছে। তিনি বলেন, সংঘাতের সমাধান কঠিন এবং একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে উভয় পক্ষকেই কিছু বিষয়ে সমঝোতা করতে হবে। একই সঙ্গে ইউক্রেনের দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও গুরুত্বপূর্ণ।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানকে আবার আলোচনার টেবিলে ফেরাতে কাতার ও পাকিস্তানের উদ্যোগের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে রুবিও মধ্যস্থতার প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানান। তবে তিনি বলেন, ইরান যাতে কখনো পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের সুযোগ না পায়, যেকোনো চুক্তিতে তা নিশ্চিত করতে হবে। জি-২০ সম্মেলনে রাশিয়ার অংশগ্রহণের বিষয়েও কথা বলেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি জানান, ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাশিয়াকে জি-২০-এর বৈঠকগুলোতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তবে আটলান্টায় অনুষ্ঠেয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ নিজে উপস্থিত থাকবেন কি না, তা তিনি নিশ্চিত করতে পারেননি।

ভারতে বিরোধী দল ও শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ এবং সরকারের পদক্ষেপ নিয়ে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞদের সমালোচনা সম্পর্কে জানতে চাইলে রুবিও দেশটির অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান।তিনি বলেন, রাজনৈতিক মতপ্রকাশ ও বিক্ষোভ রাজনৈতিক আলোচনার অংশ। তবে সহিংসতা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের পার্থক্য রয়েছে। ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়গুলো দেশটির জনগণেরই নির্ধারণ করা উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি। ভারতের অন্যতম বৃহৎ জ্বালানি প্রতিষ্ঠান রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের সঙ্গে নির্ধারিত বৈঠক নিয়েও কথা বলেন রুবিও। তিনি বলেন, বৈঠকে প্রতিষ্ঠানটির বৈশ্বিক কার্যক্রম, জ্বালানি খাত এবং ভবিষ্যতে সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। রুবিও উল্লেখ করেন, রিলায়েন্সের উল্লেখযোগ্য তেল পরিশোধন সক্ষমতা রয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানটি ভেনেজুয়েলাসহ পশ্চিম গোলার্ধের বিভিন্ন উৎস থেকে উৎপাদিত ভারী অপরিশোধিত তেল পরিশোধন করতে পারে।

এ ছাড়া মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মীদের নৈতিকতা, উপহার গ্রহণ এবং পেশাগত আচরণসংক্রান্ত নির্দেশনা নিয়েও কথা বলেন তিনি।

কিউবার মানবাধিকার লঙ্ঘন

জবাবদিহি নিশ্চিত করতে জাতিসংঘে চাপ দেবে যুক্তরাষ্ট্র : মাইক ওয়াল্টজ

শিব্বীর আহমেদ, নিউইয়র্ক

কিউবার সরকারের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন, রাজনৈতিক বন্দিদের আটক, জোরপূর্বক শ্রম এবং দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ধরে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে জাতিসংঘে চাপ অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। জাতিসংঘে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মাইক ওয়াল্টজ বলেছেন, কিউবার জনগণের ওপর দমন-পীড়নের বিষয়টি আর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে বিনা চ্যালেঞ্জে তুলে ধরতে দেওয়া হবে না। নিউইয়র্কের ফরেন প্রেস সেন্টারে কিউবার মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মানবাধিকার ও গণতন্ত্রবিষয়ক সংস্থা ফ্রিডম হাউসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেমি ফ্লাই।

ওয়াল্টজ বলেন, কিউবার সরকার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞাকে কেন্দ্র করে যে প্রস্তাব উত্থাপন করে, তা দেশটির অভ্যন্তরীণ দমন-পীড়ন ও অর্থনৈতিক দুর্দশার জন্য দায় এড়ানোর একটি প্রচেষ্টা। তাঁর দাবি, কিউবার জনগণের দুর্ভোগের জন্য দেশটির কর্তৃত্ববাদী সরকারই দায়ী। তিনি বলেন, কিউবার সাবেক রাজনৈতিক বন্দি, মানবাধিকারকর্মী ও স্বাধীন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের অভিজ্ঞতা সরাসরি জাতিসংঘের কূটনীতিকদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য ও প্রমাণের মাধ্যমে দেশটির মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবহিত করাই যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য।

সংবাদ সম্মেলনে জেমি ফ্লাই বলেন, ফ্রিডম হাউসের বৈশ্বিক স্বাধীনতা সূচকে কিউবা দীর্ঘদিন ধরে 'মুক্ত নয়' হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, ১০০ নম্বরের সূচকে দেশটির স্কোর মাত্র ৯ এবং রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে স্কোর শূন্য। ফ্লাইয়ের দাবি, প্রিজনার্স ডিফেন্ডার্স নামের একটি সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, কিউবায় এখনো ১,৩০০-এর বেশি রাজনৈতিক বন্দি রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক কর্মী ছাড়াও শিল্পী, সাংবাদিক এবং মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে সোচ্চার সাধারণ নাগরিক রয়েছেন। তিনি বলেন, খাদ্য, ওষুধ ও বিদ্যুতের সংকট নিয়ে প্রতিবাদ এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার দাবি জানানো ব্যক্তিরাও সরকারের দমন-পীড়নের শিকার হয়েছেন। ফ্লাই বিশেষভাবে সংগীতশিল্পী মাইকেল কাস্তিয়ো পেরেজ এবং রাজনৈতিক কর্মী ফেলিক্স নাভারো ও তাঁর মেয়ে সাইলি নাভারোর পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, কারাবন্দি সংগীতশিল্পী কাস্তিয়ো পেরেজকে সম্প্রতি কারাগারে নিরাপত্তা অভিযানের সময় জোরপূর্বক চুল কাটানোসহ দুর্ব্যবহারের শিকার হতে হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। কিউবার বিদেশে চিকিৎসক ও নার্স পাঠানোর কর্মসূচি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত। ওয়াল্টজের অভিযোগ, এসব চিকিৎসাকর্মীকে বিদেশে পাঠানোর মাধ্যমে কিউবার সরকার জোরপূর্বক শ্রমের একটি ব্যবস্থা পরিচালনা করছে। তাঁর দাবি, চিকিৎসাকর্মীদের উপার্জনের অর্থ সরাসরি তাঁদের হাতে না দিয়ে সরকারের কাছে নেওয়া হয় এবং দেশে থাকা তাঁদের পরিবারের ওপরও চাপ সৃষ্টি করা হয়। কিউবার সরকার এসব অভিযোগের বিষয়ে কী বক্তব্য দিয়েছে, তা এই সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়নি। ওয়াল্টজ আরও বলেন, কিউবার সামরিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পদ ও কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন রয়েছে। তাঁর দাবি, দেশটির সাধারণ মানুষ যখন খাদ্য, জ্বালানি ও বিদ্যুতের সংকটে ভুগছেন, তখন ক্ষমতাসীন অভিজাতদের কাছে এসব সুবিধা বেশি কেন্দ্রীভূত রয়েছে।

কিউবার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রচেষ্টার প্রসঙ্গে ওয়াল্টজ বলেন, আসন্ন ২৭ ও ২৮ অক্টোবরের ভোটের আগে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হবে। কিউবার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ বিবেচনায় নিয়ে দেশগুলোকে তাদের ভোটের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানানো হবে।

তিনি ইউক্রেনের যুদ্ধে রাশিয়ার পক্ষে কিউবান নাগরিকদের অংশগ্রহণ এবং বিদেশে চিকিৎসাকর্মী পাঠানোর ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা টানেন। তাঁর অভিযোগ, এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে কিউবার সরকার আর্থিক সুবিধা পায়। তবে নিয়োগপ্রক্রিয়া ও অর্থপ্রবাহ সম্পর্কে বিস্তারিত প্রমাণ সংবাদ সম্মেলনে প্রকাশ করা হয়নি। ওয়াল্টজ বলেন, মানবাধিকার, শান্তি ও নিরাপত্তা এবং উন্নয়ন–জাতিসংঘ সনদের এসব বিষয়কে সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কিউবার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়ন প্রসঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া মানবিক সহায়তা প্রকৃত অভাবগ্রস্ত মানুষের কাছে পৌঁছানো নিশ্চিত করা জরুরি। তিনি উল্লেখ করেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি ১০ কোটি ডলারের মানবিক সহায়তা ছাড় করেছেন, যা ক্যাথলিক চার্চসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিতরণের কথা। তবে ওয়াল্টজের অভিযোগ, এই সহায়তা বিতরণেও কিউবার সরকার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে।

ইউরোপে গুগল ক্লাউডে বিভ্রাট

বিপাকে রেভল্যুটসহ বিভিন্ন কোম্পানির গ্রাহক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপে বড় অংশে গুগল ক্লাউডের সেবায় বড় ধরনের বিভ্রাট দেখা দেওয়ায় অনলাইন ব্যাংকিং ও বিভিন্ন ডিজিটাল সেবা ব্যাহত হচ্ছে। রয়টার্স জানায়, মঙ্গলবার লন্ডনে গুগল ক্লাউডের একাধিক সেবায় সমস্যা দেখা দেয়। এর প্রভাব পড়ে যুক্তরাজ্যের ডিজিটাল ব্যাংক রেভল্যুটসহ বেশ কয়েকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সেবায়। গুগল ক্লাউডের সেবা সংক্রান্ত ওয়েবপেইজে বলা হয়েছে, লন্ডনভিত্তিক 'ইউরোপ-ওয়েস্ট২' ডেটা সেন্টারে সমস্যার কারণে একাধিক সেবা ব্যাহত হচ্ছে। গুগলের প্রকৌশলীরা বিষয়টি তদন্ত করে দেখছেন।

এই অনাকাঙ্ক্ষিত বিভ্রাটের কারণে ভুক্তভোগী গ্রাহকদের কাছে ক্ষমা চেয়েছে গুগল।

তবে গুগলের মূল কোম্পানি অ্যালফাবেট বিভ্রাটের কারণ নিয়ে বিস্তারিত কোনো তথ্য দেয়নি।

এই বিভ্রাটের সবচেয়ে বড় শিকার হয়েছে ব্রিটিশ ডিজিটাল ব্যাংক রেভল্যুট। ব্যাংকটির স্ট্যাটাস পেইজের তথ্য অনুযায়ী, তাদের কার্ড পেমেন্ট থেকে শুরু করে এটিএম থেকে নগদ অর্থ উত্তোলনের মত গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলো পুরোপুরি বা আংশিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এক্সে দেওয়া এক বার্তায় রেভল্যুট এই সাময়িক অসুবিধার কথা স্বীকার করে বলেছে, "আমরা বর্তমানে একাধিক পরিষেবায় বিভ্রাটের সম্মুখীন হচ্ছি।" তবে তারা গ্রাহকদের আশ্বস্ত করে বলেছে, তাদের অর্থ ও ব্যক্তিগত তথ্য সম্পূর্ণ নিরাপদে রয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত এক ব্যক্তির বরাতে রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, রেভল্যুটের এই সমস্যার মূল কারণ গুগল ক্লাউডের বিভ্রাট। কেবল রেভল্যুট নয়, এই প্রযুক্তি বিভ্রাটের প্রভাব পড়েছে এইচএসবিসি, লয়েডস ব্যাংক এবং ডেলিভারি সেবাদাতা ডিপিডির মত বড় কোম্পানির ওপরও। এছাড়া জার্মানির আইএনজি ব্যাংক জানিয়েছে, কারিগরি ত্রুটির কারণে গ্রাহকরা তাদের অনলাইন ব্যাংকিং এবং অ্যাপে লগ-ইন করতে গিয়ে সমস্যার মুখে পড়ছেন। তবে বাংলাদেশে এই বিভ্রাটের প্রভাব পড়ার কোনো তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি।

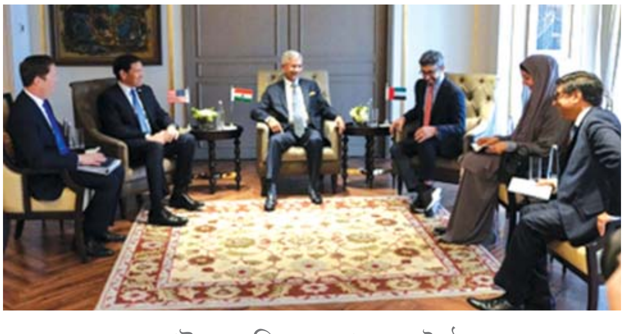

মুম্বাইয়ে রুবিও-জয়শঙ্করের বৈঠক

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র কৌশলগত অংশীদারত্ব জোরদারের অঙ্গীকার

মুম্বাই

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে ভারতের মুম্বাইয়ে আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এবং ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। ফ্রিডম ২৫০ রিসেপশন শীর্ষক অনুষ্ঠানে ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোরও বক্তব্য দেন। তাঁদের বক্তব্যে বাণিজ্য, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, জ্বালানি, প্রতিরক্ষা এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের নিরাপত্তা গুরুত্ব পায়। মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর বলেন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পরিমাণ ২৪০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে।

আগামী তিন বছরের মধ্যে এই পরিমাণ ৫০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি সেমিকন্ডাক্টর, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, জ্বালানি, প্রতিরক্ষা এবং উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো খাতে সহযোগিতা সম্প্রসারণের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। মুম্বাইয়ে মার্কিন কোম্পানিগুলোর উপস্থিতি এবং ভারতীয় শেয়ারবাজারে মার্কিন প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

মার্কো রুবিও বলেন, একবিংশ শতাব্দীর ভবিষ্যৎ নির্ধারণে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। তিনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের অগ্রগতিকে জনকল্যাণে কাজে লাগানোর পাশাপাশি এসব প্রযুক্তির সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব কমানোর ওপর গুরুত্ব দেন। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে অবাধ ও নিরাপদ নৌ চলাচলের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

হরমুজ প্রণালিতে মার্কিন এমকিউ-৯ ড্রোন ধ্বংসের দাবি ইরানের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

আগের তথ্য অনুযায়ী, ইরান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র তাদের ৪৫টি অত্যাধুনিক এমকিউ-৯ রিপার মাল্টিরোল ড্রোন হারিয়েছে। হরমুজ প্রণালির উপরে যুক্তরাষ্ট্রের একটি এমকিউ-৯ ড্রোন ইরানের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম বাধা দিয়ে ধ্বংস করেছে বলে দাবি আইআরজিসির।

ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) এক বিবৃতির বরাতে ইরানি বার্তা সংস্থা তাসনিম জানিয়েছে, মঙ্গলবার ভোররাতে ড্রোনটি ধ্বংস করা হয়েছে।

বিবৃতিতে আইআরজিসি বলেছে, তাদের মহাকাশ বাহিনীর পরিচালিত একটি নতুন, অত্যাধুনিক এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম দিয়ে হরমুজ প্রণালির উপরে 'যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসী সামরিক বাহিনীর' ড্রোনটিকে শনাক্ত করার পর ধ্বংস করা হয়েছে।

ইরানের সমন্বিত আকাশ প্রতিরক্ষা নেটওয়ার্কের নিয়ন্ত্রণে এই বাধা প্রধান ও ধ্বংস করার ঘটনাটি ঘটেছে বলে বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে। মার্কিন কংগ্রেসের গবেষণা পরিষেবার এক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ইরান যুদ্ধ শুরুর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের হারানো ও ক্ষতিগ্রস্ত আকাশযান ও ড্রোনের সংখ্যা অন্তত ৮১টি, যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৩৩০ কোটি ডলার। বিরল এই দাপ্তরিক তথ্যে যুক্তরাষ্ট্রের হারানো বিমানগুলোর মধ্যে এফ-৩৫এ লাইটনিং টু ষ্টিলথ ফাইটার, এফ-১৫ জঙ্গিবিমান এবং এমকিউ-৯ রিপারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমানগুলো ছিল। এই প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়, ইরান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ৪৫টি এমকিউ-৯ রিপার মাল্টিরোল ড্রোন হারিয়েছে। এই এমকিউ-৯ রিপারের প্রতিটির মূল্য তিন কোটি থেকে পাঁচ কোটি ডলার। এখন আইআরজিসির আরেকটি ড্রোন ধ্বংসের দাবি সত্য হলে ইরান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের হারানো এমকিউ-৯ রিপার মাল্টিরোল ড্রোনের সংখ্যা ৪৬টি হবে। চলতি বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলার মধ্য দিয়ে ইরান যুদ্ধ শুরু হয়। আট মাস ধরে চলা এই যুদ্ধ এখন হরমুজ প্রণালিতে বিভিন্ন জাহাজে দুপক্ষের পাল্টাপাল্টি হামলার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইরান বিশ্বের এক পঞ্চমাংশ তেল ও গ্যাস সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথ প্রায় কার্যকরভাবে বন্ধ করে রেখেছে।

ফ্রান্সে ব্যাপক বিক্ষোভ থেকে দাঙ্গা

লুটপাট, আগুন, হাজারের বেশি গ্রেপ্তার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

ফ্রান্সে বাড়তে থাকা জীবনযাত্রার ব্যয় ও জনসেবার অবনতিশীল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে শহরগুলোতে ব্যাপক বিক্ষোভ থেকে দাঙ্গার সূত্রপাত হয়ে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বাজে সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। বিবিসি জানিয়েছে, ফ্রান্সের সরকার একে ‘সহিংসতার বৃদ্ধি’ বলে বর্ণনা করেছে। বিক্ষোভ চলাকালে অন্তত ১২০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হিসাব অনুযায়ী, শনিবার পাঁচ লাখ ৫০ হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছিল।

রয়টার্স জানিয়েছে, বিভিন্ন শহরে লাখ লাখ মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ মিছিল করলেও ছোট ছোট দলে থাকা কিছু সহিংস মানুষ সরকারি ভবনগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করে, বিলাসবহুল পণ্যের দোকান ও সুপারমার্কেটে লুটপাট চালায় এবং পুলিশের গাড়ি ও কর্মকর্তাদের ওপর হামলা চালায়। মধ্যপশ্চিম ফ্রান্সের শহর লিমোজের সিটি হলে আগুন দেওয়া হয়। দক্ষিণপূর্বে ভূমধ্যসাগরের উপকূলীয় শহর মার্সেইতে কালো পোশাক পরা বিক্ষোভকারীরা জোরপূর্বক সিটি হলে প্রবেশ করে বিভিন্ন গ্রাফিতি দিয়ে ভবনটি বিকৃত করে দেয়। দক্ষিণপূর্বাঞ্চলীয় আরেক শহর লিওঁতে বিক্ষোভকারীরা নগরীর পর্যটন দপ্তরে অগ্নিসংযোগ করে। সন্ধ্যায় রাজধানী প্যারিসে বিক্ষোভকারীরা দাঙ্গা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায়। জনতার বিরুদ্ধে পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ও জলকামান ব্যবহার করে। উত্তেজিত জনতা বিভিন্ন ভবনে আগুন লাগিয়ে দেয়। প্যারিসে বিক্ষোভ চলাকালে, প্লাস দে লা রিপাবলিক এ অবস্থিত মারিয়ান মূর্তির কাছে একজন বিক্ষোভকারী একটি প্ল্যাকার্ড ধরে আছেন।

লিমোজের সিটি হলের আগুন ছড়িয়ে পড়ার এক পর্যায়ে ভবনটির ছাদের একটি অংশ ধসে পড়ে। ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী সেবাস্তিয়ঁ ল্যকরনু জানিয়েছেন, সহিংসতায় ১৫০ জন পুলিশ কর্মকর্তা জখম হয়েছেন। এসব সহিংসতার মাধ্যমে সরকারকে ‘আতঙ্কিত’ করা যাবে না বলে সতর্ক করেছেন তিনি। আগামী বছরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস আগে এসব সহিংসতার জন্য তিনি ‘অতি-বাম’ ও অপরাধীদের দায়ী করেছেন। এক্সে এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, “প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে যারা এই সহিংসতাকে স্পষ্ট ‘ওয়ার্ম-আপ’ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে তাদের উদ্দেশ্যে পরিষ্কারভাবে বলছি: আমরা কোনো হুমকি বা ভীতিকে প্রশ্রয় দেব না। কেউ সহিংসতার মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক এজেন্ডা চাপিয়ে দিতে পারবে না।” সন্ধ্যায় দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত প্যারিসের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনের পর ল্যকরনু জানান, প্রায় ১২০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লোঁরা নুনেজ জানিয়েছেন, দেশজুড়ে পাঁচ লাখ ৫০ হাজার মানুষ বিক্ষোভে অংশ নিয়েছে। কিন্তু ফ্রান্সের জাতীয় শ্রমিক সংগঠন সিজিটি ইউনিয়ন রয়টার্সকে জানিয়েছে, তাদের হিসাবে দেশজুড়ে আট লাখ মানুষ বিক্ষোভে অংশ নিয়েছে। বিক্ষোভ চলাকালে যারা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় জড়িয়েছে তাদের তাদের বিচারের মুখোমুখি করে শাস্তি দেওয়ার প্রত্যয় জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁ। এক্সে এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, “আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে ওই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব যারা শুধু আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করতে চায় আর যারা শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের দাবিদাওয়া তুলে ধরেন তাদের বাধা দিতে চায়।” শনিবার ফ্রান্সের পাশাপাশি বেলজিয়াম, পর্তুগাল ও ইতালিতেও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধিতে অসন্তুষ্ট লোকজন বিক্ষোভ মিছিল করেছে, তবে তা অপেক্ষাকৃত ছোট ছিল। আলবেনিয়ায় বিক্ষোভকারীরা আবারও সরকারের দুর্নীতি, কর্মসংস্থানের অভাব এবং শিক্ষার নিম্ন মানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে।

‘শান্ত থাকার’ আহ্বান মাক্রোঁর :

জীবনযাত্রার উচ্চ ব্যয় ও জন পরিষেবার অবনতিশীল অবস্থা নিয়ে ক্ষুব্ধ লাখ লাখ মানুষ ফ্রান্সজুড়ে বিক্ষোভ করেছে।

ফ্রান্সজুড়ে দাঙ্গার পর সবাইকে ‘শান্ত থাকার’ আহ্বান মাক্রোঁর

জীবনযাত্রার ব্যয় ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে জাতীয় বিক্ষোভ দিবসের পরের দিন প্যারিসে সংঘর্ষের সময় আগুন ও ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়।

ফ্রান্সজুড়ে ব্যাপক দাঙ্গার একটি দিন পার হওয়ার পর সবাইকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁ। জীবনযাত্রার উচ্চ ব্যয় ও জন পরিষেবার অবনতিশীল অবস্থা নিয়ে ক্ষুব্ধ লাখ লাখ মানুষ শনিবার ফ্রান্সজুড়ে বিক্ষোভ করে। বিভিন্ন শহরে বিক্ষুব্ধ জনতার একটি অংশ পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায়, দোকানপাটে হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও লুটপাট করে, সরকারি বিভিন্ন ভবনে অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় পুলিশ কয়েক হাজার বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করে। পরে রোববার বিকালে রাজধানী প্যারিস ও মার্সেই শহরে বিক্ষোভকারীরা বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা ও লুটপাট চালানো চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়। এতে পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে নতুন করে সংঘর্ষ শুরু হয়।

রয়টার্স জানিয়েছে, শনিবার বিক্ষোভকারীরা একটি টাউন হল জ্বালিয়ে দেয়, দোকানপাট লুট করে ও বিভিন্ন সরকারি ভবন গ্রাফিতিতে ঢেকে দেয়।

জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি এবং জ্বালানি তেলের ক্রমবর্ধমান মূল্যের প্রতিবাদে দেশব্যাপী বিক্ষোভের অংশ হিসেবে সৃষ্ট নাগরিক অস্থিরতার সময় স্ট্রাসবার্গে এক ব্যক্তি পাথর নিক্ষেপ করছেন।

এরপর রোববার রাতে জাতির উদ্দেশে টেলিভিশনে দেওয়া ভাষণে মাক্রোঁ বলেন, “এই ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে আমরা সবাই নিজেদের প্রশ্ন করেছি: ওদের মনে কী চলছিল? ফরাসিরা কীভাবে ফ্রান্সের প্রতি এমনটা করতে পারে? “এটা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়, কোনো কিছুই এর ব্যাখ্যা দিতে পারে না, এর কোনো অজুহাতও নেই। আজ রাতে, আমরা সবাই ক্রোধ ও লজ্জা অনুভব করছি।”

রয়টার্স লিখেছে, শনিবার দেশজুড়ে প্রকাশ পাওয়া অস্থিরতা মাক্রোঁর প্রতি গভীর ক্ষোভকে তুলে ধরেছে। এক দশক ক্ষমতায় থাকার পর ২০২৭ সালে দায়িত্ব থেকে সরে যাবেন তিনি। কিন্তু তার এই শাসনকাল ক্রমবর্ধমানভাবে সামাজিক অসন্তোষ, দুর্বল অর্থনীতি ও বাড়তে থাকা ঋণের জন্য ক্রমশ চিহ্নিত হয়ে উঠছে। মাক্রোঁ বলেছেন, যারা শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করেছেন তাদের অভিযোগগুলো যৌক্তিক আর তাদের তৎপরতাকে যারা ধ্বংসলীলা চালাতে চায় তাদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভের পরের দিন, প্যারিসে অস্থিরতার সময় দাঙ্গা পুলিশকে দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়।

কিছু ডানপন্থি রাজনীতিক জরুরি অবস্থা ঘোষণার দাবি জানালেও মাক্রোঁ তাতে সাড়া দেননি। কিন্তু বলেছেন, সরকারি ভবন ও স্থানীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রক্ষার প্রয়োজনে বিভাগীয় প্রধানদের বিক্ষোভের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষমতা দেবেন তিনি।

দেশজুড়ে সহিংসতা জন্য সরকার তাদের কথিত ‘অতি বাম’ গোষ্ঠীগুলোকে দায়ী করেছে। আর অপরাধীরা লুটপাটে ইন্ধন যুগিয়েছে বলে মন্তব্য করেছে। ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লোঁরা নুনেজ জানিয়েছেন, শনিবার প্যারিসে বিক্ষোভ চলার সময় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে এক প্রতিবাদকারী মারা গেছেন। পুলিশ সারা দেশ থেকে ২৪০০ বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করেছে আর সংঘর্ষে প্রায় ১০০০ পুলিশ কর্মকর্তা আহত হয়েছেন।

কলকাতায় দুর্গাপূজার মণ্ডপে পদদলিত হয়ে মৃত্যু বেড়ে ১৯

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

উত্তর কলকাতার চোরাবাগানে দুর্গাপূজার একটি মণ্ডপে পদদলিত হয়ে ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছেন আরও বহু মানুষ।

শনিবার রাতে বাইরে প্রবল বৃষ্টি চলাকালে মণ্ডপের ভেতরে উপচে পড়া ভিড়ের কারণে এ ঘটনা ঘটে বলে খবর ভারতীয় গণমাধ্যমের। এনডিটিভি জানিয়েছে, চোরাবাগান সর্বজনীন পূজা মণ্ডপে ১৯ জন নিহতের পাশাপাশি আহত অন্তত ৩৫ জনকে নিকটবর্তী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (এমসিএইচ) নেওয়া হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজের ‘একটি সূত্রের’ বরাতে আনন্দবাজার পত্রিকা মৃতদের মধ্যে তিনজন পুরুষ, একটি শিশু ও ১৩ জন নারী রয়েছে বলে জানিয়েছে। এক বিবৃতিতে কলকাতা পুলিশ বলেছে, “আজ রাত প্রায় ৭টা ৪০ মিনিটের দিকে গিরিশ পার্ক থানার সারদা পার্ক (চোরাবাগান) পূজা মণ্ডপের বাহির হওয়ার গেইটে বৃষ্টি চলাকালে প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে পদদলনের একটি ঘটনা ঘটেছে। আহতদের সবাইকে উদ্ধার করে এমসিএইচে নেওয়া হয়েছে।” পুলিশ আরও জানায়, পূর্জা মণ্ডপটি এখন দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পূজা কমিটির ১২ সদস্যকে আটক করা হয়েছে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বার্তা সংস্থা এএনআইকে জানিয়েছেন, পদদলনের ঘটনায় অনেক মানুষ জ্ঞান হারান। অনেককে মোটরসাইকেলে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

আরেক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, “প্রবেশপথটি অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিল, বের হওয়ার পথটিও সংকীর্ণ। মণ্ডপের ওই অংশে কোনো আলোকসজ্জা ছিল না। আমরা মেয়ে ও নাতনীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।” অন্য আরেকটি প্রত্যক্ষদর্শী ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরে বলেন, “আমরা চার বান্ধবী ছিলাম। বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল বলে কিছু মানুষ বের হওয়ার গেইটের কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। এ সময় পেছন থেকে ধাক্কা এলে সামনে যারা ছিলেন তারা পড়ে যান। “এরপর একের পর একজন আরেকজনের ওপর পড়তে থাকেন। সামনে যারা ছিলেন তারা কিছুতেই উঠতে পারছিলেন না। চাপা পড়ে থাকায় তাদের টেনেও বের করা যাচ্ছিল না। আমার তিন বান্ধবীই তলায় চাপা পড়ে যায়। নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো পরিস্থিতি ছিল না। বহু লোক জ্ঞান হারান।” তিনি জানান, অন্য দিকের প্যান্ডেল ভেঙে আহতদের উদ্ধার করেন স্থানীয়রা। ঘটনার পর পরিস্থিতি দেখতে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল। শুভেন্দু জানিয়েছেন, ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে ও ২৫ জন আহত হয়েছেন। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (এমসিএইচ) সূত্রের বরাতে এবিপি আনন্দ জানিয়েছে, হাসপাতালে যাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা চিকিৎসকদের। আহতদের মধ্যে অন্তত ৮ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে তিনি আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। পাশাপাশি আহতদের পরিবারের সদস্যদের এই কঠিন সময়ে সাহস ও শক্তি দেওয়ার জন্য দেবী দুর্গার কাছে প্রার্থনা করেন।

মেডিক্যাল কলেজের ‘একটি সূত্রের’ বরাতে আনন্দবাজার পত্রিকা মৃতদের মধ্যে তিনজন পুরুষ, এক শিশু ও ১৩ জন নারী রয়েছে বলে জানিয়েছে

পারস্য উপসাগর ও হরমুজ প্রণালিতে ২ জাহাজে হামলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

হরমুজ প্রণালিতে ২০ লাখেরও বেশি অপরিশোধিত তেলবাহী একটি সুপারট্যাংকার সামুদ্রিক মাইনের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পারস্য উপসাগর ও হরমুজ প্রণালিতে অন্তত দুটি জাহাজে হামলার ঘটনা ঘটেছে। আর ইয়েমেন উপকূলে বন্দুকধারীরা তৃতীয় আরেকটি জাহাজ লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছে বলে খবর হয়েছে। ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) নৌবাহিনী শনিবার ঘোষণা করেছে, হরমুজ প্রণালিতে ২০ লাখেরও বেশি অপরিশোধিত তেলবাহী একটি সুপারট্যাংকার সামুদ্রিক মাইনের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মাইনের আঘাতে জাহাজটিতে আগুন ধরে যায়। তাদের বিবৃতির বরাত দিয়ে ইরানি বার্তা সংস্থা তাসনিম জানায়, জাহাজটি তাদের অবস্থান জানানোর সবগুলো ট্র্যাকিং সিস্টেম ও রেডার পদ্ধতি বন্ধ করে একটি ‘অননুমোদিত’ রুট ধরে যাওয়ার সময় একটি মাইনে ধাক্কা দিলে সেটি বিস্ফোরিত হয়। বড় ধরনের এ বিস্ফোরণে জাহাজটির ইঞ্জিন রুম ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর এটি চলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। বিবৃতিতে আইআরজিসির নৌবাহিনী বলেছে, “আগ্রাসী মার্কিন সামরিক বাহিনী সুপারট্যাঙ্কারটিকে বিভ্রান্ত করে সেটিকে বেআইনিভাবে হরমুজ প্রণালি অতিক্রম করার প্রচেষ্টায় প্ররোচিত করেছিল।” আল জাজিরা জানিয়েছে, ওই নৌবাহিনী বলেছে, “হরমুজ প্রণালিতে নিরাপদ রুটের জন্য অন্য দেশগুলোর উচিত ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করা। আমরা হরমুজ প্রণালির পূর্ব দিকের এলাকা, আরব সাগর ও ওমান উপসাগরের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও গোয়েন্দা নজরদারি বজায় রেখেছি।” এদিকে, যুক্তরাজ্যের সামুদ্রিক নজরদারি সংস্থা ‘ইউনাইটেড কিংডম মেরিটাইম ট্রেড অপারেশন্স’ শনিবার জানায়, পারস্য উপসাগরের সৌদি আরব উপকূলে ‘অজ্ঞাত একটি ক্ষেপণাস্ত্র’ একটি ট্যাংকারে আঘাত হেনেছে। এ হামলার পর ট্যাংকারটি থেকে এর ক্রুদের সরিয়ে নেওয়া হয়। সংস্থাটি জানিয়েছে, শুক্রবার সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলীয় বন্দর শহর জুবাইল থেকে ৬৮ নটিক্যাল মাইল দূরে হামলার ঘটনাটি ঘটে। তবে জাহাজটির ক্রুরা ‘সবাই নিরাপদ আছেন’।

পশ্চিম তীরে ইউরোপীয় কূটনীতিকদের ওপর ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের হামলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

অধিকৃত পশ্চিম তীরে মুখোশধারী ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের হামলার শিকার হয়েছে ইউরোপীয় কূটনীতিকদের একটি প্রতিনিধিদল। বেলজিয়াম তাদের কনসাল জেনারেল এবং অন্যান্য কূটনীতিকদের ওপর এই হামলার নিন্দা জানিয়েছে। অন্যদিকে, ফ্রান্স এই হামলাকে ভয়াবহ বলে তীব্র সমালোচনা করেছে। উভয় দেশই এ ঘটনার জন্য দায়ীদের বিচারের আওতায় আনতে ইসরায়েলকে আহ্বান জানিয়েছে। ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস এ ঘটনাকে ‘গুরুতর সহিংসতামূলক কাজ’ বলে নিন্দা জানিয়েছে এবং বলেছে, তারা বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে। কিন্তু ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় ঘটনাটি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছে, এটি ইসরায়েলের নামে দুর্নাম ছড়ানোর পরিকল্পিত চেষ্টা। পশ্চিম তীরের অন্য একটি গ্রামে ইহুদি বসতিস্থাপনকারীদের হামলায় কয়েকজন ফিলিস্তিনি এবং ‘ওয়াশিংটন পোস্ট’-এর একজন ফটোগ্রাফার হেইডি লেভিন আহত হওয়ার ঠিক একদিন পরেই এই নতুন হামলার ঘটনা ঘটে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছেন, লেভিনের ওপর হামলা খুবই উদ্বেগজনক ছিল এবং তা সংশ্লিষ্টদের ভাবমূর্তির জন্য অনুকূল নয়। ইসরায়েলে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মাইক হাকাবিও এ হামলার নিন্দা জানিয়েছেন, যিনি একে ‘মুখোশধারী কাপুরুষদের পরিচালিত জঘন্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড’ বলে অভিহিত করেছেন। ঘটনাটি শনিবার ঘটেছে। প্রতিনিধিদলটি পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের জলপাই সংগ্রহ কার্যক্রম পরিদর্শনে গিয়েছিল। এর একদিন আগেই রামাল্লার উত্তরে বসতি স্থাপনকারীদের হামলায় এক মার্কিন সাংবাদিক আক্রান্ত হন। শনিবারের ঘটনায় ইউরোপীয় কূটনীতিকরা রামাল্লার কাছাকাছি মূলত খ্রিস্টান অধ্যুষিত তাইবেহ গ্রামে গিয়েছিলেন। তারা ছিলেন বেলজিয়াম, ফ্রান্স, পোল্যান্ড এবং ক্যাথলিক চার্চের প্রতিনিধি। প্রায় প্রতিদিন ফিলিস্তিনিদের উপর ইসরায়েলি বসতিস্থাপনকারীদের হামলার পর বাস্তব পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে এই কূটনীতিকরা সেখানে গিয়েছিলেন, যখন ফিলিস্তিনিরা তাদের জলপাই ফসল ঘরে তোলার চেষ্টা করছিল। ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে যে মুখোশধারী অবৈধ বসতি স্থাপনকারীরা গাড়িবহরকে বাধা দিচ্ছে। কয়েকটি খবরে বলা হয় তারা পাথর ছুড়েছিল। বেলজিয়ান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তাদের দূতাবাসের একটি গাড়ির কাচ ভেঙে গেছে এবং একজন ফরাসি মেয়র হামলার শিকার হয়েছেন। ভিডিওতে দেখা গেছে, ফরাসি তেরঙা বেল্ট পরা একজন একটি গাড়ির পাশে হেলে পড়ে আছেন। বেলজিয়ামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাক্সিম প্রিভট এ হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং বলেছেন, দায়ীদের বিচারের আওতায় আনার পাশাপাশি কূটনীতিক, সাংবাদিক এবং ফিলিস্তিনিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব ইসরায়েলের রয়েছে।

GREEK ISLANDS
VACATIONS TO
ROYAL BEACH CLUB SANTORINI
OIA + FIRA
MYKONOS
ON BOARD
EXPLORER OF THE SEAS
ODYSSEY OF THE SEAS
RHAPSODY OF THE SEAS
BRILLIANCE OF THE SEAS
USBD TRAVELS & TOURS
347-646-7979

LOYAL TO ROYAL
7-NIGHT SUMMER
CARIBBEAN
MAY 2028 — SEPTEMBER 2028
BOOKINGS OPEN WEEK OF
NOVEMBER 2, 2026
@LOYAL.TO.ROYAL

সাজেক ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

ভ্রমণ ডেস্ক

রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার পর্যটনকেন্দ্র সাজেক ভ্যালিতে পর্যটকদের ভ্রমণের ওপর জারি করা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছে জেলা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসক নাজমা আশরাফী স্বাক্ষরিত এক জরুরি গণবিজ্ঞপ্তিতে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

একই দিন দুর্গাপূজা উপলক্ষে সাজেক সড়কে চলমান অবরোধও ২১ অক্টোবর পর্যন্ত শিথিল করেছে আন্দোলনকারী সংগঠনগুলো। এর ফলে প্রায় পাঁচ দিন বন্ধ থাকার পর পর্যটকদের জন্য আবারও উন্মুক্ত হলো সাজেকের পর্যটনকেন্দ্রগুলো।

এর আগে গত ১১ অক্টোবর অনিবার্য কারণবশত সাজেকের পর্যটনকেন্দ্র সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করে রাঙামাটি জেলা প্রশাসন। একই সঙ্গে সেখানে অবস্থানরত পর্যটকদের ১৩ অক্টোবর বিকেল ৫টার মধ্যে সাজেক ছেড়ে নিজ নিজ গন্তব্যে নিরাপদে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। জানা যায়, ওই দিন (১১ অক্টোবর) সকাল থেকে সাজেক গণ অধিকার রক্ষা কমিটি ও সাজেক কার্বারি অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে সাজেক সড়কে অনির্দিষ্টকালের অবরোধ শুরু হয়। এতে সাজেক-দীঘিনালা সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সড়কের বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড দেওয়ায় পর্যটক ও যানবাহন আটকা পড়ে। অবরোধের মধ্যে সেনাবাহিনীর নিরাপত্তায় পর্যটকদের ফিরিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হলে সাজেকের বাঘাইহাটের গঙ্গারাম উজোবাজার এলাকায় সাজেকের উদ্দেশে যাওয়া পর্যটকদের বহর আটকে দেন অবরোধকারীরা। অন্যদিকে, সাজেক থেকে বের হওয়া পর্যটকেরাও মাচালং এলাকায় আটকা পড়েন। পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে আলোচনা ও আশ্বাসের পর বিকেল ৫টার দিকে অবরোধকারীরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন। এরপর সেনাবাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় আটকে পড়া পর্যটকেরা নিজ নিজ গন্তব্যে যাত্রা শুরু করেন। তবে দাবি পূরণ না হওয়ার অভিযোগ তুলে বুধবার (১৪ অক্টোবর) আবারও অনির্দিষ্টকালের অবরোধের ঘোষণা দেয় সংগঠন দুটি।

যৌথ বিবৃতিতে সংগঠনগুলোর নেতারা জানান, সাজেকের মাচালংসহ বিভিন্ন এলাকায় সশস্ত্র গোষ্ঠীর সদস্যদের অবস্থান রয়েছে। তাদের সরিয়ে নিয়ে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে আসছেন তারা। বৃহস্পতিবার দিনভর অবরোধ পালনের পর দুর্গাপূজা উপলক্ষে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত সাজেক সড়কে অবরোধ স্থগিতের ঘোষণা দেয় সাজেক গণ অধিকার রক্ষা কমিটি ও সাজেক কার্বারি অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠন দুটির যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা উপলক্ষে এ সময় পর্যন্ত অবরোধ শিথিল থাকবে।

একই দিন জেলা প্রশাসনও সাজেক ভ্যালিতে পর্যটকদের ভ্রমণের ওপর জারি করা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। ফলে সড়কে অবরোধ শিথিল এবং প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে সাজেকে পর্যটন কার্যক্রম পুনরায় শুরুর সুযোগ তৈরি হয়েছে।

ঘুরে আসুন সিলেটে

ভ্রমণ ডেস্ক

সিলেট ভ্রমণের আনন্দ শুরু হয় ট্রেন বা বাসে ওঠার পর থেকে। গন্তব্যে পৌঁছানোর আগে বাস বা ট্রেনের জানালা দিয়ে দেখা দুই পাশের সবুজ চা-বাগান, সারি সারি গাছ, নদী-খাল আর দিগন্তজোড়া সবুজের সমারোহ–সব মিলিয়ে এই যাত্রা হতে পারে স্মরণীয়।

সিলেট ভ্রমণের কথা উঠলে প্রথমে মনে আসে জাফলংয়ের নাম। সিলেট শহর থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে গোয়াইনঘাট উপজেলায় অবস্থিত এই পর্যটনকেন্দ্র প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে জনপ্রিয়। জাফলংয়ের অন্যতম আকর্ষণ পিয়াইন নদ আর তার স্বচ্ছ পানি, পাথর আর দূর পাহাড়ের সারি। আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে নদীর ওপারে ভারতের মেঘালয় অঞ্চলের পাহাড়গুলোও চোখে পড়ে।

জাফলংয়ের কাছেই ভারতের মেঘালয় রাজ্যের ডাউকি শহর। সীমান্তের ওপারে পাহাড়ঘেরা জনপদ, বয়ে চলা পিয়াইন নদ আর তার বুকে ছড়িয়ে থাকা পাথর–সব মিলিয়ে জাফলংয়ের দৃশ্য অতুলনীয়। তবে সীমান্ত এলাকায় ভ্রমণের নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলা জরুরি।

এই উপজেলার আরেকটি পর্যটন কেন্দ্র বিছনাকান্দি। পাহাড়, পাথর, নদীর পানি এবং সবুজের সমন্বয়ে এখানকার দৃশ্য পর্যটকদের মুগ্ধ করে; বিশেষ করে বর্ষাকালে পাহাড়ি ঢল ও পানির প্রবাহ বিছনাকান্দির সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয়।

সিলেটের আরেকটি আকর্ষণীয় স্থান লালাখাল। জৈন্তাপুর এলাকায় অবস্থিত এই নদী এবং খালসংলগ্ন পর্যটনকেন্দ্রের সৌন্দর্য মূলত পানির রং, পাহাড়ি দৃশ্য এবং নদীপথের মনোরম পরিবেশ ঘিরে। নৌকায় নদীপথে ঘুরে বেড়ানোর সময় দুই পাশের সবুজ প্রকৃতি আর দূরের পাহাড় ভ্রমণ করে তোলে স্মরণীয়। সূর্যের আলো, আবহাওয়া ও পানির অবস্থার ওপর নির্ভর করে এর রং নীলচে, সবুজাভ কিংবা অন্য রকম দেখাতে পারে।

সিলেটের পরিচিতির সঙ্গে চা-বাগানের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। আঁকাবাঁকা পথ আর সবুজ পাহাড়ের ঢালে সাজানো বাগান–এই হলো সিলেটের পরিচিতি। সকালের কোমল আলো কিংবা পড়ন্ত বিকেলের রোদে বাগানের সবুজ আরও মনোরম হয়ে ওঠে। মৃদু বাতাসে দুলতে থাকা সবুজ পাতার মাঝে হারিয়ে যায় দেহ-মনের সব ক্লান্তি। তবে মনে রাখতে হবে, চা-বাগানের সব এলাকা পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত নয়। তাই ঘোরাঘুরির আগে অনুমতি ও প্রবেশের নিয়ম জেনে নেওয়া উচিত।

সিলেট শহরে আছে হজরত শাহজালাল (রহ.) ও হজরত শাহ পরান (রহ.)-এর মাজার এবং কিনব্রিজ। এগুলো শহরের পরিচিত নিদর্শনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সন্ধ্যার পর শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘোরাঘুরি, স্থানীয় খাবারের স্বাদ নেওয়া এবং সুরমা নদীর আশপাশের পরিবেশ উপভোগ করেও সময় কাটানো যায়। তবে স্থানভেদে প্রবেশের সময় ও স্থানীয় নিয়ম মেনে চলতে হবে।

সিলেটে ঘুরে দেখার মতো অন্যান্য জায়গার মধ্যে আছে রাতারগুল, ভোলাগঞ্জের সাদাপাথর পর্যটন কেন্দ্র। আছে পান্থুমাই ঝরনা। সিলেট শহরের খুব কাছে সবুজ চা-বাগানের সৌন্দর্য উপভোগ করতে চলে যেতে পারেন মালনীছড়া চা-বাগানসহ ছোট-বড় আরও কয়েকটি পর্যটন স্পট।

যেভাবে যাবেন

দেশের যেকোনো জায়গা থেকে সিলেটে যাওয়া যায় মূলত সড়ক ও রেলপথে। ঢাকা থেকে আকাশপথেও সিলেটে যাওয়া যায়।

কোথায় থাকবেন

বিভিন্ন গন্তব্যে যাওয়া-আসার সময় কম লাগার কারণে থাকার জন্য সিলেট শহর বেছে নিতে পারেন। এ শহরে অসংখ্য হোটেল ও রেস্টহাউস আছে থাকার জন্য।

কোথায় খাবেন

সিলেট শহরে বিভিন্ন মানের রেস্টুরেন্ট আছে, চাহিদা ও স্বাদমতো সব ধরনের খাবার পাওয়া যায় সেগুলোতে। সিলেটের জিন্দাবাজার এলাকার পানসি, পাঁচ ভাই কিংবা পালকি রেস্টুরেন্টে পছন্দমতো দেশীয় খাবার খেতে পারেন।

মাটির দেয়ালে সাঁওতাল জীবনের গল্প

ভ্রমণ ডেস্ক

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শহর থেকে প্রায় ৩৭ কিলোমিটার দূরে রাঙামাটিয়া গ্রাম। এখানে ঢুকতেই চোখে পড়ে মাটির ঘরের সারি। তবে এসব ঘর আর দশটি গ্রামের মতো সাদামাটা নয়। কোনো দেয়ালে শিকারি জীবনের দৃশ্য, কোথাও সাঁওতাল তরুণ-তরুণীর নাচ-গান, আবার কোথাও ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র হাতে মানুষের অবয়ব। কোথাও প্রকৃতি, জীবিকা কিংবা উৎসবের দৃশ্য।

দেয়ালে দেয়ালে আঁকা প্রতিটি চিত্র যেন একটি করে গল্প। সেই গল্প দেখতে রাঙামাটিয়া গ্রামে এখন দূর-দূরান্ত থেকে আসছেন দর্শনার্থীরা। চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুর ইউনিয়নের রাঙামাটিয়া গ্রামটি এখন যেন রঙের ক্যানভাস। মাটির ঘরের দেয়ালজুড়ে ফুটে উঠেছে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর জীবন, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নানা অনুষঙ্গ। একসময় যে দেয়ালগুলো শুধু মাটি দিয়ে লেপে রাখা হতো, সেগুলোই এখন রংতুলির ছোঁয়ায় হয়ে উঠেছে জীবন্ত শিল্পকর্ম। শতাধিক মাটির ঘরে বসবাস করেন এ গ্রামের মানুষেরা। এর মধ্যে ৬৭টির বেশি বাড়ির দেয়ালে আলপনা আঁকা হয়েছে। মাত্র তিন দিনে গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের এসব বাড়িকে রাঙিয়ে তুলেছেন একদল শিল্পী, শিক্ষার্থী ও স্বেচ্ছাসেবী।

এই উদ্যোগের নেপথ্যে রয়েছেন বরেন্দ্রঃ

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও প্রত্ননিদর্শন সংগ্রাহক মাহির ইয়াসির। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও নিজস্ব অর্থায়নে তিনি শুরু করেছেন ব্যতিক্রমী এই কাজ। শুধু একটি গ্রামকে সুন্দর করে তোলা নয়; মাটির দেয়ালে আঁকা শিল্পের মাধ্যমে একটি জনগোষ্ঠীর হারিয়ে যেতে বসা ইতিহাস, জীবনধারা ও সংস্কৃতিকে দৃশ্যমান করে তোলা তাঁর লক্ষ্য।

শৈশবের কৌতূহলে সংরক্ষণের উদ্যোগঃ

মাহির ইয়াসিরের এই উদ্যোগের পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের কৌতূহল। ছোটবেলায় তিনি দেখেছেন, তাঁর দাদার জমিতে চাষাবাদের কাজে নিয়মিত আসতেন স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষেরা। তাঁদের জীবনযাপন ও আচরণ তাঁকে বিস্মিত করত।

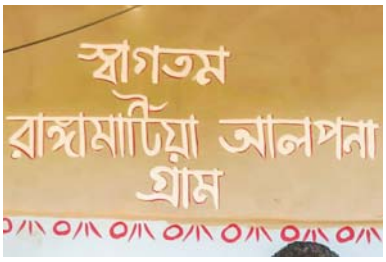

সময়ের সঙ্গে সেই কৌতূহল পরিণত হয় জানার আগ্রহে। নিজের এলাকার সাঁওতাল জনগোষ্ঠী সম্পর্কে জানতে গিয়ে মাহির উপলব্ধি করেন, আধুনিকতার দ্রুত বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অনেক কিছুই ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। আর সেই উপলব্ধি থেকেই শুরু হয় তাঁর নতুন পথচলা। মাহির বলেন, একজন মানুষের পক্ষে একা একটি জনগোষ্ঠীর পুরো ইতিহাস কিংবা সংস্কৃতি সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। তবে নিজের জায়গা থেকে অন্তত একটি ছোট উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব। সেই ভাবনা থেকেই তিনি মাটির ঘরের দেয়াল বেছে নেন ক্যানভাস হিসেবে। মাহির ইয়াসির মনে করেন, আলপনা শুধু দেয়ালের সাজসজ্জা নয়; এটি একটি জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের নীরব দলিল। একসময় উৎসব-পার্বণে সাঁওতাল নারীরা মাটির ঘরের দেয়াল মাটি দিয়ে লেপে পরিষ্কার করতেন। সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে এবার যুক্ত হয়েছে আধুনিক রংতুলির শিল্প। ফলে পুরোনো ঐতিহ্য নতুন রূপে ফিরে এসেছে দেয়ালে দেয়ালে।

আড়াই দিনে ৬৭টির বেশি বাড়িঃ

আলপনা গ্রাম তৈরির কাজটি মোটেও সহজ ছিল না। গ্রামের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় আড়াই দিনে ৬৭টির বেশি বাড়ির দেয়ালে আলপনা আঁকার কাজ শেষ করা হয়েছে।

দিন-রাত পরিশ্রম করেছেন শিল্পীরা। কেউ পুরোনো সংস্কৃতি ও জীবনধারার সঙ্গে মিল রেখে চিত্রের বিষয় নির্বাচন করেছেন। কেউ দেয়াল প্রস্তুত করেছেন, কেউ নকশা এঁকেছেন, কেউ রং করেছেন। মাহির জানান, গ্রামের আরও কিছু অংশে আলপনা দেওয়ার কাজ বাকি রয়েছে। ভবিষ্যতে গ্রামের অবশিষ্ট মাটির ঘরকেও এই শিল্পের আওতায় আনার চেষ্টা করবেন তিনি।

পাশে আছেন রাবির শিল্পীরাঃ

রাঙামাটিয়াকে আলপনা গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলার কাজে মাহিরের পাশে দাঁড়িয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের

একদল তরুণ শিল্পী। তাঁদের রংতুলির ছোঁয়াতেই মাটির দেয়ালগুলোতে প্রাণ পায় নানা গল্প। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আছেন রাশেদীন ইসলাম, ফাহিম ফয়সাল, বাবু রওজা, তুহিন, ইমন সাকিব, মাহফুজ আলী, হিমেল ঘোষ, আয়শা সিদ্দিকা ও দিলশাদ জাহান।

হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতির সন্ধানঃ

আধুনিকতার প্রভাবে বিশ্বের অনেক প্রান্তেই স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা, পোশাক, শিল্প, আচার-অনুষ্ঠান ও জীবনধারা বদলে যাচ্ছে। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম নয়। একসময় যে সংস্কৃতি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মুখে মুখে, কাজে ও উৎসবের মধ্য দিয়ে টিকে থাকত, তার অনেকটাই এখন নতুন প্রজন্মের কাছে অপরিচিত হয়ে পড়ছে। রাঙামাটিয়ার এই উদ্যোগ সেই হারিয়ে যেতে বসা সংস্কৃতির কিছু অংশকে অন্তত দৃশ্যমান করার চেষ্টা করছে। রাঙামাটিয়ার প্রবীণ অধিবাসী লুইস টুডু জানান, শুরুতে তাঁদের কাজ দেখে কিছুটা বিরক্তি বোধ করেছিলেন। পরে ছবিগুলো দৃশ্যমান হওয়ায় তাঁরা খুশি হয়েছেন।স্থানীয় লুকাস হাসদা বলেন, 'মাহির নিজ অর্থায়নে আমাদের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য দেয়ালে ফুটিয়ে তুলেছেন। এটা নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ। আলপনা আঁকার পর থেকে বহু জায়গার মানুষজন এই গ্রাম দেখতে আসছেন। তাতে আমাদেরও ভালো লাগছে।'

শুধু শিল্প নয়, পর্যটনেরও আকর্ষণঃ

একসময় যে গ্রামটি ছিল বরেন্দ্র অঞ্চলের আর দশটি সাধারণ গ্রামেরই একটি, সেখানে এখন বাড়ছে দর্শনার্থীদের আনাগোনা। মাটির ঘরের সারি, তার গায়ে রঙিন আলপনা এবং স্থানীয় মানুষের জীবনযাপনের বাস্তব চিত্র–সব মিলিয়ে গ্রামটি তৈরি করেছে ভিন্ন এক আবহ।

বরেন্দ্রভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন ও সংস্কৃতি মিলিয়ে রাঙামাটিয়া ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন আকর্ষণ হয়ে উঠতে পারে–এমন সম্ভাবনাই দেখছেন উদ্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা।

আলপনার পর জাদুঘরের স্বপ্নঃ

শুধু আলপনা নয়, ভবিষ্যতে রাঙামাটিয়ায় একটি জাদুঘর গড়ে তোলার স্বপ্ন রয়েছে মাহিরের। সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ইতিহাস, স্মৃতি ও সাংস্কৃতিক সংরক্ষিত থাকবে সেখানে।

নিউ ইয়র্ক সিটি এফসি

অরল্যান্ডো সিটি ও আটলান্টা ইউনাইটেডের মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিবেদক, নিউ ইয়র্ক

মেজর লিগ সকারের (MLS) রেগুলার সিজনের শেষ মুহূর্তের লড়াইয়ের ঠাসা সূচি পার করছে নিউ ইয়র্ক সিটি এফসি (NYCFC)। প্লে-অফের টিকিট এবং টেবিলের অবস্থান মজবুত করার লক্ষ্য নিয়ে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মাঠে নামছে কোচ নিক কুশিংয়ের শিষ্যরা।
আগামী ২৪ অক্টোবর শনিবার ফ্লোরিডায় অরল্যান্ডো সিটি এসসি-এর মুখোমুখি হবে নিউ ইয়র্ক সিটি এফসি।
অরল্যান্ডোর ঘরের মাঠ ইন্টার অ্যান্ড কো স্টেডিয়ামে (Inter&Co Stadium) ম্যাচটি স্থানীয় সময় বিকেল সাড়ে ৪টায় শুরু হবে। এই লড়াইয়ে পূর্ণ পয়েন্ট তুলে নেওয়া নিউ

ইয়র্কের জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং হবে বলে মনে করছেন ফুটবল বিশ্লেষকরা।
ফ্লোরিডার এই মিশন শেষ করেই ঘরের মাঠে ফিরবে নিউ ইয়র্ক সিটি। এর ঠিক চার দিন পর, আগামী ২৮ অক্টোবর বুধবার কুইন্সের ঐতিহ্যবাহী সিটি ফিল্ড (Citi Field) স্টেডিয়ামে তারা আতিথ্য দেবে আটলান্টা ইউনাইটেড এফসি-কে। ঘরের মাঠের এই হাইভোল্টেজ ম্যাচটি শুরু হবে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায়।
এর আগে গত ২৬ সেপ্টেম্বর আটলান্টা ইউনাইটেডের ঘরের মাঠ মার্সিডিজ-বেঞ্জ স্টেডিয়ামে এই দুই দলের প্রথম দেখায় ম্যাচটি ২-২ গোলে রোমাঞ্চকর ড্র

২০২৭ সালে নতুন স্টেডিয়ামে খেলবে নিউইয়র্ক সিটি এফসি

শিব্বীর আহমেদ, *নিউইয়র্ক*

নিউইয়র্ক সিটির প্রথম ফুটবল খেলার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত স্টেডিয়াম ইতিহাদ পার্কে (Etihad Park) ২০২৭ সালের গ্রীষ্মে প্রথম ম্যাচ খেলবে নিউইয়র্ক সিটি ফুটবল ক্লাব (NYCFC)। ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান পেশাদার ফুটবল লিগ মেজর লিগ সকারের (গখঝ) ২০২৭২৮ মৌসুমের শুরুতেই নতুন স্টেডিয়ামে যাত্রা শুরু করবে দলটি। লিগের প্রতিযোগিতা সূচি পরিবর্তনের আগে ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত একটি অন্তর্বর্তী মৌসুম অনুষ্ঠিত হবে। এই সংক্ষিপ্ত মৌসুমে প্রতিটি দল ১৪টি নিয়মিত ম্যাচ খেলবে। এরপর অনুষ্ঠিত হবে প্লে-অফ পর্ব এবং লিগের শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ এমএলএস কাপ। অন্তর্বর্তী মৌসুমে নিউইয়র্ক সিটি এফসি নিজেদের ঘরের মাঠের ম্যাচগুলো খেলবে ইয়াঙ্কি স্টেডিয়াম ও সিটি ফিল্ডে।
এরপর ২০২৭ সালের গ্রীষ্মে নতুন মৌসুমের শুরুতে দলটি ইতিহাদ পার্কে স্থানান্তরিত হবে। ক্লাবের প্রধান নির্বাহী ব্র্যাড সিমস বলেন, ইতিহাদ পার্কে প্রথম ম্যাচে সমর্থকদের স্বাগত জানাতে তাঁরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। স্টেডিয়ামের নির্মাণকাজ ভালোভাবে এগিয়ে চলছে এবং নির্ধারিত সময় অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন হচ্ছে বলেও জানান তিনি।
সিমস বলেন, লিগের নতুন প্রতিযোগিতা সূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ২০২৭২৮ মৌসুমের শুরুতে স্টেডিয়াম উদ্বোধন করাই সবচেয়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত। এতে ক্লাব ও লিগ–উভয়ের জন্যই নতুন যুগের সূচনা হবে। তিনি আরও বলেন, মৌসুমের মাঝামাঝি সময়ে নতুন স্টেডিয়ামে যাওয়ার পরিবর্তে শুরু থেকেই সমর্থকেরা সেখানে পুরো মৌসুমের খেলা উপভোগ করতে পারবেন।
একই সঙ্গে ইয়াঙ্কি স্টেডিয়াম ও সিটি ফিল্ডে ক্লাবের শেষ ম্যাচগুলো উদ্‌যাপন এবং নতুন স্টেডিয়ামে স্থানান্তরের প্রস্তুতি নেওয়ার পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যাবে।
ইতিহাদ পার্কে প্রথম ম্যাচের আগে স্টেডিয়ামের প্রস্তুতি ও পরিচালনব্যবস্থা যাচাই করতে একাধিক পরীক্ষামূলক আয়োজন করবে নিউইয়র্ক সিটি এফসি। ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, উদ্বোধনী দিনের আগে স্টেডিয়ামের সব ব্যবস্থা ঠিকভাবে কাজ করছে কি না, তা নিশ্চিত করতেই এসব আয়োজন করা হবে।
নতুন স্টেডিয়ামটি নিউইয়র্ক সিটি এফসির নিজস্ব ঘরের মাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। ফুটবল খেলার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত এই স্থাপনা ক্লাবটির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ২০২৭ সালের অন্তর্বর্তী মৌসুমে ক্লাবের সদস্যদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটি এফসি জানিয়েছে, ক্লাবের সদস্যরা তাঁদের ২০২৬ সালের সদস্যপদ পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নির্ধারিত মূল্যে অন্তর্বর্তী মৌসুমের ম্যাচগুলোর টিকিট স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাবেন। গত এপ্রিল মাসে সদস্যপদ নবায়ন কার্যক্রমের সময় এ বিষয়ে জানানো হয়েছিল। অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রবেশাধিকার, বিল এবং কিস্তিতে অর্থ পরিশোধের পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পরবর্তী সময়ে সদস্যদের আলাদাভাবে জানানো হবে। ২০২৭ সালের গ্রীষ্মে ইতিহাদ পার্কে যাত্রা শুরুর মধ্য দিয়ে নিউইয়র্ক সিটি এফসি নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছে।
এর আগে অন্তর্বর্তী মৌসুমে ইয়াঙ্কি স্টেডিয়াম ও সিটি ফিল্ডে নিজেদের ঘরের মাঠের ম্যাচগুলো খেলবে দলটি।

অভিষেকেই প্রশ্নবিদ্ধ আলিসের বোলিং অ্যাকশন

ক্রীড়া ডেস্ক

রহস্যের বার্তা নিয়ে জাতীয় দলে এসে প্রথম ম্যাচেই বড় ধাক্কা খেলেন আলিস আল ইসলাম। ওয়ানডে অভিষেকে খরুচে বোলিংয়ের পর এবার প্রশ্নবিদ্ধ বোলিং অ্যাকশনে ধরা ৩০ ছুঁইছুঁই স্পিনার। শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বুধবার আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে আলিসের বোলিং অ্যাকশন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ম্যাচ অফিসিয়ালরা। ফলে এখন আইসিসি অনুমোদিত পরীক্ষাগারে স্বতন্ত্র পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে তার। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আলিসের বোলিং অ্যাকশন নিয়ে সন্দেহের কথা জানায় ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্তা সংস্থা আইসিসি।
ত্রিদেশীয় সিরিজে বাঁচা-মরার লড়াইয়ে আফগানদের বিপক্ষে আলিসের অভিষেক করায় বাংলাদেশ। এর আগে গত মাসে এশিয়ান গেমসে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে পথচলা শুরু হয় তার। ওই টুর্নামেন্টেও একটি ম্যাচই খেলেন তিনি। এবার আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে অভিষেকের ম্যাচে তেমন সুবিধা করতে পারেনি আলিস। ৮.৫ ওভারে খরচ করেন ৪৭ রান। পাননি কোনো মেডেন, নিতে পারেননি উইকেটও। অবশ্য ব্যাটিং ব্যর্থতার দিনে তার ওপর আঙুল তোলা কঠিনই ছিল। আম্পায়াররা ঠিকই প্রশ্ন তুলেছেন। তবে সেটি বোলিং অ্যাকশন নিয়ে। আলিসের বোলিং অ্যাকশন নিয়ে সমস্যা অবশ্য নতুন নয়। ঘরোয়া ক্রিকেটে ক্যারিয়ারের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত একাধিকবার পরীক্ষা দিয়ে ফিরতে হয়েছে তার। ২০১৯ সালের বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ক্রিকেট দিয়ে দেশের ক্রিকেটে আবির্ভাব আলিসের। প্রথম ম্যাচেই হ্যাটট্রিক করে হইচই ফেলে দেন তিনি। তবে সেই টুর্নামেন্টেই প্রশ্নের মুখে পড়ে তার বোলিং অ্যাকশন। সেবার পরীক্ষা দেওয়ার আগেই প্রায় ৮ মাসের জন্য ছিটকে যান আলিস। পরে বোলিং অ্যাকশন শুধরে পরীক্ষায় উৎরে ঘরোয়া ক্রিকেটে বোলিংয়ের অনুমতি পান তিনি। এরপর বারবার চোটের ধাক্কায় জর্জরিত হয় আলিসের ক্যারিয়ার। পরে ২০২৫ সালের বিপিএলে আবারও প্রশ্নের মুখে পড়ে আলিসের বোলিং অ্যাকশন। আবারও পরীক্ষা দিয়ে বোলিংয়ে ফেরার অনুমতি পান এই রহস্য স্পিনার। ঘরোয়া ক্রিকেটে রহস্য ও বৈচিত্র্যের ঝলক দেখিয়েই জায়গা পান জাতীয় দলেও। তবে আন্তর্জাতিক মঞ্চে শুরুর গল্পেই লেগে গেল প্রশ্নবিদ্ধ বোলিং অ্যাকশনের ধাক্কা। এবার আইসিসির পরীক্ষাগারেই দিতে হবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার পরীক্ষা।

নিউইয়র্ক সিটি এফসি ও লস অ্যাঞ্জেলেস এফসির ম্যাচ ড্র

নিউইয়র্ক

মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচে নিউইয়র্ক সিটি এফসি (ঘণঈঋঈ) ও লস অ্যাঞ্জেলেস এফসি (খঅঋঈ) ১-১ গোলে ড্র করেছে। শনিবার রাতে নিউইয়র্কের কুইন্সে সিটি ফিল্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে দুই দলই একটি করে পয়েন্ট পেয়েছে। ম্যাচের প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে ফ্রি-কিকে গোল করে এলএএফসি-কে এগিয়ে দেন ফিনল্যান্ডের মিডফিল্ডার লিও ওয়াল্টা। আগস্টের শেষ দিকে ধারে ক্লাবটিতে যোগ দেওয়ার পর এমএলএসে এটি ছিল তাঁর প্রথম গোল। দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের গতি বাড়ায় স্বাগতিক এনওয়াইএফসি । ম্যাচের ৫৯তম মিনিটে নিকোলাস ফার্নান্দেজ মারকাউয়ের কর্নার থেকে হেডে গোল করে সমতা ফেরান আন্দ্রেস পেরেয়া। শেষ দিকে দুই দলই জয়সূচক গোলের চেষ্টা চালায়। অতিরিক্ত সময়ে এলএএফ সি-র দক্ষিণ কোরীয় তারকা সন হিউং-মিনের সামনে গোল করার দারুণ সুযোগ এসেছিল। তবে তাঁর শট পোস্টের ভেতরের অংশে লেগে ফিরে আসে। ফলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেনি কোনো দল। এই ড্রয়ের ফলে অন্তর্বর্তীকালীন কোচ জাভি তামারিতের অধীনে টানা তিন ম্যাচ অপরাজিত থাকল এলএএফসি। ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে দলটি পশ্চিমাঞ্চলীয় কনফারেন্সের ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে এবং ২০২৬ সালের এমএলএস কাপ প্লে-অফে জায়গা নিশ্চিত করার আরও কাছে পৌঁছেছে। অন্যদিকে, এনওয়াইএফসি-র জন্য এই ড্র প্লে-অফের লড়াইয়ে আরেকটি হতাশাজনক ফল। মৌসুমের বাকি ম্যাচগুলোতে পয়েন্ট অর্জন করতে না পারলে তাদের পোস্টসিজনে খেলার আশা আরও কঠিন হয়ে পড়বে। আগামী ২৫ অক্টোবর নিজেদের মাঠে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী এলএ গ্যালাক্সি-র মুখোমুখি হবে এলএএফসি। অন্যদিকে, ২৪ অক্টোবর অরল্যান্ডো সিটির বিপক্ষে খেলতে মাঠে নামবে এনওয়াইএফসি।

ক্যারিয়ার সেরা র‍্যাঙ্কিংয়ে তাসকিন

ক্রীড়া ডেস্ক

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে দল হারলেও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের পুরস্কার পেয়েছেন তাসকিন আহমেদ ও শরিফুল ইসলাম। ওয়ানডে বোলারদের মধ্যে ক্যারিয়ার সেরা র‍্যাঙ্কিংয়ে জায়গা করে নিয়েছেন তাসকিন। উন্নতি করেছেন শরিফুলও। পুরুষ ক্রিকেটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ের সাপ্তাহিক হালনাগাদ যথারীতি বুধবার প্রকাশ করে আইসিসি।
বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে এগিয়েছেন তানজিদ হাসান। ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে জিম্বাবুয়ের কাছে ৯৯ রানে হারে বাংলাদেশ। ওই ম্যাচে ৪৪ রান খরচায় ৩ উইকেট নেন তাসকিন। এতে ৯ ধাপ এগিয়ে দ্বাদশ স্থানে উঠেছেন ডানহাতি এই পেসার। বাঁহাতি পেসার শরিফুল ৪৭ রান দিয়ে ধরেন দুই শিকার। দুই ধাপ এগিয়ে একাদশ স্থানে উঠেছেন তিনি। তাসকিন (৫৮৬) ও শরিফুলের (৫৮৭) রেটিং পয়েন্টের ব্যবধান কেবল এক। দুই জনেরই এই রেটিং পয়েন্ট ক্যারিয়ার সেরা।
ওয়ানডে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরা দশে আছেন বাংলাদেশের মেহেদী হাসান মিরাজ। অভিজ্ঞ এই স্পিনিং অলরাউন্ডারের অবস্থান নবম। এই তালিকায় আগের মতোই শীর্ষে আফগানিস্তানের তারকা লেগ স্পিনার রাশিদ খান। ১২ ধাপ এগিয়ে ৪৬তম স্থানে তার সতীর্থ ফাজালহাক ফারুকি। জিম্বাবুয়ের ব্র্যাড ইভান্সের অগ্রগতি ১৯ ধাপ, অবস্থান ৬৫তম। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ক্যারিয়ার সেরা বোলিংয়ে ৪০ রানে ৬ উইকেট নেন পাকিস্তানের বাঁহাতি স্পিনিং অলরাউন্ডার আরাফাত মিনহাস।

মেসির জোড়া গোলে আটলান্টাকে ৩-১ ব্যবধানে হারাল মায়ামি

আটলান্টা

লিওনেল মেসির জোড়া গোল ও একটি অ্যাসিস্টের নৈপুণ্যে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচে আটলান্টা ইউনাইটেডকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে ইন্টার মায়ামি। শনিবার রাতে আটলান্টার মার্সিডিজ-বেঞ্জ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে শুরু থেকেই দুই দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায়।
তবে প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে গোল করে মায়ামিকে এগিয়ে দেন জার্মান বেরতেরামে। ৪৫তম মিনিটে লুইস সুয়ারেজের ক্রস থেকে হেডে গোল করেন বেরতেরামে। গোলের আক্রমণ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন মেসিও।
বিরতির পর আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে মায়ামি। ম্যাচের ৫৬তম মিনিটে বেরতেরামের সঙ্গে চমৎকার সমন্বয়ের পর বাঁ পায়ের শটে গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মেসি। এর মাত্র চার মিনিট পর আবারও জালের দেখা পান আর্জেন্টাইন মহাতারকা। প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগ ভেদ করে এগিয়ে গিয়ে নিখুঁত শটে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি। এতে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় মায়ামি। ম্যাচের শেষ দিকে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে আটলান্টা। ৮৯তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ব্যবধান কমান ফাফা পিকো। তবে শেষ পর্যন্ত আর কোনো গোল করতে পারেনি স্বাগতিক দল।
এই জয়ের মাধ্যমে এমএলএসের নিয়মিত মৌসুমে টানা তৃতীয় জয় পেল ইন্টার মায়ামি। গোল করার পাশাপাশি সতীর্থদের জন্য সুযোগ তৈরি করেও দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন মেসি। অন্যদিকে, নিজেদের মাঠে হারের পর পরবর্তী ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য থাকবে আটলান্টা ইউনাইটেডের। আগামী ২৪ অক্টোবর নিউইয়র্ক রেড বুলসের মুখোমুখি হবে ইন্টার মায়ামি। একই দিনে শিকাগো ফায়ারের বিপক্ষে মাঠে নামবে আটলান্টা ইউনাইটেড।

Carnival®
CHOOSE FUN®
ESTD 2013
CRUISE TRAVEL AGENCY
THE FUN BEGINS HERE!
Ph: 347-646-7979
sales@usbdtravels.com
4-DAY Western Caribbean CRUISE
FROM TAMPA
Sun, Sea & Unforgettable Moments!
Carnival Paradise
SAILING DATE
NOV 1, 2026
(4 NIGHTS)
ROUNDTRIP FROM
TAMPA, FL
FROM $309 PP
SPECIAL OFFER
75% OFF 2ND GUEST
+ UP TO $400 INSTANT SAVINGS
+ $100 BONUS
ON ELIGIBLE PROMOTION TERMS
ITINERARY
DAY 1 NOV 1
TAMPA, FLORIDA
Departure: 4:00 PM
DAY 2 NOV 2
FUN DAY AT SEA
Relax & Enjoy
Onboard Activities
DAY 3 NOV 3
COZUMEL, MEXICO
Arrival: 8:00 AM
Departure: 5:00 PM
DAY 4 NOV 4
AT SEA
Relax & Enjoy
Onboard Activities
DAY 5 NOV 5
TAMPA, FLORIDA
Arrival: 8:00 AM
COZUMEL Mexico
Vibrant Culture
SHOP · DINE · EXPLORE
Tropical Paradise
BEAUTIFUL BEACHES
WHY CHOOSE CARNIVAL?
World-Class Entertainment
Delicious Dining
Pools & Water Fun
Kids & Family Activities
Spa & Wellness
PREMIUM FUN AWAITS
Stunning Pools & Decks
World-Class Entertainment
Comfortable Staterooms
Make Memories at Sea
BOOK YOUR CRUISE TODAY!
Cruise Travel Agency
(Illustrative)
Ph: 347-646-7979
sales@usbdtravels.com
Your Dream Vacation Starts Here!

LOYAL TO ROYAL
EUROPE
2028 SEASON
(PART ONE)
BOOKINGS OPEN WEEK OF
OCTOBER 12, 2026
@LOYAL.TO.ROYAL

Saudi Arabia Has Executed at Least 19 Bangladeshis Since 2010

DHAKA

Saudi Arabia has executed at least 19 Bangladeshi nationals since 2010, highlighting concerns over the use of capital punishment against migrant workers in the kingdom, according to human rights reports. The latest executions involved a Bangladeshi man and a woman who were executed in the holy city of Makkah on October 14.
The executions reportedly took place without the Bangladesh diplomatic mission or the families being aware of the death sentences, triggering widespread concern in Bangladesh.
The Ministry of Foreign Affairs has summoned the Saudi ambassador in Dhaka, handed him a diplomatic note and sought details of the judicial proceedings. Civil society groups have called for a formal diplomatic protest and an investigation into the roles of the foreign ministry, the expatriates' welfare ministry and the Bangladesh Embassy in Riyadh.
The groups have also urged the government to strengthen protections for Bangladeshi migrant workers. More than 10 million Bangladeshis work abroad and send home substantial remittances, yet migrant workers remain vulnerable and inadequately protected, they said.
According to the European Saudi Organization for Human Rights (ESOHR), Saudi Arabia executed at least 16 Bangladeshis between 2010 and 2021. The figure was reported in its 2022 publication, Bloodshed and Lies: Mohammed bin Salman's Kingdom of Executions. A subsequent ESOHR report documented at least one Bangladeshi national executed in 2025.
ESOHR recorded 1,243 executions in Saudi Arabia between 2010 and 2021, including 490 foreign nationals. Pakistanis accounted for 164 executions, followed by Yemenis at 92, Syrians at 58, Egyptians at 26, Jordanians at 25, Nigerians at 17, Ethiopians at 15 and Chadians at 14.
Amnesty International has also documented a sharp rise in executions in the kingdom. The organisation recorded at least 122 executions in 2024 and 356 in 2025. Between January 1 and June 22, 2026, Saudi authorities carried out 96 executions, according to the figures cited by Amnesty.
In a statement issued on June 22, Amnesty said Saudi Arabia had executed 2,084 people between January 2014 and June 2026, placing the kingdom among the world's leading users of capital punishment. Foreign nationals have been disproportionately affected by drug-related executions, accounting for 75 per cent of such cases in 2024 and 78 per cent in 2025, Amnesty reported.
ESOHR said drug trafficking and smuggling accounted for most cases involving foreign nationals. Its report noted that many people executed for drug offences were low-level couriers, often from impoverished backgrounds, who had swallowed or concealed drugs. Some were reportedly victims of human trafficking or coercion by criminal networks.
The report also documented cases involving foreign nationals, particularly female domestic workers, executed for murder. It said allegations against domestic workers sometimes arose in circumstances involving severe workplace mistreatment, domestic accidents or self-defence against physical or sexual abuse by employers. Foreign nationals have also faced discretionary death sentences for non-lethal offences, including gang formation, robbery and sexual offences, and, in rare cases, sorcery or witchcraft, according to the report.
"Saudi Arabia continues to execute people for offences that should never be punished by death under international law and standards," said Dana Ahmed, a Middle East researcher at Amnesty International, in the June 22 statement. Ahmed said the executions reflected a concerning global trend in which punitive drug policies were increasingly contributing to the use of capital punishment.
"The international community must speak out unequivocally against these unlawful executions, and Saudi Arabia must immediately establish a moratorium on the use of this cruel and irreversible punishment as a first critical step towards abolition," she said.

Bangladesh eyes wider South American market as exports reach $195m

Kamal Uddin Chowdhury, DHAKA

Bangladesh's exports to 11 South American markets reached US$195.17 million in the first quarter of the current fiscal year, as the government stepped up efforts to diversify export destinations through trade fairs and the promotion of non-traditional products.
According to Export Promotion Bureau (EPB) data, Bangladesh exported goods worth $195.17 million to the region during July-September of FY2026-27, with Brazil, Chile and Peru emerging as the three largest destinations. Brazil topped the list with $70.82 million, followed by Chile with $51.87 million and Peru with $24.24 million. Colombia accounted for $18.05 million, while exports to Uruguay and Argentina stood at $11.63 million and $10.28 million, respectively. The figures highlight South America's potential as a market for Bangladeshi products beyond the country's traditional destinations in Europe and North America. Readymade garments continued to dominate the export basket.
However, Bangladesh's recent participation in Home Show Brazil 2026 in São Paulo also highlighted opportunities for jute goods, leather products, home décor, handicrafts and other lifestyle products. Bangladesh participated in Home Show Brazil 2026, held from August 11 to 13 at Distrito Anhembi in São Paulo, with financial support from the EPB and under the management of the Bangladesh Embassy in Brasília. Four Bangladeshi companies-Jihan Plastic Industries, Mother Tannery, Rainbow Jute and Classical Handmade Products-showcased their products at five booths at the exhibition. Their displays included jute goods, bags, leather products, natural-fibre baskets, home décor items, bamboo products, terracotta, clay products and Nakshi Kantha. The EPB and the Bangladesh Embassy also operated a promotional booth featuring information on Bangladesh's exportable products and key export sectors.
Business-to-business meetings were held during the fair, while prospective buyers visited the Bangladeshi stalls and expressed interest in the products on display. A seminar on the production and export of home and lifestyle products from Bangladesh was also organised as part of the fair to promote the country's products among Brazilian business organisations and international buyers.
The participation provided an opportunity to introduce Bangladeshi products to a wider market and establish commercial contacts that could lead to future business. EPB Vice Chairman and Chief Executive Mohammad Hasan Arif said the bureau was working to diversify Bangladesh's export basket and strengthen the country's presence in emerging international markets through more strategic and professional participation in trade fairs.
He said excessive dependence on readymade garments and a limited number of export destinations could expose Bangladesh's export earnings to external shocks, making product diversification and market expansion increasingly important. Arif stressed that exporters should conduct advance research into market demand, consumer preferences, pricing, competition and business practices before participating in international exhibitions to achieve better commercial outcomes.
He also underscored the importance of strengthening national pavilion branding, improving exporters' preparedness and engaging directly with international buyers to turn trade-fair participation into sustainable business opportunities.
Bangladesh's export basket to the 11 South American markets remains heavily concentrated in apparel. According to product-wise figures from the EPB spreadsheet, exports of woven apparel and clothing accessories amounted to around $84.53 million during July-September, while shipments of knitted or crocheted apparel stood at approximately $70.10 million. Together, the two categories generated around $154.63 million, equivalent to nearly 79.2 percent of total exports to the 11 markets. Pharmaceutical products contributed around $6.58 million, while footwear and related products accounted for approximately $5.71 million. Other textile products, leather goods and travel articles also featured in the export basket, indicating scope to expand the range of products sold in the region. Brazil and Chile together accounted for $122.69 million, or nearly 62.9 percent, of total exports to the 11 markets. Their importance makes them key destinations for targeted export promotion, while Peru and Colombia also offer opportunities for further commercial engagement.

Hasina Unlikely to Return to Bangladesh in Next 10 Years: Speaker

BHOLA, Bangladesh

Jatiya Sangsad Speaker Hafiz Uddin Ahmad Bir Bikram has said he sees little possibility of former Prime Minister Sheikh Hasina returning to Bangladesh within the next 10 years, citing his political experience. "I see no possibility of Sheikh Hasina returning even in the next 10 years," the Speaker told journalists at the district circuit house in Bhola.
Commenting on electoral reforms, Hafiz Uddin Ahmad said the Awami League government had created an environment in which honest, capable and politically neutral individuals found it difficult to participate in elections.
He stressed the need for fundamental reforms to the country's electoral system to ensure broader participation and greater fairness in the democratic process.
According to the Speaker, people who may not be wealthy but enjoy popularity and public acceptance should have the opportunity to contest elections. He called on the Election Commission to introduce an electoral framework that would enable ordinary citizens to participate in the electoral process without being disadvantaged by financial limitations. Hafiz Uddin Ahmad also emphasized that the upcoming local government elections must be free, fair and impartial.
"Elections were not held fairly over the last 17 years.
So the upcoming local government elections will be held freely, fairly and impartially," he said. His remarks came amid discussions about electoral reforms and the need to restore public confidence in the country's election process.
Highlighting Bhola's natural gas resources, the Speaker said the district has substantial gas reserves that could be comparable to Bangladesh's current national reserves.
He expressed hope that further exploration would reveal additional deposits.
He also called for greater attention to the needs of Bhola's residents, arguing that the district's natural resources should benefit the local population.

Record-Strength El Niño Threatens Millions, UN Issues Urgent Appeal

Shibbir Ahmed, New York

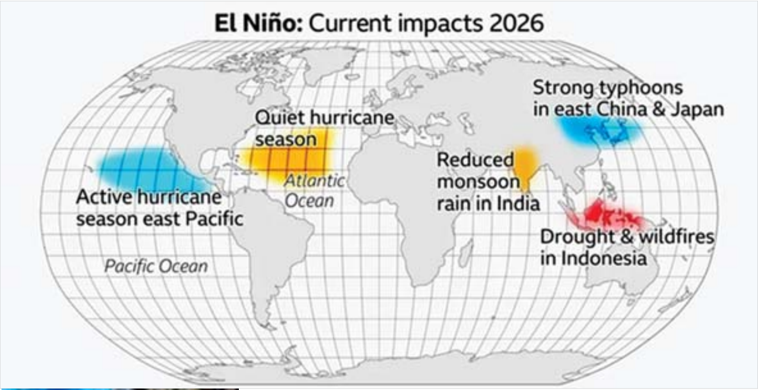

The United Nations has called for urgent international action to protect vulnerable communities as a potentially unprecedented El Niño event threatens to intensify extreme weather conditions across the world.

The World Meteorological Organization (WMO) warned on Wednesday that sea surface temperatures in the tropical Pacific Ocean could reach approximately 3.8°C above average during November 2026 to January 2027, with the phenomenon expected to peak around December. The forecast places the developing event beyond the range of previous El Niño episodes recorded over the past four decades.

WMO Secretary-General Celeste Saulo and UN Emergency Relief Coordinator Tom Fletcher urged governments and humanitarian organizations to take immediate preventive measures to protect lives and livelihoods.

El Niño is a naturally occurring climate phenomenon involving the warming of sea surface temperatures in the central and eastern tropical Pacific. It can significantly alter global weather patterns, increasing the risk of extreme heat, drought and flooding in different regions.

According to the WMO's latest seasonal climate outlook, the strengthening event could have serious consequences for Latin America, eastern and southern Africa, Asia and the Pacific.

The impacts may affect agriculture, water supplies, public health, housing and local

economies. Fletcher warned that vulnerable communities could face severe humanitarian consequences unless countries act before the crisis intensifies.

The UN's appeal comes amid growing concerns about the capacity of humanitarian agencies to respond to multiple climate-related emergencies.

International organizations are being urged to strengthen early-warning systems, prepare emergency supplies, protect food and water resources, and mobilize financial assistance for communities at greatest risk.

Early intervention is particularly important in areas already experiencing food insecurity, weak infrastructure or limited access to essential services.

In Latin America changes in rainfall patterns could increase the risk of flooding in some areas while worsening drought in others, threatening agriculture and vulnerable communities. In Africa parts of eastern and southern Africa face potential disruptions to rainfall, increasing pressure on food production, water availability and humanitarian services.

Asia and the Pacific higher temperatures and changing rainfall patterns could affect agricultural production, water supplies and public health, particularly in communities with limited resources to prepare for extreme weather. The WMO has emphasized that the forecast provides an important opportunity for governments and humanitarian partners to prepare before the event reaches its expected peak.

Although El Niño cannot be prevented, coordinated early action can reduce its impact on vulnerable populations. The UN is urging international partners to prioritize preparedness, strengthen disaster-response capacity and ensure that assistance reaches communities before extreme weather conditions cause widespread damage.

The coming months will be critical in determining how effectively countries respond to the growing climate-related risks.

Pentagon, Lockheed Martin Finalize 10-Year F-35 Deal With $7 Billion Investment

Shibbir Ahmed, Washington DC

The U.S. Department of War and Lockheed Martin have finalized a landmark 10-year framework agreement to strengthen the F-35 Lightning II fighter jet program, with the defense contractor committing at least $7 billion in privately funded initiatives to support production and fleet sustainment.

According to an announcement by the Department of War, the agreement is designed to provide long-term procurement certainty, modernize and expand America's fifth-generation tactical aircraft fleet, and strengthen the country's defense industrial base. Implementation of the agreement remains subject to congressional authorization and appropriations.

"We have fundamentally changed how we stabilize the American defense industrial base to produce at speed and scale," Under Secretary of War Michael P. Duffey said. "By aligning financial incentives with actual performance, we are ensuring our warfighters are equipped with the lethal capabilities they need to fight and win."

Under the framework, Lockheed Martin will independently finance at least $7 billion in initiatives supporting the F-35 program in exchange for the government's decade-long procurement commitment.

The department said the agreement represents a major milestone in its Acquisition Transformation Strategy,

which seeks to strengthen industrial resilience through predictable long-term demand and accelerated private-sector investment.By providing g reater certainty over future purchases, the framework is intended to encourage investment in manufacturing capacity, supply-chain infrastructure and production efficiency. The 10-year framework establishes a minimum procurement floor of 850 F-35 aircraft for the United States over the agreement period. It also covers the procurement of initial spare parts and modification kits, alongside sustainment support for the global F-35 fleet.

Integrating hardware requirements across the supply chain is expected to strengthen the government's purchasing power and generate economies of scale, potentially improving production efficiency and reducing costs.

UN Warns AI Could 'Crowd Out' Human Decision-Making in Warfare

Shibbir Ahmed, New York

The United Nations has warned that the growing use of artificial intelligence (AI) in military operations could undermine human decision-making, raising concerns about accountability, battlefield errors and the risk of unintended escalation.

Speaking at a briefing at UN Headquarters in New York, Robin Geiss, director of the United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR), posed a stark question to journalists: "Are we going to let machines target and kill human beings?"

Geiss warned that AI was increasingly "on track to crowding out human decision-making" in military affairs. The UN Secretary-General has repeatedly urged governments and other stakeholders to ensure that the world does not cross what he has described as a moral red line in the development and use of autonomous weapons. Artificial intelligence is taking on an expanding range of military functions, including intelligence analysis, target identification, drone operations and the coordination of cyberattacks. Geiss warned that these developments are increasingly coming at the expense of human judgment, including in the nuclear domain. The growing integration of AI is accelerating military operations by reducing the time between identifying a target and launching an attack. It is also enabling military forces to engage a significantly larger number of targets each day. However, many emerging AI systems remain difficult to interpret or

understand. According to Geiss, this lack of transparency increases the risk of errors and miscalculations, potentially leading to unintended escalation. He also warned that as AI tools become easier to access and operate, non-state actors could use them to conduct increasingly sophisticated military operations.

Geiss acknowledged that geopolitical competition and international tensions remain significant obstacles to regulating AI in the military domain. Nevertheless, he said concerns about the risks of military AI are increasingly shared across political divides, including among major global powers.

In September, the United States proposed establishing an AI notification mechanism with China. The initiative would allow the world's two largest military spenders to alert each other to AI-related incidents that could threaten national security.

Meanwhile, the UN Secretary-General's calls for stronger regulation of military AI and a legally binding treaty on lethal autonomous weapons systems are gaining broader support internationally, Geiss said.

UNIDIR is working to develop practical measures to strengthen international cooperation on AI, peace and security.

On Thursday, the UNIDIR Centre of Excellence on AI, Peace and Security is scheduled to launch a new multi-stakeholder forum dedicated to AI in international peace and security, including its military applications. Geiss described the initiative as the first and only forum of its kind within the UN system at the time of the announcement.

First, responsible industry practices. The initiative will seek to establish a framework for responsible industry behaviour, including practical, voluntary guidelines for companies involved in designing and developing military AI technologies.

Second, a common AI security vocabulary. The forum will work to develop an "AI security lexicon" to clarify concepts such as autonomy, safety and security. These terms are often interpreted differently by governments and other stakeholders, creating ambiguity that can undermine trust and cooperation.

Third, preventing misuse by non-state armed groups. Participants will examine the risks of non-state armed groups using AI to support operational planning, military activities and logistics.

The UN's latest efforts reflect mounting concerns about how AI could reshape warfare and the balance between human control and automated military decision-making. As AI systems become more deeply integrated into military operations, the challenge for governments will be to establish safeguards that reduce the risks of miscalculation, unintended escalation and the loss of meaningful human oversight.

The proposed international forum aims to help build a foundation for cooperation among governments, industry representatives and other stakeholders as discussions over the responsible use of AI in warfare continue.

Carnival
CHOOSE FUN
ESTD 2013
CRUISE TRAVEL AGENCY
THE FUN BEGINS HERE!
Small Getaway Big Memories
4-Day The Bahamas Cruise
FROM MIAMI
Sun, Sand & Endless Smiles
CARNIVAL SUNRISE
SAILING DATE
NOV 29 – DEC 03, 2026
(4 NIGHTS)
ROUNDTRIP FROM
MIAMI, FL
SHIP
Carnival Sunrise®
Half Moon Cay™
PRIVATE ISLAND PARADISE
Celebration Key™
NEWEST PORT OF FUN
Miami
FLORIDA
ITINERARY
DAY 1 NOV 29 MIAMI, FLORIDA Departure: 6:00 PM
DAY 2 NOV 30 AT SEA Relax & Enjoy Onboard Activities
DAY 3 DEC 01 HALF MOON CAY™ Arrival: 8:00 AM Departure: 4:00 PM
DAY 4 DEC 02 CELEBRATION KEY™ Arrival: 8:00 AM Departure: 5:00 PM
DAY 5 DEC 03 MIAMI, FLORIDA Arrival: 8:00 AM
Escape to Paradise
FROM $199 PP*
Average per person, based on 2-person room
4 DAYS OF ISLAND VIBES, OCEAN BREEZES & UNFORGETTABLE FUN!
CHOOSE YOUR PERFECT CABIN
INTERIOR From $199 PP
OCEANVIEW From $280 PP
BALCONY From $484 PP
SUITE From $828 PP
WHY CARNIVAL SUNRISE?
World-Class Entertainment
Delicious Dining
Pools & Water Fun
Kids & Family Activities
Spa & Wellness
MORE FUN AWAITS!
Stunning Pools & Decks
Live Shows & Nightlife
Delicious Dining Options
Shore Excursions & More!
More Beaches More Smiles More Carnival
Cruise Travel Agency
(Illustrative)
Ph: 347-646-7979
sales@usbdtravels.com
Your Dream Vacation Starts Here!

৪ হাজার কোটি রুপি বাজেটের সিনেমায় সাই পল্লবী

● বিনোদন প্রতিবেদক

নিতেশ তিওয়ারির পরিচালনায় 'রামায়ণ: রাইজ অব আ লেজেন্ড' নিয়ে দর্শকদের মধ্যে আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে। প্রায় ৪ হাজার কোটি রুপি বাজেটের এ ছবিকে ঘিরে এরমধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে। এ সিনেমায় অভিনয় করছেন অভিনেত্রী সাই পল্লবী। এ ছবিতে ভগবান রামের ভূমিকায় রণবীর কাপুর। তার বিপরীতে সীতার চরিত্রে সাই পল্লবী এবং রাবণের ভূমিকায় দেখা যাবে যশকে।

এবার ছবির নির্মাতাদের প্রকাশ করা একটি নতুন ভিডিওতে দেখা গেল সাই পল্লবীকে সীতার চরিত্রে এক সাহসী যোদ্ধার রূপে। ভিডিওতে তাকে দানবদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে দেখা গেছে। পাশাপাশি, রাম ও রাবণের চরিত্রে রণবীর কাপুর এবং যশের ঝলকও রয়েছে।

নির্মাতারা জানিয়েছেন, এ বড় মাপের ছবির কাজে সারা বিশ্ব থেকে প্রায় ১০ হাজার মানুষ যুক্ত রয়েছেন। ইউটিউবে ভিডিওটি প্রকাশ করে নির্মাতারা লিখেছেন, এক মহাকাব্যিক আয়োজন। বড় পর্দায় রামায়ণকে তুলে ধরার অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করছেন নমিত মালহোত্রা, নিতেশ তিওয়ারি এবং রণবীর কাপুর।

ছবির গল্প সম্পর্কে পরিচালক নিতেশ তিওয়ারি বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ এই গল্পের সঙ্গে নিজেদের মিল খুঁজে পাবেন। এতে বাবা-ছেলের সম্পর্কের গল্প রয়েছে, রয়েছে প্রতিকূলতা জয় করার কাহিনি। পাশাপাশি, রয়েছে এক সাহসী প্রেমের গল্পও। ছবিটির সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন হলিউডের বিখ্যাত সুরকার হ্যান্স জিমার এবং এ আর রহমান। আগামী ৫ নভেম্বর এটি মুক্তি পাবে।

চরকিতে আসছে 'আইসক্রিম'

বিনোদন প্রতিবেদক

'আইসক্রিম' সিনেমাটি চরকিতে মুক্তি পেতে যাচ্ছে আজ। এ কথা শুনলেই যেন শরতের মিষ্টি রোদের মতো অনেক দর্শকের কাছে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে ১০ বছর আগের সেই স্মৃতিগুলো। ২০১৬ সালের ২৯ এপ্রিল প্রেক্ষাগৃহে সিনেমাটির মুক্তি পাওয়া, অভিনয়শিল্পী রাজ, তুষি, উদয়ের অভিষেক, নিজেদের প্রথম সিনেমা নিয়ে তাদের আবেগঘন মুহূর্ত, আরও কত কী। অর্ণব বা মিনারের 'বোকাচাঁদ' বা 'পথ' গানগুলো দর্শক-শ্রোতাদের কানে-কানে শীতের আগমনী সুরের মতো স্পর্শ করে যেতে পারে স্মৃতিমাখা গানগুলো প্রথম শোনার অনুভূতি। নির্মাতা রেদওয়ান রনিও তখন তরুণ ও নবীন নির্মাতা। তার পরিচালিত দ্বিতীয় সিনেমা মুক্তির সেই উচ্ছ্বাসের স্মৃতি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে পারে তার ওপরেও।

শরিফুল রাজ, নাজিফা তুষি, কুমার উদয়—যারা এখন নিজেদের কাজের মাধ্যমে শক্ত ভিত তৈরি করে ফেলেছেন, তাদের প্রথম সিনেমা ছিল 'আইসক্রিম'। সিনেমাটি মুক্তির সময় আবেগপ্রবণ হয়ে বলেছিলেন, সিনেমাটি আমাদের সন্তানের মতো। অনেক ভালোবাসা আর কষ্ট করে আমরা সিনেমাটি করেছি। শরিফুল রাজ অশ্রুসিক্ত হয়ে বলেছিলেন, আমি জীবনে অনেক কষ্ট করে এ পর্যায়ে এসেছি। রনি ভাইয়ের (রেদওয়ান রনি) কাছে কৃতজ্ঞ। রেদওয়ান রনি বলেছিলেন, গল্পের জন্যই নতুন মুখ দরকার ছিল। আমি এমন কিছু হাসি-কান্না-দুঃখ দেখাতে চেয়েছি, যেটা আগে পর্দায় কেউ দেখেনি, তাই নতুন মুখ নেওয়া। আর দর্শকদের উচ্ছ্বাসই আমার অর্জন। সিনেমার নাম 'আইসক্রিম' কেন? সিনেমাটির গল্পকার, চিত্রনাট্যকার, সংলাপ রচয়িতা এবং নির্মাতা রেদওয়ান রনির দেওয়া এ প্রশ্নের উত্তরটা সে সময় মনে ধরেছিল অনেকের।

আয়োজকদের বিরুদ্ধে আকাঙ্ক্ষার 'অপহরণে'র অভিযোগ

● বিনোদন ডেস্ক

অনুষ্ঠানের আয়োজকদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছেন ভারতীয় মডেল আকাঙ্ক্ষা চৌধুরী। তিনি জানান, এক প্রকার অপহরণের মতো করে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। সেইসঙ্গে নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগও আনেন এ মডেল। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এ তথ্য।

আকাঙ্ক্ষার অভিযোগ, অনুষ্ঠানের আয়োজকেরা তাঁর পারিশ্রমিক মেটাননি, চূড়ান্ত পর্যায়ের অব্যবস্থাপনা ছিল সেখানে। প্রচারে তার ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। আয়োজক দলের তিন সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তাঁর। তাঁদের প্রত্যেকের বয়স ১৮ বছর বলে দাবি আকাঙ্ক্ষার।

অভিনেত্রী জানান, রাত সাড়ে দশটার দিকে অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার কথা ছিল। তবুও তাকে নিতে আসেননি আয়োজকদের কেউ। অব্যবস্থাপনার কারণে পুলিশে অভিযোগ দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন মডেল। আরও জানান, আয়োজকরা পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেয়নি তাকে। এ নিয়ে প্রশ্ন তুললেও করেছে অবজ্ঞা।

আকাঙ্ক্ষার কথায়, জোর করে গাড়িতে বসিয়ে আমাকে গ্রাউন্ডে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়। দর্শকের সামনেই গাড়ি থামিয়ে দেয় ওরা। আমি চিৎকার করে বলছিলাম, আমার সঙ্গে টিম নেই, তাই আমি ভিতরে ঢুকতে পারব না। নিরাপদ বোধ করছি না। অথচ এই ছেলেগুলো হাসছিল, আমার কথা শুনছিল না। কী বোকা একটা ম্যানেজমেন্ট! এরা একেবারে চোর। সকলের কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিয়েছে অথচ...।

তিনি বলেন, আমাকে একরকম অপহরণই করে ফেলেছিল। আমি ওদের চড় মারার পর ওরা গাড়ি থামায়। ওদের সবার বিরুদ্ধে মামলা করব। কাউকে ছাড়ব না। এদিকে অভিনেত্রীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে আয়োজকরা কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

বিচ্ছেদের পর শেহতাজের নতুন পোস্ট

● বিনোদন প্রতিবেদক

সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা প্রীতম হাসানের সঙ্গে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত জানানোর পর থেকে অনেকটাই নীরব ছিলেন অভিনেত্রী শেহতাজ মনিরা হাশেম। ব্যক্তিগত জীবনের এ পরিবর্তন নিয়ে নানা আলোচনা ও কৌতূহলের মধ্যেই এবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নতুন ছবি প্রকাশ করেছেন তিনি।

প্রকৃতির সান্নিধ্যে কাটানো মুহূর্তের ছবিগুলো প্রকাশের পর আবারও আলোচনায় এসেছেন শেহতাজ। সম্প্রতি ফেসবুকে কয়েকটি ছবি পোস্ট করেন এ অভিনেত্রী। ছবিগুলোতে খোলা প্রান্তর ও প্রকৃতির মাঝে সময় কাটাতে দেখা যায় তাকে। পোস্টের সঙ্গে আবহসংগীত হিসেবে ব্যবহার করেছেন সেন্ট অ্যাভানজেলিনের 'লিলিল' গানটি।

তবে নতুন এ পোস্টে ব্যক্তিগত জীবন কিংবা বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি শেহতাজ। প্রকৃতির মাঝে কাটানো সময়ের ছবিগুলোই নজর কেড়েছে তার অনুসারীদের। পোস্টটি প্রকাশের সাত ঘণ্টার মধ্যে এতে প্রায় ৪১ হাজার প্রতিক্রিয়া পড়েছে।

দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্কের পর ২০২২ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন প্রীতম হাসান ও শেহতাজ। সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা প্রীতম এবং অভিনেত্রী শেহতাজ গত ৪ অক্টোবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক যৌথ বিবৃতিতে তাদের বৈবাহিক সম্পর্কের ইতি টানার সিদ্ধান্তের কথা জানান।

বিবৃতিতে তারা লেখেন, পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে দীর্ঘ ১০ বছরের পথচলার পর বৈবাহিক সম্পর্কের ইতি টানার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা। একসঙ্গে কাটানো সময়, স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি একে অপরের প্রতি সম্মান ও শুভকামনা বজায় থাকার কথাও জানান।

বিবৃতিতে তারা আরও উল্লেখ করেন, পারস্পরিক বোঝাপড়ার কিছু বড় পার্থক্যের কারণে আলাদা পথে এগিয়ে যাওয়াই দুজনের জন্য ভালো হবে বলে মনে করেছেন। এ সিদ্ধান্ত হঠাৎ করে নেওয়া হয়নি বলেও জানান তারা। নিজেদের মধ্যে আলোচনা এবং পরিবারের সমর্থন ও সম্মতি নিয়েই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন বলে জানান প্রীতম ও শেহতাজ।

LOYAL TO ROYAL
ALASKA
2028 SEASON
BOOKINGS OPEN WEEK OF
SEPTEMBER 28, 2026
@LOYAL.TO.ROYAL

ত্বকের যত্নে ডাব

■ মডেল : প্রভা ■ ছবি : এটিএম জামাল

ডাবের পানি উপকারী সব সময়ই। শরীরের ভেতরের সুস্থতা তো বটেই, ত্বকচর্চাতেও দারুণ কার্যকর। ত্বক মসৃণ, আর ব্রণমুক্ত রাখতে ডাবের পানির জুড়ি নেই। এ ছাড়া ডাবের পানিতে আছে ভিটামিন সি, যা ত্বকের প্রাণশক্তি ফিরিয়ে আনে। লিখেছেন– নাদিয়া আফরিন

স্বাস্থ্য ডেস্ক

ডাবের পানিতে আছে ভিটামিন, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা ভেতর থেকে কোষকে পরিষ্কার করে এবং পুষ্টি জোগায়, পাশাপাশি ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা বজায় রাখে। অন্যদিকে ডাবের পানি প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজার হিসাবে কাজ করে। ত্বক মসৃণ, আর ব্রণমুক্ত রাখতে ডাবের পানির জুড়ি নেই। এ ছাড়া ডাবের পানিতে আছে ভিটামিন সি, যা ত্বকের প্রাণশক্তি ফিরিয়ে আনে।

যারা দীর্ঘসময় বাইরে থাকেন অথবা বাড়িতেই যাদের অন্দরমহলে কাটে দিনের লম্বা একটা সময়, তাদের ত্বকের সানবার্ন দূর করতে ডাবের পানি বেশ কার্যকর। এ ছাড়া বার্ধক্যের বলিরেখা কিংবা চামড়া কুঁচকে যাওয়া ভাব কমিয়ে আনতে আপনি ত্বকে ব্যবহার করতে পারেন ডাবের পানি। এ ক্ষেত্রে প্রতিদিন মুখ ধোয়ার পর তুলা দিয়ে অল্প পরিমাণ ডাবের পানি আপনি আপনার ত্বকে ব্যবহার করতে পারেন। এর পাশাপাশি প্যাক তৈরি করতে মুলতানি মাটি, চন্দনের গুঁড়া আর ডাবের পানি মিশিয়ে মুখে অথবা হাত-পায়ের ত্বকে ব্যবহার করলে ভেতর থেকে ময়লা বাইরের ধুলাবালি দূর করে। তাই ত্বককে পরিষ্কার রাখতে আর উজ্জ্বলতা বাড়াতে সপ্তাহে অন্তত দুবার এ প্যাকটি ব্যবহার করুন।

যারা বাইরে থাকেন দিনের পুরোটা সময় তারা ফেইস মিস্ট হিসাবে ডাবের পানি স্প্রে বোতলে করে ব্যবহার করতে পারেন। চোখের ডার্ক সার্কেল কমাতে সমপরিমাণ ডাবের পানি আর সঙ্গে সমপরিমাণ আলুর রস মিশিয়ে একটি নরম তুলার প্যাডে ভিজিয়ে চোখে দশ মিনিট রেখে ধুয়ে নিলে ভালো ফল পাওয়া যায় অল্প দিনের মধ্যেই। তবে অনেকেরই সেনসিটিভ স্কিন হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে অল্প পরিমাণে আগে ব্যবহার করে দেখে নেওয়াই ভালো, আর যেহেতু ত্বকের বিষয় সে ক্ষেত্রে সব সময় তাজা ডাবের পানি ব্যবহার করাই ভালো। ফ্রিজে রেখে ব্যবহার করলেও তা যাতে দুই বা তিন দিনের বেশি না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

সব ধরনের ত্বকের জন্যই ডাবের পানি বেশ কাজের। তৈলাক্ত ত্বকের জন্য মটরের ডাল ডাবের পানিতে ভিজিয়ে রেখে বেটে নিয়ে পুদিনা পাতার রস মিশিয়ে ত্বকে লাগাতে হবে। এতে তৈলাক্ত ভাব দূর হয়ে ত্বকে উজ্জ্বলতা আসবে, সঙ্গে দূর হবে নানা দাগ।

শুষ্ক ত্বকের জন্য কাঠবাদাম ডাবের পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরে সেটা পেস্ট করে মধু মিশিয়ে ত্বকে লাগাতে হবে। এতে করে শুষ্কতা দূর হয়ে ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাবে।

ডাবের পানিতে পুদিনা পাতা ও তুলসী পাতার রস সমপরিমাণ মিশিয়ে আইসকিউব করে রাখতে পারেন। বাইরে থেকে ফিরে আইসকিউব ব্যবহারে ত্বকের উজ্জ্বলতা ও সতেজতা বৃদ্ধি পাবে।

ডাবের পানি দিয়ে বডি স্ক্র্যাব তৈরি করতে পারেন। ডাবের পানিতে গম ভিজিয়ে রেখে সেটা পিষে নিন। পুরো শরীরে লাগালে শরীরের মরা কোষগুলো দূর হবে। একটা ডাবের পানিতে গোলাপ পাপড়ি, পুদিনা পাতা আর তুলসী পাতা কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখুন। পরে সেটা ব্লেন্ড করে নিন। এটা তৈরি করে ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। যখন প্রয়োজন হবে তার সঙ্গে একটু ওটস গুঁড়া করে মিশিয়ে মুখে আস্তে আস্তে ঘষে ধুয়ে ফেলুন। যেকোনো ধরনের দাগ দূর করতে এই স্ক্র্যাবার খুবই কার্যকর।

ত্বকে ব্যবহারের পাশাপাশি ডাবের পানি পান করলে উপকার পাওয়া যায়। যারা ডায়েট করতে চান তাদের জন্য ডাব অনেক উপকারী। কারণ ডাবে রয়েছে সোডিয়াম ও পটাশিয়াম। ডাবের পানি পানে অনেকক্ষণ ক্ষুধা লাগে না। মিষ্টি ডাবের পানি নিম্ন রক্তচাপে আক্রান্তদের জন্য খুবই ভালো। ডাবের পানি শরীরকে ভেতর থেকে সতেজ রাখতে সহায়তা করে।

পুষ্টিবিদ লিনা আক্তারের মতো, ডাবের পানির নানা উপকারিতা রয়েছে। ডাবের পানি প্রাকৃতিক পুষ্টিগুণসম্পন্ন। শরীরের বাইরে থেকে ভেতরের পুষ্টিটা ঠিক রাখা জরুরি। ডাবের পানিতে আছে হাই পটাশিয়াম। সেটাও ত্বকের জন্য উপকারী। রোদে গেলে আমরা অনেক ঘামি, সে সময় ডাবের পানি খেলে ইলেক্ট্রোলাইট ব্যালান্স হয় আবার শরীর বিষমুক্তও (ডিটক্সিফিকেশন) হয়। আমাদের শরীরের কোষে ভেতরে ও বাইরে দুই ধরনের মিনারেল থাকে। ভেতরে পটাশিয়াম ও বাইরে থাকে সোডিয়াম। সোডিয়ামের মাত্রা বাড়লে উচ্চ রক্তচাপ হয়। রক্তে সোডিয়ামের প্রবণতা কমাতে সাহায্য করে পটাশিয়াম। ডাবের পানি পানে রক্তচাপের ভারসাম্য ঠিক থাকে। তবে অবশ্যই কচি ডাবের পানি পান করতে হবে। ডাব যত বড় হবে, চিনি ও ক্যালোরি তত বাড়তে থাকবে।

ডাবের পানি মাংসপেশি তৈরিতে কাজে আসে। ফলে পেশিতে টান (মাসল ক্র্যাম্প) পড়ে না। রোদে শরীরের তরলের ঘাটতি হয়, আর্দ্রতা হারায়। তাই এ সময় ডাব পান করা ভালো। আর ডাবের পানিতে মুখ ধুলে ত্বক তো ভালো থাকবেই।

ডাব দিয়ে তৈরি নানা রকম শরবত : ডাবের পানি ও নরম শাঁস দিয়ে তৈরি করা যায় নানা স্বাদের শরবত।

সহজলভ্য এ প্রাকৃতিক উপকরণ দিয়ে ঘরেই বানানো সম্ভব সুস্বাদু ও পুষ্টিকর পানীয়। ডাবের পানির সঙ্গে নরম শাঁস মিশিয়ে ব্লেন্ড করলে তৈরি হয় মসৃণ ও হালকা মিষ্টি স্বাদের শরবত। চাইলে এর সঙ্গে লেবুর রস যোগ করে আনতে পারেন হালকা টক স্বাদ। কয়েকটি পুদিনাপাতা মেশালে পানীয়তে যোগ হবে সতেজ সুবাস।

ডাবের শরবতে ভিন্নতা আনতে ব্যবহার করা যায় আনারস, তরমুজ কিংবা পাকা আমের মতো ফল। ডাবের পানি ও আনারসের টুকরা একসঙ্গে ব্লেন্ড করলে পাওয়া যায় মিষ্টি-টক স্বাদের পানীয়। তরমুজের সঙ্গে ডাবের পানি মিশিয়েও তৈরি করা যায় সুস্বাদু শরবত। আর আমের মৌসুমে পাকা আমের শাঁস, ডাবের পানি ও সামান্য লেবুর রস মিশিয়ে বানানো যেতে পারে আম-ডাবের শরবত।

যারা একটু ভিন্ন স্বাদ পছন্দ করেন, তারা ডাবের পানির সঙ্গে শসা, পুদিনাপাতা ও লেবুর রস মিশিয়ে তৈরি করতে পারেন হালকা পানীয়। চাইলে সামান্য বিটলবণও দেওয়া যায়। তবে ফলের নিজস্ব মিষ্টি স্বাদ থাকায় বাড়তি চিনি না দিলেও চলে।

ডাবের পানি পটাশিয়ামসহ কিছু খনিজ উপাদানের উৎস। শরবত তৈরির সময় ডাবের নরম শাঁস ব্যবহার করলে পানীয়ের স্বাদ ও গঠনে আসে ভিন্নতা। পরিষ্কার উপকরণ ও পাত্রে তৈরি করে পরিবেশনের আগে কিছুক্ষণ ফ্রিজে রাখলে স্বাদ আরও উপভোগ্য হয়।

রেসিপি

ঘরেই তৈরি করুন পছন্দের মিষ্টি

মিষ্টি খেতে কার না ভালো লাগে! আর সেই মিষ্টি যদি তৈরি হয় ঘরেই, পরিচিত উপকরণে, নিজের পছন্দমতো স্বাদে– তাহলে আনন্দটা আরও বেশি। কালোজাম ও ল্যাংচার রসালো স্বাদ কিংবা নারকেল, চিনি বা গুড়ের সন্দেশের মিষ্টি ঘ্রাণ– সবই তৈরি করা সম্ভব ঘরোয়া আয়োজনে। রেসিপি দিয়েছেন– মরিয়ম বেগম

কালোজাম

ছানার জন্য যা লাগবে : তরল দুধ ১ লিটার, সিরকা ২ টেবিল চামচ (সমপরিমাণ পানি দিয়ে মেশানো)।

যেভাবে করবেন : দুধ নেড়ে নেড়ে জ্বাল দিন। জ্বাল উঠলে নামিয়ে নিন। সিরকা মেশানো পানি দিয়ে আস্তে করে নাড়ুন। দুধ জমে গেলে কিছুক্ষণ ঢেকে রাখুন। পাতলা নরম সুতি কাপড়ে ছানা ছেঁকে নিন। পানি দিয়ে ধুয়ে কাপড়ে বেঁধে রেখে দিন। পানি একেবারে ঝরে যাওয়ার জন্য।

মাওয়ার জন্য যা লাগবে : গুঁড়া দুধ আধা কাপ, গুঁড়া চিনি ২ টেবিল চামচ, ঘি ১ টেবিল চামচ।

যেভাবে করবেন : সব একসঙ্গে হাতের আঙুল দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। মিহি চালুনিতে ঘষে ঘষে চেলে নিতে হবে।

কালোজাম তৈরি করতে যা লাগবে : ছানা ১ কাপ, ময়দা সিকি কাপ, মাওয়া আধা কাপ, গুঁড়া চিনি ১ টেবিল চামচ, ঘি ১ টেবিল চামচ, পানি ৪ কাপ, চিনি ৪ কাপ, বেকিং পাউডার ১ চিমটি, তেল ডুবো তেলে ভাজার জন্য যতটুকু লাগে, গোলাপজল আধা চা-চামচ, পানি ১ কাপ (প্রয়োজন হলে)।

যেভাবে করবেন : ৪ কাপ পানিতে ৪ কাপ চিনি দিয়ে জ্বাল দিন। গোলাপজল দিন। চিনি আর পানি মিশে গেলে চুলা বন্ধ করে দিন। একটু পাতলা করেই বানাতে হবে মিষ্টির এই শিরা। একটা ছড়ানো পাত্রে ময়দা, বেকিং পাউডার, ঘি ও গুঁড়া করা চিনি মেখে নিন। পানি ঝরিয়ে নেওয়া ছানা হাতের তালু দিয়ে ঘষে ঘষে মথে নিন। এবার ময়ান দেওয়া ময়দা ও মাওয়া দিয়ে ছানা ভালো করে মেখে নিন। হাতে সামান্য ঘি মেখে কালোজামের আকারে ছানাগুলো মসৃণ করে তৈরি করুন। ভারী প্যানে বা কড়াইয়ে ডুবোতেলে একদম অল্প জ্বালে মিষ্টিগুলো ছেড়ে দিন। গাঢ় বাদামি করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভাজতে হবে। শিরা যেন বেশি ঘন না হয়। ভাজা মিষ্টিগুলো উঠিয়ে শিরায় দিতে হবে। বলক আনার জন্য ৫ মিনিট উঁচু তাপে থাকবে। পরের ৫ মিনিট অল্প আঁচে থাকবে। শিরা ঘন হয়ে গেলে প্রয়োজনে ১ কাপ গরম পানি দিতে পারেন। চুলা থেকে নামিয়ে এক-দুই ঘণ্টা শিরায় রেখে দিন। পরিবেশন করুন।

ল্যাংচা

যা লাগবে : ছানা ১ কাপ, মাওয়া আধা কাপ, ময়দা ২ টেবিল চামচ, বড় এলাচির গুঁড়া সামান্য, বেকিং পাউডার আধা চা-চামচ, ভাজার জন্য তেল ৩ কাপ, ঘি আধা কাপ, চিনি ২ কাপ, পানি ৫ কাপ।

যেভাবে করবেন : ছানার পানি ঝরিয়ে হাতের তালু দিয়ে ভালো করে মথে নিন। এতে মাওয়া, ময়দা, বেকিং পাউডার মিশিয়ে নিন। ১২ ভাগ বা পছন্দমতো সংখ্যায় ভাগ করে নিন। লম্বা আকারের ল্যাংচা বানিয়ে নিন। সাধারণত ল্যাংচা মিষ্টি চমচমের তুলনায় বড় হয়ে থাকে। তেল ও ঘি চুলায় দিয়ে অল্প জ্বালে রাখুন। বাদামি রং করে ভেজে উঠিয়ে রাখুন। একটি পাত্রে ২ কাপ চিনি, ৫ কাপ পানি চুলায় দিয়ে দিন। ফুটে উঠলে মিষ্টিগুলো কুসুম গরম অবস্থায় ফুটানো শিরায় ছেড়ে দিতে হবে। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ১০ থেকে ১২ মিনিট মাঝারি আঁচে জ্বাল দিতে হবে মিষ্টিগুলো। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে চুলা বন্ধ করে দুই ঘণ্টা ঢেকে রাখতে হবে।

৬জি প্রযুক্তি কী, কবে চালু হবে

প্রযুক্তি ডেস্ক

৫জি প্রযুক্তির বিস্তারই যেখানে এখনো সম্পূর্ণ হয়নি, সেখানে ৬জি নিয়ে এত আগ্রহ কেন? এর কারণ, নতুন প্রজন্মের মোবাইল যোগাযোগপ্রযুক্তি তৈরি, পরীক্ষা ও আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণে দীর্ঘ সময় লাগে। ফলে ভবিষ্যতে মুঠোফোন, গাড়ি, বাসাবাড়ি ও অন্যান্য যন্ত্রকে সংযুক্ত রাখতে যে প্রযুক্তি ব্যবহৃত হবে, তার প্রস্তুতি শুরু করতে হয় আগেভাগেই।

৩জি, ৪জি ও ৫জির পর ৬জি আসবে। মোবাইল প্রযুক্তির বিবর্তনকে সাধারণত এভাবেই দেখা হয়। তবে ৬জি শুধু ইন্টারনেটের গতি বাড়ানোর প্রযুক্তি নয়। এর মাধ্যমে যোগাযোগ নেটওয়ার্কের কাজের পরিধি আরও বাড়তে পারে। এমনকি নেটওয়ার্কের বেতার সংকেত ব্যবহার করে আশপাশের পরিবেশে মানুষ বা গাড়ির উপস্থিতি শনাক্ত করার সুযোগও তৈরি হতে পারে।

৬জি কী ? ৬জি হলো মোবাইল যোগাযোগপ্রযুক্তির ষষ্ঠ প্রজন্ম। জাতিসংঘের সংস্থা আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) এ প্রযুক্তিকে ‘আইএমটি-২০৩০’ নামে অভিহিত করেছে। তবে ৬জি এখনো বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত নয়। এর প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণের কাজ চলছে। ২০৩০ সালকে সামনে রেখে প্রযুক্তিটির মান ও কার্যক্ষমতা নির্ধারণে অগ্রগতি হচ্ছে।

কবে চালু হবে ?

প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানগুলোও এরই মধ্যে ৬জি চালুর প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠান টি-মোবাইল ২০২৯ সাল থেকে বাণিজ্যিকভাবে ৬জি নেটওয়ার্ক চালুর কথা ভাবছে। তবে কোনো প্রযুক্তি বাণিজ্যিকভাবে চালু হওয়া আর সর্বত্র সহজলভ্য হওয়া এক বিষয় নয়। ৪জি ও ৫জি যেভাবে ধাপে ধাপে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, ৬জির ক্ষেত্রেও তেমনটি ঘটতে পারে।

সূত্র: আরটিই

ওপেনএআইয়ের বিরুদ্ধে মামলা

প্রযুক্তি ডেস্ক

সোশ্যাল মিডিয়ায় কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের সফল হওয়ার ৮ কৌশল সিএনএনের প্রতিবেদন মহাকাশে প্রথম ‘সবুজ’ নক্ষত্রের সন্ধান পেলেন বিজ্ঞানীরা

মৃত্যুর পর আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টের কী হয়? জেনে নিন মেটার নিয়মগুলো–

চ্যাটজিপিটি ব্যবহারের কারণে তরুণ ও কিশোরদের ক্ষতি হচ্ছে–এমন অভিযোগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ওপেনএআইয়ের বিরুদ্ধে মামলা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের আটটি অঙ্গরাজ্য। দুই দলের সমর্থকদের নিয়ে গঠিত একটি জোটের এসব মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, চ্যাটজিপিটি কিশোরসহ ব্যবহারকারীদের নিজেদের কিংবা অন্যদের ক্ষতি করার বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছে।

আইওয়া, কানসাস ও অ্যারিজোনাসহ আটটি অঙ্গরাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেলরা নিজ নিজ অঙ্গরাজ্যের আদালতে আলাদাভাবে মামলাগুলো করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, ব্যবহারকারীদের আস্থা অর্জন এবং তাঁদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় যোগাযোগ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে চ্যাটজিপিটিকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে এটি ব্যবহারকারীদের কথায় সহজেই সম্মতি জানায়। মামলাকারীদের দাবি, এর ফলে চ্যাটবটটি ব্যবহারকারীদের বিভ্রান্তিকর ধারণাকে আরও জোরালো করতে পারে, বিপজ্জনক আচরণে উৎসাহ দিতে পারে এবং গণগুলির মতো সহিংসতার পরিকল্পনায় সহায়তা করতে পারে। এআই প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলোর সমন্বিত আইনি পদক্ষেপের মধ্যে এই মামলাগুলোকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে দেখা হচ্ছে। একই সঙ্গে জনসমক্ষে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্তির প্রস্তুতি নেওয়ার সময় ওপেনএআইয়ের বিরুদ্ধে আইনি চ্যালেঞ্জও বাড়ছে।

এর আগে গত জুনে ফ্লোরিডার অ্যাটর্নি জেনারেল এ ধরনের প্রথম মামলা করেছিলেন।

মামলাগুলোতে অভিযোগ করা হয়েছে, চ্যাটজিপিটির নিরাপত্তা সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের বিভ্রান্ত করে ওপেনএআই অঙ্গরাজ্যগুলোর ভোক্তা সুরক্ষা আইন লঙ্ঘন করেছে। পাশাপাশি, বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে ফেলে প্রতিষ্ঠানটি জনস্বার্থবিরোধী পরিস্থিতি তৈরি করেছে বলেও দাবি করা হয়েছে। মামলাকারী অঙ্গরাজ্যগুলো আদালতের কাছে এমন নির্দেশনা চেয়েছে, যাতে ওপেনএআইকে চ্যাটজিপিটির কার্যপদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে বাধ্য করা যায়। তাদের আরেকটি দাবি, মানুষের মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করতে না পারলে স্ব-উন্নয়ন সক্ষম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মডেল তৈরি থেকে প্রতিষ্ঠানটিকে বিরত রাখতে হবে।

তবে মামলাগুলোতে উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়ে ওপেনএআইয়ের কোনো বক্তব্য প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি।

সূত্র: এক্সপ্রেস ট্রিবিউন

এআই এজেন্টের জন্য ফিগমার নতুন ফিচার

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে নকশা ও ওয়েবসাইট তৈরির কাজ আরও নিয়ন্ত্রণযোগ্য করতে নতুন কয়েকটি সুবিধা এনেছে ডিজাইন প্ল্যাটফর্ম ফিগমা। এর মধ্যে রয়েছে নকশার নিয়ম লিখে রাখার জন্য মার্কডাউনভিত্তিক এডিটর, কোড যুক্ত করে ইন্টারঅ্যাকটিভ প্রোটোটাইপ তৈরির সুবিধা এবং ওয়েবসাইটের কনটেন্ট ব্যবস্থাপনার নতুন সংযোগ। মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকোয় শুরু হওয়া কনফিগ সম্মেলনের ভারতীয় সংস্করণে এসব ঘোষণা দেয় প্রতিষ্ঠানটি। প্রযুক্তিবিষয়ক সংবাদমাধ্যম টেকক্রাঞ্চ গত বুধবার এ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

ফিগমার নতুন ফিচারটির নাম ‘ফিগমা স্পেকস’। এর মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠান তার ব্র্যান্ডের নকশার ভাষা, নির্দেশনা ও নিয়ম সহজ ভাষায় লিখে রাখতে পারবে। এই নথি ডিজাইনারদের পাশাপাশি এআই এজেন্টের জন্যও নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে। ফলে এআই দিয়ে নকশা তৈরির সময় ব্র্যান্ডের নির্ধারিত নিয়ম অনুসরণ করা সহজ হবে।

ফিগমা স্পেকস আলাদা ফাইল হিসেবে রাখা যাবে। আবার ডিজাইনের ক্যানভাসের মধ্যেও এটি ব্যবহার করা যাবে। এতে ক্যানভাসের বিভিন্ন উপাদান, কোডের অংশ এবং ফিগজ্যাম ডায়াগ্রাম যুক্ত করার সুবিধা রয়েছে। পাশাপাশি ডিজাইন লাইব্রেরি, কোড লাইব্রেরি ও নকশাবিষয়ক নির্দেশনাও এক জায়গায় রাখা যাবে। এতে এআই এজেন্টগুলো কাজের সময় প্রয়োজনীয় তথ্য ও নিয়ম অনুসরণ করতে পারবে।

কীভাবে তৈরি হয় নানা রঙের আতশবাজি

প্রযুক্তি ডেস্ক

উৎসব-পার্বণে বা আনন্দঘন মুহূর্তে আকাশে যখন নানা রঙের আতশবাজি ফোটে, তখন কার না চোখ জুড়িয়ে যায়! কখনো লাল, কখনো সবুজ, আবার কখনো নীল আলোর রোশনাই পুরো আকাশ আলোকিত করে তোলে। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছেন, এই চোখধাঁধানো রঙিন আলো আসলে কোথা থেকে আসে? এর পেছনে রয়েছে চমৎকার এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

অনেক রঙের আতশবাজির রহস্যের উত্তর লুকিয়ে আছে পরমাণুর গঠনে। একটি পরমাণু মূলত ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন নিয়ে গঠিত। প্রোটন ও নিউট্রন থাকে নিউক্লিয়াসের ভেতর, আর ইলেকট্রনগুলো অবস্থান করে নিউক্লিয়াসের বাইরে নির্দিষ্ট শক্তির স্তরে। কোনো পরমাণুতে যখন প্রচুর পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করা হয়, তখন এর ইলেকট্রনগুলো সেই শক্তি শোষণ করে উচ্চ শক্তির স্তরে উন্নীত হয়। এর সামান্য পরেই ইলেকট্রনটি আবার তার পূর্বের নিম্ন শক্তির স্তরে ফিরে আসে এবং অতিরিক্ত শক্তি আলো বা আলোকশক্তি হিসেবে নির্গত করে। আর এখানেই লুকিয়ে আছে রঙিন আতশবাজির মূল রহস্য! আতশবাজির বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট তীব্র তাপই রহস্যের বড় কারণ।

আতশবাজির বিস্ফোরণের পরে তৈরি আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা রং নির্ভর করে ইলেকট্রনের দুটি শক্তির স্তরের শক্তির পার্থক্যের ওপর। মানুষের চোখ যে দৃশ্যমান আলো দেখতে পায়, তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৩৫০ থেকে ৭৫০ ন্যানোমিটারের মধ্যে হয়ে থাকে। নানা রঙের দৃশ্যমান বর্ণালিতে তরঙ্গদৈর্ঘ্য লাল থেকে শুরু হয়ে বেগুনিতে গিয়ে শেষ হয়।

যেহেতু ইলেকট্রনের নির্দিষ্ট শক্তির স্তরে থাকে, তাই দুই স্তরের মধ্যে এই রূপান্তর একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো তৈরি করে। যদি শক্তির পার্থক্য ২.০৩ ইলেকট্রন ভোল্ট হয়, তবে তা কমলা আলো (৬১০ ন্যানোমিটার) নির্গত করবে। তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং শক্তির পরিমাণ একে অপরের ব্যস্তানুপাতিক; তাই উচ্চ শক্তির (২.৩৩ ইলেকট্রন ভোল্ট) রূপান্তরে কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ৫৩২ ন্যানোমিটার বা সবুজ আলো উৎপন্ন হয়।

প্রতিটি মৌলের নিজস্ব ইলেকট্রন সংখ্যা এবং বিন্যাস অনন্য। এর অর্থ হলো সব মৌলের ইলেকট্রনিক রূপান্তরের শক্তি এক হয় না। প্রতিটি মৌলের নিজস্ব একটি স্পেকট্রাল ফুটপ্রিন্ট বা বর্ণালির ছাপ থাকে। ল্যাবরেটরিতে অজানা মৌলের উপাদান শনাক্ত করতে এই পদ্ধতি বহুল ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা মঙ্গল গ্রহের পাথরের উপাদান নির্ধারণেও এই স্পেকট্রাল ফুটপ্রিন্ট ব্যবহার করছেন।

বিজ্ঞানীরা ইলেকট্রন উত্তেজনার নীতিকে কাজে লাগিয়ে এমন সব উপাদান বা লবণ ডিজাইন করেছেন, যা নির্দিষ্ট রঙের আলো নির্গত করতে পারে। আতশবাজি বা নিয়ন সাইনে মূলত নির্দিষ্ট কিছু ধাতব লবণের সংমিশ্রণ ব্যবহার করা হয়। স্ট্রনশিয়াম লবণ বা লিথিয়াম লবণের কারণে লাল, ক্যালসিয়াম লবণের কারণে কমলা, সোডিয়াম লবণের কারণে হলুদ, বেরিয়াম লবণের কারণে সবুজ, কপার বা তামার লবণের কারণে নীল রঙের দেখা মেলে।

উৎসবের আমেজে পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানোর পাশাপাশি বিজ্ঞানের এই চমৎকার রসায়ন সবার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যাক। সবাইকে ছুটির দিনগুলোর আনন্দময় ও নিরাপদ উদ্‌যাপনের শুভেচ্ছা!

সূত্র: ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি ব্লুমিংটন, যুক্তরাষ্ট্র

আইফোন ১৮ প্রোতে রং ফিকে হওয়ার অভিযোগ

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক

নতুন আইফোন ১৮ প্রো ও আইফোন ১৮ প্রো ম্যাক্সের পেছনের ক্যামেরার চারপাশে রং ফিকে হয়ে যাওয়ার অভিযোগ করেছেন কয়েকজন ব্যবহারকারী। তাদের দাবি, ফোন কেনার দুই সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে এমন সমস্যা দেখা দিয়েছে। তবে এটি প্রকৃতপক্ষে রং উঠে যাওয়ার সমস্যা, নাকি ময়লা বা তেলের দাগ তা এখনো নিশ্চিত নয়।

প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট ম্যাশেবলের ২ অক্টোবরের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বারগান্ডি ও কালো রঙের মডেলে এ সমস্যা বেশি দেখা যাচ্ছে। তবে রুপালি ও হিম-নীল রঙের মডেল নিয়ে এখনো একই ধরনের অভিযোগ পাওয়া যায়নি। একজন রেডিট ব্যবহারকারী জানিয়েছেন, তার ফোনের ক্যামেরার চারপাশের অংশ আশপাশের রঙের তুলনায় কিছুটা হালকা ও গোলাপি দেখাচ্ছে। সেখানে তেল, ময়লা বা অন্য কোনো দাগ নেই। পরিষ্কার করার পরও সমস্যাটি রয়ে গেছে বলে দাবি তার। অন্যদিকে কয়েকজন ব্যবহারকারী তুলার কাঠি দিয়ে জায়গাটি পরিষ্কার করে কিছুটা সুফল পেয়েছেন। ম্যাশেবলের প্রতিবেদকও নিজের কালো আইফোন ১৮ প্রো ম্যাক্সে একই ধরনের বিবর্ণতা লক্ষ্য করেছেন। পরিষ্কার করার পর দাগ কিছুটা কমলেও ক্যামেরার কিনারায় হালকা পরিবর্তন দেখা গেছে। এর আগে আইফোন ১৮ প্রো ও প্রো ম্যাক্সের স্পিকারে অস্বাভাবিক শব্দ হওয়ার অভিযোগও সামনে এসেছিল। গত বছর আইফোন ১৭ প্রো বাজারে আসার পর অ্যালুমিনিয়ামের কাঠামোয় সহজে আঁচড় পড়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা তৈরি হয়।

ফোনে ঘন ঘন বিজ্ঞাপন ? কীভাবে রক্ষা পাবেন

প্রযুক্তি ডেস্ক

স্মার্টফোনে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ করার সময় হঠাৎ ফুল-স্ক্রিন বিজ্ঞাপন ভেসে ওঠা কিংবা কোনো অ্যাপ চালু না করলেও অচেনা ওয়েবসাইট ও বিভিন্ন পণ্যের প্রচার দেখা দেওয়া বেশ বিরক্তিকর। অ্যান্ড্রয়েড ফোন ব্যবহারকারীদের অনেকেই এ ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হন। এতে স্বাভাবিকভাবে ফোন ব্যবহার ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হতে পারে। সাধারণত সন্দেহজনক অ্যাপ, ব্রাউজারের নোটিফিকেশন অনুমতি কিংবা অ্যাডওয়্যারের কারণে ফোনে অনাকাঙ্ক্ষিত বিজ্ঞাপন দেখা দিতে পারে। তবে ফোনে বিজ্ঞাপন আসা মানেই সেটি ভাইরাসে আক্রান্ত, এমনটা ভাবার কারণ নেই। বিজ্ঞাপনের উৎস চিহ্নিত করতে পারলে কয়েকটি সহজ পদক্ষেপেই সমস্যাটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। জেনে নেওয়া যাক ফোনে অযাচিত বিজ্ঞাপন কমানোর পাঁচটি উপায়।

নতুন কোনো অ্যাপ ইনস্টল করার পর থেকে বিজ্ঞাপনের পরিমাণ বেড়ে গেলে অ্যাপটি সন্দেহের তালিকায় রাখুন। বিশেষ করে অপরিচিত ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা অ্যাপ, ক্লিনার, লঞ্চার কিংবা বিনা মূল্যের বিভিন্ন টুল ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা জরুরি। ফোনের সেটিংস থেকে ইনস্টল করা অ্যাপগুলোর তালিকা খুলুন। সম্প্রতি যুক্ত হওয়া অ্যাপগুলোর মধ্যে অস্বাভাবিক বা অপ্রয়োজনীয় কিছু চোখে পড়লে সেটি আনইনস্টল করুন। এরপর ফোনটি রিস্টার্ট করে দেখুন বিজ্ঞাপন আসার সমস্যা কমেছে কি না।

বিজ্ঞাপন পাঠানো অ্যাপের নোটিফিকেশন বন্ধ করুন: সব বিজ্ঞাপন সরাসরি স্ক্রিনে পপ-আপ হিসেবে আসে না। অনেক অ্যাপ নোটিফিকেশনের মাধ্যমেও বিভিন্ন অফার ও প্রচারণামূলক বার্তা পাঠায়। কোনো ওয়েবসাইটকে ব্রাউজারে নোটিফিকেশন পাঠানোর অনুমতি দিলেও একই ধরনের সমস্যা হতে পারে।

এ ধরনের বার্তা এলে নোটিফিকেশনটির ওপর কিছুক্ষণ চেপে ধরুন। এতে সাধারণত কোন অ্যাপ থেকে সেটি এসেছে, তা জানা যায়। এরপর প্রয়োজন অনুযায়ী ওই অ্যাপের নোটিফিকেশন বন্ধ করে দিন। ব্রাউজারের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন এলে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটের নোটিফিকেশন অনুমতিও বাতিল করুন।

হোম স্ক্রিনে বিজ্ঞাপন এলে লঞ্চার যাচাই করুন

ফোনের হোম স্ক্রিনে বারবার বিজ্ঞাপন দেখা গেলে থার্ড-পার্টি লঞ্চার বা সম্প্রতি ইনস্টল করা অন্য কোনো অ্যাপ এর কারণ হতে পারে। কিছু অ্যাপ হোম স্ক্রিনে কিংবা অন্যান্য অ্যাপ ব্যবহারের সময় বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করে। চার্জে লাগিয়ে ম্যাকবুক ব্যবহার করলে কি ব্যাটারির ক্ষতি হয়? সমস্যার উৎস হিসেবে কোনো অ্যাপকে সন্দেহ হলে সেটি সরিয়ে ফোনের নিজস্ব ডিফল্ট লঞ্চার ব্যবহার করে দেখুন। পাশাপাশি, কোন কোন অ্যাপ অন্য অ্যাপের ওপর ভেসে থাকার অনুমতি পেয়েছে, তা পরীক্ষা করুন। সন্দেহজনক অ্যাপের এমন অনুমতি থাকলে প্রয়োজন অনুযায়ী বন্ধ করে দিন। ফোনের মডেল ও অ্যান্ড্রয়েড সংস্করণভেদে সেটিংসের নাম কিছুটা ভিন্ন হতে পারে।

ব্রাউজারের পপ-আপ ও ওয়েবসাইটের অনুমতি নিয়ন্ত্রণ করুন

ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় নিজে থেকে নতুন ট্যাব খুলে যাওয়া, অচেনা ওয়েবসাইটে চলে যাওয়া কিংবা বারবার বিজ্ঞাপন আসার ঘটনা ঘটলে ব্রাউজারের সেটিংস পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

গুগল ক্রোমের মতো ব্রাউজারে পপ-আপ ও রিডাইরেক্ট বন্ধ রাখুন। পাশাপাশি, কোন কোন ওয়েবসাইটকে নোটিফিকেশন পাঠানোর অনুমতি দিয়েছেন, সেই তালিকা পর্যালোচনা করুন। অপরিচিত বা সন্দেহজনক ওয়েবসাইটের অনুমতি বাতিল করে দিন।

আপনি কি আপনার BUSINESS এর জন্য PHONE SOLUTION খুঁজছেন?

USBD VOICE নিয়ে এলো মাত্র $19.99* - এ Business Phone

- Get your free Business number today.
- Unlimited Calling to US and Canada.
- Music on Hold.
- Virtual Auto Attendant.
- Receive and Call from anywhere in the world.
- and many more ....

Only 19.99* per Month per user

*Tax and 3 years contract required.

CALL NOW 888-383-7188

Address: 37-22 73rd Street, Suite 1E, Jackson Heights, NY 11372

http://usbdvoice.com

৩ লাখের বেশি মার্কিন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হোয়াইট হাউসের তথ্য অনুযায়ী, বাতিল হওয়া ভিসার মধ্যে অন্তত চার হাজারটি বার্থ ট্যুরিজমের সঙ্গে সম্পর্কিত। এ ছাড়া অপরাধ বা সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে ছয় হাজার বিদেশি শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল করা হয়েছে বলে প্রশাসন জানিয়েছে।

তবে তিন লাখের বেশি ভিসা বাতিলের সব ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিস্তারিত ফলাফল সরকার প্রকাশ করেনি।

অভিবাসন নিয়ন্ত্রণের অংশ হিসেবে বিদেশি নাগরিকদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কার্যক্রমও কঠোরভাবে যাচাই করছে মার্কিন প্রশাসন।

বিশেষ করে রাজনৈতিক বক্তব্য, অনলাইন পোস্ট এবং জাতীয় নিরাপত্তাসংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনার মাধ্যমে ভিসাধারীদের যোগ্যতা পুনর্মূল্যায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ফিলিস্তিনপন্থী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন বিদেশি শিক্ষার্থী ও রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদানকারী ব্যক্তির ভিসা বাতিলের ঘটনা ইতোমধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে।

মানবাধিকার সংগঠনগুলোর অভিযোগ, প্রশাসন জাতীয় নিরাপত্তার যুক্তি ব্যবহার করে কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সীমিত করছে। অন্যদিকে ট্রাম্প প্রশাসন বলছে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ ও অবস্থানের অনুমতি পাওয়া বিদেশি নাগরিকদের আইন মেনে চলা বাধ্যতামূলক।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী, পর্যটক, ব্যবসায়ী ও অস্থায়ী কর্মী বিভিন্ন ধরনের ভিসায় যাতায়াত করেন।

নতুন পরিসংখ্যান প্রকাশের পর বাংলাদেশি ভিসাধারীদের মধ্যেও উদ্বেগ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তবে বাতিল হওয়া তিন লাখের বেশি ভিসার মধ্যে কতজন বাংলাদেশি নাগরিক রয়েছেন, সে বিষয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর কোনো নির্দিষ্ট তথ্য প্রকাশ করেনি।

অভিবাসন আইন অনুযায়ী, ভিসা বাতিল এবং যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের বৈধ মর্যাদা বাতিল এক বিষয় নয়। কোনো ব্যক্তির ভিসা বাতিল হলে তিনি ওই ভিসা ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারবেন না। তবে ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাঁর অভিবাসন মর্যাদা, অনুমোদিত অবস্থানের মেয়াদ এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সিদ্ধান্তের ওপর পরবর্তী আইনি পরিস্থিতি নির্ভর করে।

ট্রাম্প প্রশাসন মনে করছে, কঠোর ভিসা যাচাই ও বাতিলের মাধ্যমে অপরাধ, প্রতারণা এবং নিরাপত্তাঝুঁকি কমানো সম্ভব হবে।

অন্যদিকে অভিবাসী অধিকার সংগঠনগুলো বলছে, ব্যাপকভাবে ভিসা বাতিলের সিদ্ধান্তে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা জরুরি।

বিশেষজ্ঞ ও অধিকারকর্মীদের একটি অংশ আশঙ্কা করছে, অতিরিক্ত নজরদারি এবং ভিসা বাতিলের অনিশ্চয়তা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী, গবেষক ও দক্ষ বিদেশি নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে আসার আগ্রহকে প্রভাবিত করতে পারে।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসন অবৈধ অভিবাসনের পাশাপাশি বৈধ অভিবাসনের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। বিশেষ করে কর্মসংস্থানভিত্তিক ভিসার ব্যয় বৃদ্ধি এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যাচাইয়ের সম্প্রসারণ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র টমি পিগট জানিয়েছেন, আইন লঙ্ঘন, প্রতারণা কিংবা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কঠোর অবস্থান অব্যাহত থাকবে।

পররাষ্ট্র দপ্তরের কনস্যুলার অ্যাফেয়ার্সবিষয়ক সহকারী সচিব মোরা নামদারও জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের সুযোগ পেতে হলে দেশটির আইন মেনে চলতে হবে।

তবে প্রশাসন পরবর্তী সময়ে আরও কত ভিসা বাতিল করতে পারে কিংবা কোন দেশের নাগরিকেরা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছেন, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।

সব মিলিয়ে তিন লাখের বেশি ভিসা বাতিলের ঘোষণা ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসননীতির কঠোর অবস্থানকে আরও স্পষ্ট করেছে। একই সঙ্গে বিদেশি নাগরিকদের আইনি সুরক্ষা, স্বচ্ছতা এবং ভিসা বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

সৌদিতে দণ্ডপ্রাপ্ত আরও ২০

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রকৃত সাজা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তবে তাঁদের কারও মৃত্যুদণ্ড হয়েছে—এমন তথ্য এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

সৌদি কর্তৃপক্ষের দেওয়া তালিকা অনুযায়ী, ওই ২২ বাংলাদেশির মধ্যে আটজন হত্যা মামলায়, পাঁচজন মাদক পাচারসংক্রান্ত মামলায় এবং পাঁচজন ব্যক্তিগত অধিকারসংক্রান্ত মামলায় বিচারের মুখোমুখি হয়েছেন। এ ছাড়া দুজনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় আইন লঙ্ঘন, একজনের বিরুদ্ধে সাইবার অপরাধ এবং একজনের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ রয়েছে।

তাঁদের মধ্যে ছয়জন জেদ্দার জাহবান কারাগারে, ছয়জন শুমাইসি কারাগারে এবং চারজন জেদ্দা জেনারেল কারাগারে রয়েছেন। অন্য ছয়জন সৌদি আরবের বিভিন্ন কারাগারে বন্দি। বন্দিদের সাজার বিস্তারিত জানতে গত ১৯ অক্টোবর সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মক্কা অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে চিঠি পাঠিয়েছে জেদ্দায় বাংলাদেশ কনস্যুলেট। চিঠিতে দণ্ডপ্রাপ্ত বাংলাদেশিদের আদালতের রায়ের সারসংক্ষেপ, সাজার ধরন ও মেয়াদসহ প্রয়োজনীয় তথ্য দ্রুত সরবরাহের অনুরোধ জানানো হয়েছে। কনস্যুলার দায়িত্ব পালন এবং বন্দিদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার জন্য এসব তথ্য গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ মিশন।

গত ১৪ অক্টোবর সৌদি আরবের মক্কায় দুই বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। তাঁরা হলেন নজরুল ইসলাম আবদুল বশির ও সুইটি আক্তার। সৌদি কর্তৃপক্ষের ভাষ্য অনুযায়ী, মক্কার একটি মসজিদে অনৈতিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগে তাঁদের দণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

তবে বাংলাদেশ কনস্যুলেটের নথিতে তাঁদের বিরুদ্ধে পৃথক অভিযোগের উল্লেখ পাওয়া যায়। একজনের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রযুক্তি-সংক্রান্ত অপরাধ এবং অন্যজনের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ নথিভুক্ত ছিল।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সৌদি কর্তৃপক্ষ আগে যে বন্দি তালিকা পাঠিয়েছিল, তাতে এই দুজনের মৃত্যুদণ্ডের কোনো উল্লেখ ছিল না। বাংলাদেশ সরকারও মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের আগে আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত হয়নি বলে জানিয়েছে। ঘটনার পর বাংলাদেশ সরকার সৌদি কর্তৃপক্ষের কাছে দুই নাগরিকের বিচারপ্রক্রিয়া, অভিযোগ ও আদালতের রায়ের বিস্তারিত তথ্য চেয়েছে।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম ১৯ অক্টোবর সাংবাদিকদের জানান, আদালতের রায়ের অনুলিপি পাওয়ার পর সরকার বিষয়টি পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করবে। তিনি যাচাইবিহীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে না পৌঁছানোর আহ্বান জানান।

সৌদি আরব বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শ্রমবাজার। দেশটিতে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি কর্মরত রয়েছেন। তাঁদের অনেকে বিভিন্ন অভিযোগে গ্রেপ্তার ও বিচারের মুখোমুখি হন। কিন্তু বিদেশে কোনো বাংলাদেশি নাগরিক গ্রেপ্তার হলে তাঁর পরিবার এবং বাংলাদেশ মিশন কত দ্রুত বিষয়টি জানতে পারে, বিচার চলাকালে পর্যাপ্ত আইনি সহায়তা পাওয়া যায় কি না এবং গুরুতর সাজা হলে বাংলাদেশ সরকারকে যথাসময়ে জানানো হয় কি না-সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো এসব প্রশ্ন সামনে এনেছে।

সৌদি আরবে দণ্ডপ্রাপ্ত আরও ২০ বাংলাদেশির সাজার তথ্য প্রকাশ না হওয়ায় তাঁদের প্রকৃত আইনি অবস্থান এখনো অস্পষ্ট। সংশ্লিষ্ট আদালতের রায় এবং সৌদি কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা পাওয়া গেলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

মাইক্রোসফটসহ আট প্রযুক্তি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

লেবার সার্টিফিকেশন (PERM) আবেদন করতে পারবে না। একই সঙ্গে বিচারাধীন আবেদনগুলোর প্রক্রিয়াও স্থগিত থাকবে। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ওয়াশিংটনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ পদক্ষেপের ঘোষণা দেন। তিনি অভিযোগ করেন, কিছু বৃহৎ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান মার্কিন নাগরিকদের চাকরিচ্যুত করে তুলনামূলক কম বেতনে বিদেশি কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে অভিবাসন কর্মসূচির অপব্যবহার করছে।

তবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ এখনো তদন্তাধীন। অভিযোগগুলো আদালতে প্রমাণিত হয়েছে—এমন তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।

মার্কিন শ্রম বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেসব প্রতিষ্ঠান গ্রিনকার্ডের জন্য প্রয়োজনীয় চউজগ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ থেকে স্থগিত হয়েছে, সেগুলো হলো - Microsoft, Adobe, Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services (TCS), Wipro, HCL Technologies and Capgemini.

মার্কিন শ্রমমন্ত্রী কিথ সন্ডারলিং জানিয়েছেন, এসব প্রতিষ্ঠানের নতুন চউজগ আবেদন গ্রহণ করা হবে না এবং আগে জমা দেওয়া আবেদনগুলোর প্রক্রিয়াও আপাতত বন্ধ থাকবে।

সংবাদ সম্মেলনে ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যান্স বিশেষভাবে মাইক্রোসফটের নিয়োগপ্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর দাবি, গত এক বছরে প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ছয় হাজার মার্কিন কর্মী ছাঁটাই করেছে। একই সময়ে প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ৬ হাজার ৩০০টি এ-১ই ভিসা এবং প্রায় তিন হাজার গ্রিনকার্ডের সুবিধা পেয়েছে।

ভ্যান্সের অভিযোগ, মার্কিন কর্মীদের চাকরিচ্যুত করে বিদেশি কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি শ্রমবাজারে অসম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করেছে।

তবে ছাঁটাই হওয়া মার্কিন কর্মীদের সরাসরি বিদেশি কর্মীদের দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে—এমন প্রমাণ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপন করা হয়নি বলে জানিয়েছে দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট। ট্রাম্প প্রশাসনের অভিযোগের জবাবে মাইক্রোসফট জানিয়েছে, প্রতিষ্ঠানটি মার্কিন কর্মীদের নিয়োগের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে দক্ষ প্রযুক্তিবিদ নিয়োগ করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটির দাবি, গত অর্থবছরে তাদের প্রায় ৮০ শতাংশ এ-১ই আবেদন ছিল বিদ্যমান কর্মীদের ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি অথবা অভিবাসন অবস্থার পরিবর্তনের জন্য। নতুন কর্মী নিয়োগের আবেদন ছিল তুলনামূলকভাবে সীমিত। মাইক্রোসফট আরও জানিয়েছে, একই ধরনের দায়িত্ব পালনকারী মার্কিন ও এ-১ই কর্মীদের সমতুল্য বেতন দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত অভিবাসন আইন মেনেই নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে বলে দাবি করেছে। যুক্তরাষ্ট্রে চাকরির মাধ্যমে গ্রিনকার্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে চউজগ বা চবৎসধহবহঃ খধনড়ৎ ঈবৎঃরভরপধঃরড়হ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক ধাপ।

এই প্রক্রিয়ায় নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানকে মার্কিন শ্রম বিভাগের কাছে দেখাতে হয়, সংশ্লিষ্ট পদে প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন ও আগ্রহী মার্কিন কর্মী পাওয়া যাচ্ছে না এবং বিদেশি কর্মী নিয়োগের ফলে মার্কিন কর্মীদের বেতন ও কর্মপরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। চউজগ অনুমোদনের পর নিয়োগদাতা সাধারণত কর্মীর পক্ষে পরবর্তী অভিবাসন আবেদন করতে পারে।

নতুন নিষেধাজ্ঞার কারণে আট প্রতিষ্ঠানের বিদেশি কর্মীদের চাকরিভিত্তিক গ্রিনকার্ড প্রক্রিয়ায় বিলম্ব বা অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে। তবে এই সিদ্ধান্তের ফলে তাঁদের বিদ্যমান এ-১ই ভিসা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হচ্ছে না।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশ, ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিপুলসংখ্যক দক্ষ কর্মী কাজ করছেন। বিশেষ করে এ-১ই ভিসায় কর্মরত ব্যক্তিদের অনেকেই পরবর্তী সময়ে চাকরির মাধ্যমে স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পাওয়ার চেষ্টা করেন।

সংশ্লিষ্ট আট প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বাংলাদেশি প্রযুক্তিবিদদের কেউ চউজগ প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল হলে তাঁর গ্রিনকার্ড আবেদনে বিলম্ব হতে পারে। তবে ঠিক কতজন বাংলাদেশি এই সিদ্ধান্তে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়নি।

অভিবাসন আইনজীবীদের মতে, যেসব কর্মীর এ-১ই ভিসার অনুমোদিত মেয়াদ শেষ হওয়ার কাছাকাছি, অথচ তাঁদের গ্রিনকার্ড প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় ধাপ সম্পন্ন হয়নি, তাঁরা বেশি অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে পারেন।

শুধু প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, বিদেশি শিক্ষার্থী, গবেষক ও বিনিময় কর্মসূচির অংশগ্রহণকারীদের জন্য ব্যবহৃত ঔ-১ ভিসা কর্মসূচির সম্ভাব্য অপব্যবহার নিয়েও তদন্ত শুরু করেছে ট্রাম্প প্রশাসন।

হার্ভার্ড, ইয়েল, স্ট্যানফোর্ড ও ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিসহ নয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে তদন্তের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনের অভিযোগ, কিছু প্রতিষ্ঠান বিদেশি গবেষক ও কর্মীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে ভিসা কর্মসূচির শর্ত যথাযথভাবে অনুসরণ করছে না। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও নিজেদের কার্যক্রমের বৈধতার পক্ষে অবস্থান জানিয়েছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে দক্ষ বিদেশি কর্মীদের নিয়োগ ও স্থায়ী বসবাসের প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হিসেবে দেখা হচ্ছে। প্রশাসনের দাবি, মার্কিন কর্মীদের কর্মসংস্থান ও ন্যায্য বেতন নিশ্চিত করতেই কঠোর নজরদারি প্রয়োজন।

অন্যদিকে সমালোচকদের আশঙ্কা, এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি খাতে আন্তর্জাতিক দক্ষ জনশক্তি আকর্ষণের সক্ষমতা দুর্বল করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, গ্রিনকার্ড পাওয়ার পথ সংকুচিত হলে অনেক বিদেশি কর্মী দীর্ঘ সময় অস্থায়ী ভিসার ওপর নির্ভরশীল থাকতে বাধ্য হতে পারেন। মাইক্রোসফটসহ আট প্রতিষ্ঠানের ওপর আরোপিত স্থগিতাদেশ কত দিন কার্যকর থাকবে, তা এখনো নির্দিষ্ট করে জানানো হয়নি। প্রশাসন জানিয়েছে, তদন্ত ও নিয়োগসংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগের সমাধানের ওপর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে।

নতুন ১০ হাজার আসনের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাবা-মা দুজনই কর্মজীবী, তাদের জন্য শিশুদের ডে-কেয়ারের খরচ বহন করা কঠিন হয়ে পড়ে। নতুন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে যোগ্য পরিবারগুলো এই ব্যয় থেকে কিছুটা স্বস্তি পেতে পারে।

২-কে কর্মসূচির মাধ্যমে শিশুদের বয়সোপযোগী খেলাধুলা, সামাজিক যোগাযোগ, ভাষাগত বিকাশ এবং প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশ তৈরির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। তবে নতুন আসনগুলো কোন কোন এলাকায় বরাদ্দ দেওয়া হবে, আবেদনপ্রক্রিয়া কী হবে এবং কতগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অংশ নেবে–এসব বিষয়ে বিস্তারিত বাস্তবায়ন পরিকল্পনা জানা গুরুত্বপূর্ণ।

গত ১৯ অক্টোবর মেয়র ও গভর্নরের যৌথ ঘোষণায় জানানো হয়, ২০২৬ সালে প্রথম পর্যায়ে চালু হওয়া দুই হাজার আসনের জন্য পাঁচ হাজার ৭০০টির বেশি আবেদন জমা পড়েছিল। নতুন সম্প্রসারণের ফলে ২০২৭ সালের শরৎকাল থেকে মোট আসনসংখ্যা দাঁড়াবে ১২ হাজারে। কর্মসূচিটি বর্তমানে পাঁচটি স্কুল ডিস্ট্রিক্টে চালু রয়েছে। নতুন করে আরও ১৭টি ডিস্ট্রিক্ট যুক্ত হবে।

নতুন পরিকল্পনায় কুইন্সের জ্যাকসন হাইটসের অংশবিশেষ, এলমহার্স্ট, উডসাইড, করোনা, সানিসাইড, জ্যামাইকা, রিচমন্ড হিল, ফরেস্ট হিলস ও কুইন্স ভিলেজসহ বিভিন্ন এলাকা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ ছাড়া ব্রঙ্কস ও স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের সব স্কুল ডিস্ট্রিক্টে কর্মসূচি সম্প্রসারিত হবে।

সিবিএস নিউজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রতিটি আসনের মাধ্যমে একটি পরিবার বছরে গড়ে প্রায় ২৬ হাজার ডলার শিশু পরিচর্যার খরচ সাশ্রয় করতে পারে। তবে প্রকৃত সাশ্রয়ের পরিমাণ পরিবারের বর্তমান পরিচর্যা ব্যয়ের ওপর নির্ভর করবে।

কর্মসূচি সম্প্রসারণে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের ১২০ কোটি ডলারের বিনিয়োগের কথা জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। তবে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন, পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ এবং সব যোগ্য পরিবারের জন্য আসন নিশ্চিত করা এখনো গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবায়নসংক্রান্ত বিষয়।

২০২৭ সালের আবেদন শুরুর সময়সূচি আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশ করার কথা জানিয়েছে সিটি প্রশাসন। অভিভাবকেরা বিস্তারিত জানতে পারবেন ঘণ্ঢ ঈঘরষফ ঈধৎব ওয়েবসাইটে।

ধর্ম যার যার, আমরা সবাই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আমরা জিজ্ঞেস করিনি, গুলি খাওয়া মানুষটি কি মুসলমান নাকি হিন্দু, বৌদ্ধ নাকি খ্রিস্টান। আগামীর বাংলাদেশেও ধর্মের নামে যেন কোনো বিভেদ না থাকে।'

তিনি বলেন, 'আজ দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি এটুকু বলার জন্যই যে, এই দেশ আপনার, এই দেশ আমার, এই দেশ আমাদের সকলের। আমরা মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান যে-যাই হই কেনো, ধর্ম আমাদের নিজস্ব বিষয়। আমাদের একমাত্র পরিচয় ধর্মের পরিচয় না। আমাদের একমাত্র পরিচয়- আমরা বাংলাদেশের নাগরিক।'

দেশ পরিচালনায় সবার সহযোগিতা চেয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আপনি হিন্দু হোন, মুসলমান হোন, বৌদ্ধ হোন বা খ্রিস্টান- যাই হোন না কেন, একটি সুন্দর ও সাবলম্বী দেশ গড়তে বর্তমান সরকার সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করে।'

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ, সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী এবং প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ও হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিজন কান্তি সরকার।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রী সাচিং প্রু, পানিসম্পদ মন্ত্রী শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি, প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম ও মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন এবং চট্টগ্রাম নগর ও জেলার সংসদ সদস্যরা। এ সময় পূজা উদযাপন পরিষদের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীকে একটি বনসাই গাছ উপহার দেন। প্রধানমন্ত্রী মণ্ডপের উন্নয়নে নগদ ২০ লাখ টাকা অনুদান দেন।

এর আগে সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন প্রধানমন্ত্রী। বিমানবন্দর থেকে তিনি সরাসরি পূজামণ্ডপে যান।

সাজেকে ইউপিডিএফের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আকস্মিকভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য ও পর্যটকদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী লাঠিচার্জের মাধ্যমে অবরোধকারীদের ছত্রভঙ্গ করে এবং পুনরায় পর্যটকবাহী যানবাহনের চলাচলের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

পরবর্তীতে বেলা ১১টার দিকে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সদস্যরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও পর্যটকদের লক্ষ্য করে আনুমানিক ৩০-৪০ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে বলে প্রাথমিকভাবে জানা যায়।

এ সময় সেনাবাহিনীর টহল দল আত্মরক্ষা ও পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পাল্টা গুলিবর্ষণ করলে সশস্ত্র ব্যক্তিরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও পুলিশের সমন্বিত প্রচেষ্টায় অবরুদ্ধ পর্যটকদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং এ ঘটনায় কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ইউপিডিএফ কর্তৃক উক্ত অবরোধ ও সহিংসতার ঘটনা পূর্বপরিকল্পিত বলে জানা যায়। স্থানীয় জনগণকে ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অবরোধে অংশগ্রহণে বাধ্য করা এবং তাদের মানবঢাল হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগ অত্যন্ত উদ্বেগজনক। মূলত, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর চলমান অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকটা কোণঠাসা হয়ে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সদস্যদের একটি অংশ পর্যটন এলাকায় অবস্থান নিয়েছে বলে জানা যায়।

এ ধরনের সহিংস কর্মকাণ্ড পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করার পাশাপাশি পর্যটনশিল্প এবং স্থানীয় জনগণের জীবন-জীবিকার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। বিশেষ করে নিরীহ পর্যটকদের নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে ফেলা এবং সাধারণ জনগণকে জোরপূর্বক অবরোধ কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করার ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি, সম্প্রীতি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং স্থানীয় জনগণ ও পর্যটকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বেসামরিক প্রশাসন ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও পার্বত্য অঞ্চলের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

কক্সবাজার রিসোর্টে ভয়াবহ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঘুমিয়ে ছিলেন। আগুনের ভয়াবহতায় কয়েকজন ভবনের ভেতরে আটকা পড়েন। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান চালান এবং একে একে ১০টি মরদেহ উদ্ধার করেন।

নিহত একই পরিবারের সদস্যরা ঢাকা থেকে কক্সবাজারে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তাঁদের শনিবার ঢাকায় ফেরার কথা ছিল।

কিন্তু ছুটি কাটিয়ে বাড়ি ফেরার কয়েক ঘণ্টা আগেই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান পরিবারের ছয়জন। পরিবারের অন্য সদস্যদের কয়েকজন প্রাণে বেঁচে গেলেও আহত হন।

এদিকে অগ্নিকাণ্ডের পর রিসোর্টটির নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়ে গুরুতর অনিয়মের তথ্য সামনে এসেছে।

ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, প্রতিষ্ঠানটির প্রয়োজনীয় অগ্নিনিরাপত্তা ছাড়পত্র ছিল না। গত ১১ জুন পরিদর্শনের পর রিসোর্টটিকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে সতর্ক করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা চালু রাখা হয়।

ঘটনার পর রিসোর্টের মালিক তানভীর আহমদ ও ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ সুমনসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশ। ব্যবস্থাপককে আটক করা হয়েছে বলে ১৮ অক্টোবর প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়। অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ নির্ধারণে তদন্ত চলছে। এই মর্মান্তিক ঘটনা দেশের পর্যটনকেন্দ্রগুলোর আবাসিক স্থাপনায় অগ্নিনিরাপত্তা, জরুরি বহির্গমন ব্যবস্থা এবং সরকারি তদারকির কার্যকারিতা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে।

১০ বছরের এফ-৩৫ চুক্তি চূড়ান্ত

শেষ পৃষ্ঠার পর

যুদ্ধবিমান বহর আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের পাশাপাশি দেশটির প্রতিরক্ষা শিল্পভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করা। তবে চুক্তিটি বাস্তবায়নের জন্য কংগ্রেসের অনুমোদন এবং প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের আন্ডার সেক্রেটারি অব ওয়ার মাইকেল পি. ডাফি বলেন, "দ্রুতগতিতে এবং বৃহৎ পরিসরে উৎপাদন নিশ্চিত করতে আমরা যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা শিল্পভিত্তিকে স্থিতিশীল করছি, তাতে মৌলিক পরিবর্তন এনেছি।" তিনি আরও বলেন, লকহিড মার্টিনের সঙ্গে এই চুক্তির মাধ্যমে মার্কিন আর্থিক প্রণোদনাকে প্রকৃত কর্মসম্পাদনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে মার্কিন সামরিক বাহিনীকে যুদ্ধ পরিচালনা ও বিজয় অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। চুক্তির আওতায় লকহিড মার্টিন এফ-৩৫ কর্মসূচির সহায়তায় অন্তত ৭ বিলিয়ন ডলার নিজস্ব অর্থায়নে বিনিয়োগ করবে।

এর বিনিময়ে প্রতিষ্ঠানটি আগামী এক দশকে সরকারের দীর্ঘমেয়াদি ক্রয়-প্রতিশ্রুতির সুবিধা পাবে। প্রতিরক্ষা বিভাগ জানিয়েছে, তাদের 'অ্যাকুইজিশন ট্রান্সফরমেশন স্ট্র্যাটেজি' বা ক্রয়ব্যবস্থা রূপান্তর কৌশল বাস্তবায়নে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। এই কৌশলের মূল লক্ষ্য হলো দীর্ঘমেয়াদি ক্রয়পরিকল্পনার নিশ্চয়তা এবং বেসরকারি বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে প্রতিরক্ষা শিল্পের সক্ষমতা ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করা। ভবিষ্যতে যুদ্ধবিমান কেনার বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি নিশ্চয়তা থাকলে উৎপাদন সক্ষমতা, সরবরাহব্যবস্থা এবং কারখানার অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

চুক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, আগামী ১০ বছরে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অন্তত ৮৫০টি এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান সংগ্রহের ন্যূনতম লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ।

এ ছাড়া চুক্তিতে প্রাথমিক পর্যায়ের খুচরা যন্ত্রাংশ ও পরিবর্তনসংক্রান্ত কিট সংগ্রহ এবং বিশ্বজুড়ে ব্যবহৃত এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সরবরাহব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে যন্ত্রাংশের চাহিদা সমন্বয় করার মাধ্যমে সরকারি ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানো এবং বৃহৎ পরিসরে উৎপাদনের আর্থিক সুবিধা কাজে লাগানো সম্ভব হবে বলে জানিয়েছে প্রতিরক্ষা বিভাগ।

এর ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়া আরও কার্যকর করা এবং দীর্ঘমেয়াদে ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখার সুযোগ তৈরি হতে পারে।

একই সঙ্গে এফ-৩৫ কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সরবরাহকারী ও নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যৎ উৎপাদন পরিকল্পনা এবং বিনিয়োগের বিষয়ে আরও নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। এফ-৩৫ লাইটনিং-টু একটি পঞ্চম প্রজন্মের বহুমুখী যুদ্ধবিমান। এতে রয়েছে স্টেলথ প্রযুক্তি, উন্নত সেন্সর, ইলেকট্রনিক যুদ্ধ পরিচালনার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সামরিক প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে তথ্য বিনিময়ের সক্ষমতা। যুক্তরাষ্ট্রের আকাশযুদ্ধ সক্ষমতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই যুদ্ধবিমান। দেশটির সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন শাখার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অংশীদাররাও এটি ব্যবহার করে। নতুন চুক্তির মাধ্যমে এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি, দীর্ঘমেয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা এবং ভবিষ্যৎ সামরিক চাহিদা পূরণে প্রতিরক্ষা শিল্পকে আরও প্রস্তুত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। তবে কংগ্রেসের অনুমোদন ও অর্থ বরাদ্দের ওপর চুক্তির বাস্তবায়ন নির্ভর করবে। ফলে এই কাঠামোগত চুক্তি চূড়ান্ত হলেও এর আওতায় পরিকল্পিত সব ক্রয় ও অর্থায়ন স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিশ্চিত হয়েছে–এমনটি বলা যাচ্ছে না।

প্রচারে ট্রাম্প ও ওবামা

শেষ পৃষ্ঠার পর

সমর্থনেও সমাবেশের পরিকল্পনা রয়েছে। ডেমোক্র্যাটরা আশা করছেন, ওবামার জনপ্রিয়তা ও দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা দলীয় সমর্থকদের উজ্জীবিত করবে এবং ভোটার উপস্থিতি বাড়াতে সহায়তা করবে। আগামী ৩ নভেম্বরের নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটের নিয়ন্ত্রণ নির্ধারিত হবে। উভয় কক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখতে চায় রিপাবলিকানরা। অন্যদিকে, ডেমোক্র্যাটরা প্রয়োজনীয় আসন অর্জন করে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিতে চাইছে। নির্বাচনের ফলাফল ট্রাম্প প্রশাসনের ভবিষ্যৎ আইন প্রণয়ন কার্যক্রম, সরকারি ব্যয়, স্বাস্থ্যনীতি এবং প্রশাসনের ওপর কংগ্রেসের নজরদারিতে সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে। জীবনযাত্রার ব্যয় ও অভিবাসননীতি নির্বাচনী বিতর্কের অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। ডেমোক্র্যাটরা অর্থনৈতিক চাপ ও প্রশাসনের বিভিন্ন নীতির সমালোচনা করছে। অন্যদিকে, রিপাবলিকানরা তাদের গৃহীত কর্মসূচির পক্ষে ভোটারদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালাচ্ছে। নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, দুই দলের প্রচার ততই জোরালো হচ্ছে। ট্রাম্প ও ওবামার সরাসরি নির্বাচনী সম্পৃক্ততা এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।
এই নির্বাচনের ফলাফল ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সি সম্পর্কে ভোটারদের মনোভাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দেবে। একই সঙ্গে কংগ্রেসে কোন দল কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে, তা নির্ধারণ করবে আগামী দিনের মার্কিন রাজনীতির গতিপথ।

‘অসুরেরা থেমে নেই’: নিউইয়র্কে

শেষ পৃষ্ঠার পর

কুইন্সের জ্যাকসন হাইটসে অবস্থিত ওঁম শক্তি মন্দিরে দুর্গোৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন মেয়র মামদানি। সেখানে তিনি বাংলাদেশি হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং নিউইয়র্কের বহুজাতিক সমাজে তাঁদের সাংস্কৃতিক অবদানের প্রশংসা করেন।
মন্দিরে পৌঁছালে মেয়রকে স্বাগত জানান মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা গৌরাঙ্গ কুন্ডু, সভাপতি স্বরূপ সাহা এবং সাধারণ সম্পাদক ভবতোষ পাল। আয়োজকদের পক্ষ থেকে তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে সম্মান জানানো হয়।
অনুষ্ঠানে মেয়র বলেন, দুর্গাপূজার মূল তাৎপর্য অশুভ শক্তির বিনাশ এবং ন্যায় ও শুভশক্তির প্রতিষ্ঠা। বর্তমান সামাজিক বাস্তবতায় এই বার্তা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহাবস্থানই নিউইয়র্কের অন্যতম শক্তি বলে তিনি উল্লেখ করেন।
মামদানি বলেন, বাংলাদেশি হিন্দু সম্প্রদায় নিজেদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধরে রাখার পাশাপাশি নিউইয়র্কের বহুত্ববাদী পরিচয়কে আরও সমৃদ্ধ করছে।
এ বছর নিউইয়র্কজুড়ে দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়। কুইন্স, ব্রঙ্কস, ব্রুকলিন, ম্যানহাটান ও স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের বিভিন্ন স্থানে পূজা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সামাজিক মিলনমেলার আয়োজন করা হয়। বিশ্বখ্যাত টাইমস স্কয়ারেও দুর্গোৎসবের আয়োজন ছিল বিশেষ আকর্ষণ।
আয়োজকদের প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, ১০ ও ১১ অক্টোবর ফাদার ডাফি স্কয়ারে পূজা, অঞ্জলি, প্রসাদ বিতরণ, সিঁদুর খেলা, ধুনুচি নাচ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। একই এলাকায় ১৭ ও ১৮ অক্টোবর আরও একটি দুর্গাপূজার আয়োজনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল।
প্রবাসী বাঙালিদের কাছে এসব আয়োজন কেবল ধর্মীয় উৎসব নয়; বরং নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন অ্যাটর্নি অশোক কর্মকার, অধ্যাপক দ্বীজেন ভট্টাচার্য, নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের সদস্য শেখর কৃষ্ণান এবং আয়োজকদের অন্যতম দীনেশ মজুমদার। দীনেশ মজুমদার বলেন, বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজাকে আন্তর্জাতিক পরিসরে পরিচিত করতে এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে টাইমস স্কয়ারের মতো বিশ্বপরিচিত স্থানে দুর্গোৎসব আয়োজনের মাধ্যমে বাঙালির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিভিন্ন দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরার সুযোগ তৈরি হয়েছে।
বক্তারা বলেন, প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ঐতিহ্য পৌঁছে দিতে পারিবারিক ও সামাজিক উদ্যোগের পাশাপাশি এ ধরনের উৎসবের ধারাবাহিকতা প্রয়োজন।
নিউইয়র্ক বিশ্বের অন্যতম বহুজাতিক ও বহুধর্মীয় নগরী। এখানে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ নিজেদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় বজায় রেখে বসবাস করছেন। দুর্গাপূজার মতো উৎসব সেই বৈচিত্র্যকে দৃশ্যমান করার পাশাপাশি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগাযোগ ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করে।
হিন্দুধর্মের পৌরাণিক কাহিনিতে মহিষাসুরের বিরুদ্ধে দেবী দুর্গার বিজয় অশুভ শক্তির পরাজয় ও শুভশক্তির প্রতিষ্ঠার প্রতীক। মেয়র মামদানি তাঁর বক্তব্যে সেই প্রতীকী তাৎপর্যকে বর্তমান সমাজে বিভেদ ও বিদ্বেষের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বানের সঙ্গে যুক্ত করেন। নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশিদের দুর্গোৎসবে মেয়রের উপস্থিতি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি নগর প্রশাসনের সংহতির বার্তা হিসেবে উঠে আসে। ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ভিন্নতা সত্ত্বেও পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহনশীলতা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখার প্রত্যাশাই ছিল এবারের অনুষ্ঠানের অন্যতম বার্তা।

বাংলাদেশি ফুটবল বিস্ময় বালক

শেষ পৃষ্ঠার পর

তবে সুলিভান এখনো ম্যানচেস্টার সিটির খেলোয়াড় নন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাব ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নের হয়ে খেলছেন। বিদ্যমান চুক্তি অনুযায়ী, ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পর ২০২৮ সালের জানুয়ারিতে ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ফুটবল সাংবাদিক টম বোগার্টও জানান, নির্ধারিত সময়ে সুলিভানের সিটিতে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনায় পরিবর্তন আসেনি। তবে ভবিষ্যৎ দলবদলটি এখনো বাস্তবে সম্পন্ন হয়নি।
২০০৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ার ফিলাডেলফিয়ায় জন্ম ক্যাভান সুলিভানের। ছোটবেলা থেকেই ফুটবলের প্রতি আগ্রহ এবং অসাধারণ কারিগরি দক্ষতার কারণে অল্প বয়সেই নজরে আসেন তিনি। মাত্র ১৪ বছর বয়সে ২০২৪ সালে ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নের প্রথম দলের হয়ে পেশাদার ফুটবলে অভিষেক হয় তাঁর। একই বছরের মে মাসে ক্লাবটির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন সুলিভান। সে সময় তিনি মেজর লিগ সকারের ইতিহাসে অন্যতম কম বয়সে প্রথম দলের চুক্তি পাওয়া খেলোয়াড় হিসেবে আলোচনায় আসেন।
মাঠে সুলিভানের প্রধান শক্তি বল নিয়ন্ত্রণ, ড্রিবলিং, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং আক্রমণ তৈরির দক্ষতা। মিডফিল্ডে খেললেও প্রয়োজনে আক্রমণভাগের দুই পাশেও খেলতে পারেন তিনি। বয়সের তুলনায় তাঁর আত্মবিশ্বাস ও খেলার পরিপক্বতা তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সম্ভাবনাময় তরুণ ফুটবলার হিসেবে পরিচিত করেছে।
সুলিভানের ক্যারিয়ারের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়গুলোর একটি হলো ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে তাঁর ভবিষ্যৎ চুক্তির পরিকল্পনা। ২০২৪ সালে ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তির সময়ই ইংলিশ ক্লাবটিতে তাঁর ভবিষ্যৎ যোগদানের ব্যবস্থা করা হয়। তবে বয়সসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক দলবদলের নিয়মের কারণে এখনই ইংল্যান্ডে গিয়ে ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে খেলা সম্ভব নয়। সুলিভান ২০২৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮ বছরে পা দেবেন। এ কারণে তাঁর ইংল্যান্ডে যাওয়ার সম্ভাব্য সময় হিসেবে ২০২৮ সালের জানুয়ারিকে উল্লেখ করা হচ্ছে।
সম্প্রতি তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে ম্যানচেস্টার সিটির আর্থিক নিয়মসংক্রান্ত মামলার প্রেক্ষাপটে। এ পরিস্থিতিতে অন্য ইউরোপীয় ক্লাবও তাঁর প্রতি আগ্রহ দেখাতে পারে বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ২০২৬ সালের অক্টোবরের শুরুতে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, সিটিতে যোগদানের পরিকল্পনা বহাল রয়েছে। বর্তমানে তিনি ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নের খেলোয়াড়; সিটিতে তাঁর যোগদান ভবিষ্যতের পরিকল্পনা।
ক্লাব ফুটবলে ভালো পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি হিসেবে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের সিনিয়র জাতীয় দলে প্রথমবার ডাক পান সুলিভান। এরপর ২৬ সেপ্টেম্বর পেরুর বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে অভিষেক হয় তাঁর। এর কয়েক দিন পর, ৩ অক্টোবর মেক্সিকোর বিপক্ষে ম্যাচে গোল করে নতুন ইতিহাস গড়েন এই তরুণ। ১৭ বছর পূর্ণ হওয়ার মাত্র কয়েক দিন পর করা ওই গোলের মাধ্যমে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পুরুষ জাতীয় দলের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা হিসেবে পরিচিতি পান। জাতীয় দলে এত অল্প বয়সে অভিষেক এবং গোল করার ঘটনা তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রত্যাশা আরও বাড়িয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক ফুটবলে দীর্ঘমেয়াদি সাফল্য নির্ভর করবে নিয়মিত পারফরম্যান্স, অভিজ্ঞতা এবং ধারাবাহিক উন্নতির ওপর।

ক্যাভান সুলিভানের পরিচয়ের একটি বিশেষ দিক হলো তাঁর পারিবারিক শিকড় বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর মাতামহী সুলতানা আলমের জন্ম ও বেড়ে ওঠা ঢাকায়। পরবর্তী সময়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন বলে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। সুলতানা আলমের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন জার্মান বংশোদ্ভূত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ক্লাউস ক্রিপেনডর্ফ। তাঁদের মেয়ে হাইকে ক্রিপেনডর্ফ ক্যাভানের মা। এই পারিবারিক সূত্রেই ক্যাভানের মধ্যে বাংলাদেশি ও জার্মান–দুই ধরনের বংশগত পরিচয় রয়েছে। তবে তাঁর জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে এবং তাঁর ফুটবল ক্যারিয়ারও এখানেই গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কেবল পারিবারিক পরিচয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর দুই যমজ বড় ভাই রোনান সুলিভান ও ডেকলান সুলিভান বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-২০ জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন। ২০২৬ সালের সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের শিরোপাজয়ী দলের সঙ্গেও তাঁদের সম্পৃক্ততা ছিল। রোনান পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে দুটি গোল করেন এবং ভারতের বিপক্ষে ফাইনালে টাইব্রেকারে বাংলাদেশের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। একই পরিবারের তিন ভাইয়ের আন্তর্জাতিক ফুটবলে দুই দেশের প্রতিনিধিত্বের ঘটনা সুলিভান পরিবারকে বিশেষভাবে আলোচনায় এনেছে।
পারিবারিক সূত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে যোগসূত্র থাকায় ক্যাভান সুলিভানের বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে তাঁর আন্তর্জাতিক ফুটবল ক্যারিয়ারের বর্তমান অবস্থান আলাদা। ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের সিনিয়র জাতীয় দলের হয়ে অভিষেকের পর তিনি অক্টোবরের শুরুতে সেই দলের হয়ে গোলও করেছেন। ফলে বাংলাদেশের হয়ে ভবিষ্যতে খেলার সম্ভাবনা নিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে ফিফার জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিক দল পরিবর্তনের বিধি এবং তাঁর নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক ম্যাচের অবস্থান বিবেচনা করা জরুরি। শুধু বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত হলেই বাংলাদেশের জাতীয় দলে খেলার অধিকার নিশ্চিত হয় না।
ক্যাভান সুলিভানের সামনে এখন দুটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য–ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নের হয়ে নিজের উন্নতি অব্যাহত রাখা এবং যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় দলে জায়গা শক্ত করা। এরপর পরিকল্পনা অনুযায়ী ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দিতে পারলে ইউরোপীয় ফুটবলের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পাবেন তিনি।
তবে বড় ক্লাবে যোগ দেওয়াই সাফল্যের শেষ কথা নয়। নিয়মিত খেলার সুযোগ পাওয়া, শারীরিক সক্ষমতা বাড়ানো এবং উচ্চপর্যায়ের প্রতিযোগিতায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই হবে তাঁর ক্যারিয়ারের পরবর্তী বড় পরীক্ষা। বাংলাদেশি পারিবারিক শিকড়, যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় দলে দ্রুত উত্থান এবং ম্যানচেস্টার সিটিতে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ–সব মিলিয়ে ক্যাভান সুলিভান এখন আন্তর্জাতিক ফুটবলের নজরকাড়া তরুণ প্রতিভাদের একজন।

অবৈধ মোবাইল ফোনে

শেষ পৃষ্ঠার পর

কোটি টাকার রাজস্ব হারাচ্ছে। বিটিআরসির কমিশন সভায় উপস্থাপিত কার্যপত্রে এ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।
পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রথম ধাপে এনইআইআরের মূল কার্যক্রমগুলো চালু করা হবে। তবে এ পর্যায়ে হ্যান্ডসেটের নিবন্ধন বাতিলের ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে না। বর্তমানে মোবাইল অপারেটরদের নেটওয়ার্কে সচল থাকা হ্যান্ডসেটগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধিত হবে। পাশাপাশি অনুমোদিত আমদানিকারক ও দেশীয় উৎপাদকদের কাছে অবিক্রিত হ্যান্ডসেটের আইএমইআই নম্বরের তথ্যও ব্যবস্থাটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বিদেশ থেকে আনা অবৈধ, চোরাচালানের মাধ্যমে প্রবেশ করা এবং শুল্ক-কর ফাঁকি দিয়ে বাজারজাত করা হ্যান্ডসেট শনাক্ত করে বন্ধ করার ব্যবস্থাও থাকবে।
দ্বিতীয় ধাপে উপযুক্ত সময়ে হ্যান্ডসেটের নিবন্ধন বাতিলের ব্যবস্থা চালু করা হবে। এর মাধ্যমে ফোনের মালিকানা যাচাই, ক্লোন হ্যান্ডসেট শনাক্ত এবং আর্থিক জালিয়াতি প্রতিরোধের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
বিটিআরসির কমিশন সভায় সংস্থাটির স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্ট (এসএম) বিভাগের মহাপরিচালক এনইআইআর পুনরায় চালুর বিষয়ে বিস্তারিত কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। এতে বলা হয়, ২০২১ সালের ১ জুলাই পরীক্ষামূলকভাবে চালুর পর তৎকালীন সরকারের সিদ্ধান্তে অবৈধভাবে আমদানি করা ফোন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ করা এবং ক্লোন হ্যান্ডসেট প্রতিরোধের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলো চালু করা হয়নি। ফলে এনইআইআর প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করবে বিটিআরসির এসএম বিভাগ। দুই ধাপে ব্যবস্থা চালুর বিষয়ে সরকারের পূর্বানুমোদন পেতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে আনুষ্ঠানিক চিঠি পাঠানো হবে। রাজস্ব ফাঁকি রোধ, টেলিযোগাযোগ খাতের শৃঙ্খলা নিশ্চিত এবং নিরাপত্তাঝুঁকি মোকাবিলায় বিভিন্ন সংস্থা দীর্ঘদিন ধরে এনইআইআর পূর্ণাঙ্গভাবে চালুর তাগিদ দিয়ে আসছে। ২০২৪ সালের ২৯ অক্টোবর এনবিআর অবৈধ হ্যান্ডসেটের মাধ্যমে রাজস্ব ফাঁকি বন্ধে বিটিআরসিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানায়। পরে ২০২৫ সালের ২৮ জুন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এ ব্যবস্থা পুনরায় চালুর পরিকল্পনায় প্রাথমিক অনুমোদন দেয়।
২০২৫ সালের ১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত উচ্চপর্যায়ের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় দেশের সব নেটওয়ার্কে এনইআইআর পূর্ণাঙ্গভাবে চালুর নির্দেশনা দেওয়া হয়। ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি ব্যবস্থা চালুর প্রস্তুতি থাকলেও জনভোগান্তি এড়ানোর কথা বিবেচনায় নিয়ে ফোন বন্ধ করার গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলো কার্যকর করা হয়নি।
২০২৬ সালের ৯ জুন নিরাপত্তা সংস্থাগুলো আনুষ্ঠানিক চিঠিতে অর্থনৈতিক ও জাতীয় নিরাপত্তাঝুঁকির বিষয় তুলে ধরে এনইআইআর পূর্ণাঙ্গভাবে চালুর প্রয়োজনীয়তার কথা জানায়। একই বছরের ২ জুলাই আইএমইআই, সিম নিবন্ধন এবং মোবাইল আর্থিক সেবায় জালিয়াতির ঝুঁকি নিয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায়ও ব্যবস্থাটি পূর্ণাঙ্গভাবে চালুর সুপারিশ করা হয়।
সর্বশেষ গত ২২ সেপ্টেম্বর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উচ্চপর্যায়ের সভায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিনিধিরা অংশ নেন। সভায় ২০২৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে দুই ধাপে এনইআইআর চালুর সুপারিশ করা হয়। সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, অনিবন্ধিত, চোরাই ও ক্লোন হ্যান্ডসেট সংঘবদ্ধ অপরাধ, মোবাইল ফোন চুরি এবং মোবাইল আর্থিক সেবায় জালিয়াতির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত প্রতিটি যন্ত্রের পরিচয় ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে এনইআইআর পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করা প্রয়োজন বলে মনে করছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলো। এদিকে, ২০২৯ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে শুধু দ্বিতীয় প্রজন্মের (২জি) নেটওয়ার্ক-সমর্থিত মোবাইল হ্যান্ডসেটের ব্যবহার বন্ধে পর্যায়ক্রমিক রূপরেখাও অনুমোদন করেছে বিটিআরসি। এ পরিকল্পনার আওতায় এ ধরনের ফোনের অনুমোদন, উৎপাদন, আমদানি ও বাজারজাতকরণে বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে।

প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ

শেষ পৃষ্ঠার পর

পুনরুদ্ধারের কাছাকাছি রয়েছে দলটি। নির্বাচনে জয় পেতে ডেমোক্র্যাটরা বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আসনে প্রচার জোরদার করছে। বিশেষ করে ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে ভোট দেওয়া কিছু এলাকায় জয় ছিনিয়ে নেওয়ার দিকে নজর দিচ্ছে দলটি।
জেফ্রিস দেশজুড়ে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিয়ে ভোটারদের দলীয় প্রার্থীদের সমর্থন দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন। দলটির নেতারা মনে করছেন, গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আসনে জয় নিশ্চিত করতে পারলে প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সম্ভব।
২০১৮ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। সে সময় ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এবারের নির্বাচনেও একই ধরনের ফলাফলের সম্ভাবনা নিয়ে আশাবাদী দলটির নেতারা।
তবে নির্বাচনের ফলাফল এখনো নিশ্চিত নয়। রিপাবলিকানরাও তাদের ঝুঁকিপূর্ণ আসনগুলো ধরে রাখতে প্রচার চালাচ্ছে। দুই দলই গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী এলাকায় অর্থ ও সাংগঠনিক শক্তি ব্যয় করছে। প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেলে কোন কোন বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, সে বিষয়েও প্রস্তুতি নিচ্ছে ডেমোক্র্যাট নেতৃত্ব। দলটির সম্ভাব্য অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে জীবনযাত্রার ব্যয় কমানো, স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা সম্প্রসারণ এবং ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকাণ্ডের ওপর কংগ্রেসের নজরদারি বাড়ানো। ডেমোক্র্যাটরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে হাকিম জেফ্রিস প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার নির্বাচিত হতে পারেন। সে ক্ষেত্রে তিনি হবেন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ স্পিকার। আগামী ৩ নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটের নিয়ন্ত্রণ নির্ধারিত হবে। প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাটদের জয় হলে আইন প্রণয়ন, সরকারি নীতির ওপর নজরদারি এবং প্রশাসনের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে দলটি বাড়তি ক্ষমতা পাবে।অন্যদিকে, রিপাবলিকানরা কংগ্রেসে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রেখে ট্রাম্পের রাজনৈতিক ও আইন প্রণয়ন কর্মসূচি এগিয়ে নিতে চায়। নির্বাচনের ফলাফল যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে পারে। বিশেষ করে অল্প ব্যবধানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে পারে–এমন আসনগুলোই শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ নির্ধারণে নির্ণায়ক হয়ে উঠতে পারে।

প্রতিশ্রুতির প্রতিযোগিতায় দুই প্যানেল

শেষ পৃষ্ঠার পর

হোসেন কুনু ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ফিরোজ আহমেদের নেতৃত্বাধীন ‘কুনুফিরোজ’ প্যানেল সাত দফা নির্বাচনী ইশতেহারে সংগঠনের নেতৃত্ব ও কার্যক্রমে পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। গত ১৫ অক্টোবর জ্যাকসন হাইটসে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্যানেলটির নেতারা স্থায়ী বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা, সাশ্রয়ী ফিউনারেল হোম সেবা চালু এবং নিউইয়র্কঢাকা রুটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সরাসরি ফ্লাইট পুনরায় চালুর উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানান। তাদের ইশতেহারে ইমিগ্রেশন ও আইনি সহায়তা, তরুণদের কর্মসংস্থান, পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় সহযোগিতার বিষয়গুলোও গুরুত্ব পেয়েছে। নতুন প্রজন্মকে মূলধারার রাজনীতি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে বার্ষিক ইয়ুথ কনভেনশন আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে প্যানেলটির। প্যানেলের নেতারা বাংলাদেশ সোসাইটির আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, প্রশাসনিক জবাবদিহি এবং সদস্যদের সমান মর্যাদা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করেছেন। সাধারণ সম্পাদক পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী রাব্বী সৈয়দ তাঁর দশ দফা নির্বাচনী ইশতেহারে বাংলাদেশ সোসাইটির প্রশাসনিক আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তিনির্ভর সদস্যসেবাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁর পরিকল্পনায় রয়েছে সদস্য নিবন্ধনব্যবস্থা আধুনিকায়ন, অনৈতিক ভোটার নিবন্ধন বন্ধ, প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এবং নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠার বাস্তবসম্মত উদ্যোগ।
সোসাইটির বর্তমান কার্যালয়ের বিধিলঙ্ঘনসংক্রান্ত সমস্যার সমাধান, সমন্বিত সদস্যসেবা কেন্দ্র এবং মোবাইল ক্লিনিক চালুর প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি। বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর ২৪ ঘণ্টার গ্রাহকসেবা চালুর পরিকল্পনা। পাশাপাশি নিউইয়র্কের পাঁচটি বরো থেকে প্রতিবছর তিনজন করে মোট ১৫ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন রাব্বী সৈয়দ। তিনি জানিয়েছেন, নির্বাচিত হলে কাজের অগ্রগতি, অনুমোদিত ব্যয়ের হিসাব এবং প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতার তথ্য সদস্যদের সামনে প্রকাশ করবেন। তিন পক্ষের নির্বাচনী ইশতেহার বিশ্লেষণে দেখা যায়, নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি সবারই রয়েছে। একইভাবে প্রবাসীদের কল্যাণ, নতুন প্রজন্মকে সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতার বিষয়েও তাদের অবস্থানে মিল রয়েছে। তবে অগ্রাধিকারে কিছু পার্থক্য স্পষ্ট। সেলিমুআলী প্যানেল বিদ্যমান কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও প্রবাসী অধিকারসংক্রান্ত উদ্যোগে গুরুত্ব দিয়েছে। কুনুফিরোজ প্যানেল নেতৃত্বে পরিবর্তন, সাশ্রয়ী শেষকৃত্যসেবা এবং যুবসমাজের অংশগ্রহণকে সামনে এনেছে। অন্যদিকে স্বতন্ত্র প্রার্থী রাব্বী সৈয়দ প্রশাসনিক সংস্কার, ডিজিটাল সেবা ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনায় জোর দিয়েছেন।
প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নই বড় চ্যালেঞ্জ : বাংলাদেশ সোসাইটির মতো একটি অলাভজনক কমিউনিটি সংগঠনের জন্য নিজস্ব ভবন প্রতিষ্ঠা, ফিউনারেল হোম পরিচালনা কিংবা বড় পরিসরে সেবামূলক কার্যক্রম চালু করতে উল্লেখযোগ্য অর্থায়ন, প্রশাসনিক অনুমোদন ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন। বিশেষ করে সরাসরি বিমান যোগাযোগ, কনস্যুলার সেবা এবং বাংলাদেশে প্রবাসীদের সম্পদের নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। ফলে এসব ক্ষেত্রে নির্বাচিত নেতৃত্বের ভূমিকা মূলত দাবি উত্থাপন, সমন্বয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চালানোর মধ্যেই সীমিত থাকতে পারে। নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত পরিকল্পনাগুলোর কতটুকু সংগঠনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন সম্ভব এবং কতটুকুর জন্য সরকারি বা বেসরকারি সহযোগিতা প্রয়োজন, তা স্পষ্ট হওয়া জরুরি। আগামী ২৫ অক্টোবর রোববার অনুষ্ঠেয় বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে ২১টি পদে দুই প্যানেলের ৪২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সাধারণ সম্পাদক পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে রয়েছেন রাব্বী সৈয়দ। নির্বাচনের ফলাফল যা-ই হোক, আগামী নেতৃত্বের সামনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থাকবে ঘোষিত প্রতিশ্রুতিগুলোকে বাস্তবসম্মত কর্মপরিকল্পনায় রূপ দেওয়া এবং সংগঠনের সদস্যদের কাছে নিয়মিত অগ্রগতির হিসাব তুলে ধরা।

কুনু-ফিরোজ প্যানেলের নির্বাচনী

শেষ পৃষ্ঠার পর

ও সাবেক ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য জামাল আহমেদ জনি। তিনি বর্তমান নেতৃত্বের বিভিন্ন কার্যক্রমের সমালোচনা করেন এবং ইফতার আয়োজনের ব্যয় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর বক্তব্যে ৯০ হাজার ডলার ব্যয়ের যে অভিযোগ উঠে আসে, তার স্বতন্ত্র সত্যতা প্রতিবেদনে নিশ্চিত করা হয়নি।
‘কুনুফিরোজ’ প্যানেলের ওজন পার্ক নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক ফখরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান বেলাল মাহমুদ, আহ্বায়ক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, ইউনুস সরকার, বাবুল চৌধুরী, মইনুল ইসলাম, অধ্যাপক সৈয়দ আজাদ, মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, বুরহান উদ্দিন কফিল, আব্দুল মান্নান, মোহাম্মদ মহসীন, কাজী তোফায়েল ইসলাম, ফারুক চৌধুরীসহ বিভিন্ন সামাজিক ও কমিউনিটি সংগঠনের নেতারা। সভায় প্যানেলের প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। সভাপতি পদে আজমল হোসেন কুনু, সিনিয়র সহসভাপতি পদে দুলাল বেহেদু, সহসভাপতি পদে আবুল কালাম ভূঁইয়া এবং সাধারণ সম্পাদক পদে ফিরোজ আহমেদ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এ ছাড়া অন্যান্য সম্পাদকীয় ও কার্যকরী সদস্য পদেও প্যানেলের প্রার্থীরা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন।
অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্যসচিব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন এবং ওজন পার্ক নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্যসচিব মির্জা মাহমুদুল হাসান।
সভায় বক্তারা বাংলাদেশ সোসাইটিকে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং নতুন প্রজন্মের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারের কার্যকর প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন।
আগামী ২৫ অক্টোবর রোববার বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে ভোট গ্রহণের কথা রয়েছে। নির্বাচনের আগে উভয় প্যানেলের প্রচারণা ঘিরে নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিউ জার্সিতে উৎসবমুখর

শেষ পৃষ্ঠার পর

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস, দেবী দুর্গা অশুভ শক্তির বিনাশ ও শুভ শক্তির জয়ের প্রতীক। দেবীর আরাধনার মধ্য দিয়ে ভক্তরা প্রার্থনা করেন শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণের। দুর্গোৎসবের প্রতিটি দিন পূজা-অর্চনা, অঞ্জলি দিয়ে শুরু হয় ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা।
দিনভর নানা আয়োজনে অংশ নেন সব বয়সী ভক্ত। দুর্গাপূজার কয়েকটি দিন ধূপ-ধুনো, ঢাক-ঢোল, করতাল আর উলুধ্বনিতে মুখরিত ছিল উৎসব প্রাঙ্গণ । সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলে উৎসবের নানা আয়োজন। ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার পাশাপাশি ছিল সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। শিল্পীদের গান, নাচসহ নানা পরিবেশনা উপভোগ করেন উপস্থিত দর্শনার্থীরা। দুর্গাপূজায় বর্ণিল পোশাক আর উৎসবের সাজে মেতে ওঠে নারী-পুরুষ, শিশু থেকে প্রবীণ সবাই। পরিবার-পরিজন ও পরিচিতজনদের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেন প্রবাসীরা। প্রবাসের ব্যস্ত জীবনে এমন আয়োজন যেন সবাইকে এক সুতোয় বেঁধে রাখে। প্রবাসের মাটিতে দুর্গাপূজা শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরারও এক অনন্য উপলক্ষ। একই সঙ্গে নতুন প্রজন্মের কাছে নিজেদের শেকড় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এ আয়োজন।

বাঙালির বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস

নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে দুর্গোৎসব সমাপ্ত

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের বিশ্বখ্যাত টাইমস স্কয়ারে দুই দিনের বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটেছে 'টাইমস স্কয়ার দুর্গোৎসব ২০২৬'-এর। গত ১০ ও ১১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত এই উৎসবে প্রবাসী বাঙালিদের অংশগ্রহণ, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, সংগীত, নৃত্য ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা মিলিয়ে তৈরি হয় এক আনন্দঘন আবহ। উৎসব সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় অংশগ্রহণকারী, দর্শনার্থী, স্বেচ্ছাসেবক ও সহযোগীদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে টাইমস স্কয়ার দুর্গোৎসব অ্যাসোসিয়েশন।
শনিবার, ১০ অক্টোবর, ঝকঝকে রোদের মধ্যে হাজারো বাঙালির উপস্থিতিতে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে টাইমস স্কয়ার। প্রবাসের মাটিতে বাঙালির ধর্মীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও শারদীয় আনন্দকে একসূত্রে বাঁধে এই আয়োজন।
নিউইয়র্কসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা বাঙালিরা উৎসবে যোগ দিয়ে মা দুর্গার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উদ্?যাপন করেন।
তবে উৎসবের দ্বিতীয় দিন, রবিবার ১১ অক্টোবর, আবহাওয়া ছিল প্রতিকূল। বৃষ্টিস্নাত পরিবেশেও শত শত মানুষ মা দুর্গাকে শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হন। বৃষ্টি উপেক্ষা করে তাঁদের এই অংশগ্রহণ ভক্তি, ভালোবাসা ও বাঙালির সাংস্কৃতিক বন্ধনের এক আবেগঘন চিত্র তুলে ধরে।
প্রতিকূল আবহাওয়াও যে মানুষের উৎসবের আনন্দ ও মায়ের প্রতি টানকে থামিয়ে রাখতে পারে না, তা যেন আবারও প্রমাণিত হয়। দুই দিনের আয়োজনে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ছিল সংগীত, নৃত্য ও নানা সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। পূজা, পুষ্পাঞ্জলি, প্রসাদ বিতরণ এবং ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেন প্রবাসী বাঙালিরা। বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও শারদীয় ঐতিহ্যকে আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে ধরার সুযোগ তৈরি করে এই উৎসব। বিশ্বের অন্যতম পরিচিত জনসমাগমস্থল টাইমস স্কয়ারে দুর্গোৎসবের আয়োজন প্রবাসী বাঙালিদের কাছে শুধু ধর্মীয় উদ্?যাপন নয়; বরং নিজেদের শিকড়, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরারও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ।
এবারের উৎসবের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘদিন ধরে বাঙালির সংস্কৃতি ও দুর্গাপূজার ঐতিহ্য ধরে রাখার ক্ষেত্রে অবদান রাখা ছয়টি সংগঠনকে সম্মাননা প্রদান। সম্মানিত সংগঠনগুলো হলো–বে এরিয়া প্রবাসী ইনকরপোরেটেড, বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন অব গ্রেটার শিকাগো, বেঙ্গলি কালচারাল সোসাইটি, ইস্ট কোস্ট দুর্গাপূজা অ্যাসোসিয়েশন, কল্লোল এবং প্রগতি। প্রবাসে বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং নতুন প্রজন্মের কাছে বাঙালির পরিচয় তুলে ধরার ক্ষেত্রে এসব সংগঠনের অবদানকে স্বীকৃতি দিতেই এই সম্মাননা দেওয়া হয়। দুর্গোৎসবের পরিসমাপ্তি উপলক্ষে এক ধন্যবাদবার্তায় টাইমস স্কয়ার দুর্গোৎসব অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, এবারের আয়োজনকে সফল করে তুলতে যাঁরা পাশে থেকেছেন, সহযোগিতা করেছেন, সময় দিয়েছেন এবং নানাভাবে অবদান রেখেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি সংগঠনটি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। বার্তায় বলা হয়, প্রথম দিনের রৌদ্রোজ্জ্বল পরিবেশে হাজারো বাঙালির অংশগ্রহণ যেমন আনন্দ ও গৌরবের মুহূর্ত তৈরি করেছে, তেমনি দ্বিতীয় দিনের বৃষ্টির মধ্যেও মানুষের উপস্থিতি আয়োজকদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। মানুষের ভালোবাসা, ভক্তি ও সহযোগিতা আগামী দিনের পথচলার শক্তি হয়ে থাকবে।
সংগঠনটি আরও জানায়, এবারের দুর্গোৎসবের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটলেও আনন্দ, ঐক্য ও সম্প্রীতির যাত্রা থেমে থাকবে না। আগামী বছর নতুন উদ্যম, নতুন আশা ও নতুন প্রত্যাশা নিয়ে আবারও মা দুর্গাকে বরণ করে নেওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন আয়োজকেরা।
টাইমস স্কয়ারে দুর্গোৎসবের এই আয়োজন প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ, ঐক্য ও সাংস্কৃতিক বন্ধনকে আরও দৃঢ? করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ হয়ে উঠেছে। ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরার এই প্রচেষ্টা প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছেও বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।
সবশেষে মা দুর্গার কাছে সকলের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করেছে টাইমস স্কয়ার দুর্গোৎসব অ্যাসোসিয়েশন। উৎসবের আনন্দ, মানুষের ভালোবাসা এবং সকলের সহযোগিতাকে সঙ্গে নিয়ে আগামী বছর আবারও নতুন আয়োজনে ফিরে আসার প্রত্যাশা জানিয়েছেন সংগঠনের সংশ্লিষ্টরা।

নিউ ইয়র্কে আইসের হাতে

সাংস্কৃতিক কর্মী ইনামসহ তিন বাংলাদেশি আটক

নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগকারী সংস্থা (আইস)-এর হাতে তিন বাংলাদেশি আটক হওয়ার ঘটনায় প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটিতে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন পরিচিত সাংস্কৃতিক কর্মী ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান আয়োজক ইনামুল হক ইনাম। পরিচিতজনদের বরাতে জানা গেছে, গত বুধবার ইনামুল হককে আটক করা হয়। এরপর থেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন তাঁরা।
প্রায় ৪২ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন ইনামুল হক। দীর্ঘদিন নিউ ইয়র্কের জামাইকা এলাকায় বসবাস করেন তিনি। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বাংলাদেশি শিল্পীদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ইনাম। বাংলাদেশ থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রী ও সংগীতশিল্পীদের যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে অনুষ্ঠান আয়োজন করতেন তিনি।
নব্বইয়ের দশকে তাঁর আমন্ত্রণে সংগীতশিল্পী ফেরদৌস ওয়াহিদ ও কুমার বিশ্বজিৎ নিউ ইয়র্কে এসেছিলেন বলে পরিচিতজনেরা জানিয়েছেন। কয়েক বছর আগে ইনাম ভার্জিনিয়ায় চলে যান। পরে নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে প্রায় ৪০০ মাইল দূরের বাফেলো শহরে বসবাস শুরু করেন। তাঁর পরিচিত কয়েকজনের দাবি, দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করলেও প্রয়োজনীয় বৈধ অভিবাসন নথি সংগ্রহ করতে পারেননি তিনি। তবে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
বাফেলোর আরেক বাংলাদেশি ব্যবসায়ীকে প্রায় এক সপ্তাহ আগে আটক করে আইস।

নিউইয়র্কে চ্যানেল আইয়ের ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

শিব্বীর আহমেদ, নিউইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদ্‌যাপিত হয়েছে বাংলাদেশের বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল আই ও ইমপ্রেস টেলিফিল্মের ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। সম্মাননা প্রদান, সংগীত পরিবেশনা ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে আয়োজনে অংশ নেন প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে উপস্থাপনা করেন একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক, নির্মাতা ও সংগীতশিল্পী আফজাল হোসেন এবং সাংবাদিক ও উপস্থাপক মাইনুল ইসলাম।
আয়োজনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সাংবাদিকতা, পরিবেশ সাংবাদিকতা এবং উত্তর আমেরিকায় চ্যানেল আইয়ের প্রচার ও প্রসারে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা প্রদান। সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য চ্যানেল আইয়ের বিশেষ প্রতিনিধি ও উপস্থাপক মাইনুল ইসলাম, পরিবেশ সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য বিশেষ প্রতিনিধি মো. সৌমিক আহমেদ এবং উত্তর আমেরিকায় চ্যানেল আইয়ের প্রচার ও প্রসারে ভূমিকার জন্য মহাব্যবস্থাপক মো. মহিউদ্দিন খান মঈন সম্মাননা পান। সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড ও চ্যানেল আইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর, আফজাল হোসেন এবং নারী উদ্যোক্তা কনা রেজাসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। বক্তারা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রসার এবং প্রবাসে বাংলাদেশের ঐতিহ্য তুলে ধরতে গণমাধ্যমের ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁদের মতে, প্রবাসে বাংলা গণমাধ্যমের কার্যক্রম নতুন প্রজন্মের সঙ্গে বাংলাদেশের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংযোগ দৃঢ় করতে পারে। অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে জনপ্রিয় অভিনেত্রী মৌসুমী ও সংগীতশিল্পী দিনাত জাহান মুন্নির দ্বৈত সংগীত পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক খালিদ মহিউদ্দিন, ওয়াশিংটনে নিযুক্ত বাংলাদেশের প্রেস মিনিস্টার গোলাম মুর্তজা, নিউইয়র্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের ডেপুটি কনসাল জেনারেল আনিসুজ্জামান, বাংলাদেশ-আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের (বাপা) নেতৃবৃন্দ, শিল্পী, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন অঙ্গনের আমন্ত্রিত অতিথিরা। চ্যানেল আই ও ইমপ্রেস টেলিফিল্মের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এ আয়োজন প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন ও সম্প্রীতির মিলনমেলায় পরিণত হয়।

১০ নভেম্বর আটলান্টিক সিটিতে ভ্রাম্যমাণ কনস্যুলেট সেবা

> ই-পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র, বাংলাদেশি পাসপোর্ট নবায়ন ও সংশোধন, দ্বৈত নাগরিকত্বের সনদ বাংলাদেশের বিভিন্ন সনদপত্র সত্যায়ন, পাওয়ার অব অ্যাটর্নি এবং নো ভিসা রিকোয়ার্ড (এনভিআর) সিলসহ বিভিন্ন ধরনের কনস্যুলার সেবা গ্রহণের সুযোগ পাবেন

সুব্রত চৌধুরী

আটলান্টিক সিটি-নিউ জার্সির আটলান্টিক সিটিতে আগামী ১০ নভেম্বর, মঙ্গলবার, সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য ভ্রাম্যমাণ কনস্যুলেট সেবা প্রদান করা হবে। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির (বিএএসজে) উদ্যোগে এবং সিটি অব আটলান্টিক সিটির মাল্টিকালচারাল সার্ভিসেস বিভাগের সহযোগিতায় এ সেবার আয়োজন করা হয়েছে।
বিএএসজের নিয়মিত সাংগঠনিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ কনস্যুলেট, নিউইয়র্কের সহযোগিতায় এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। আটলান্টিক সিটির ২৭০৯ ফেয়ারমাউন্ট অ্যাভিনিউতে অবস্থিত বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে এ ভ্রাম্যমাণ কনস্যুলেট সেবা প্রদান করা হবে। এ কর্মসূচির আওতায় প্রবাসী বাংলাদেশিরা ই-পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র, বাংলাদেশি পাসপোর্ট নবায়ন ও সংশোধন, দ্বৈত নাগরিকত্বের সনদ, বাংলাদেশের বিভিন্ন সনদপত্র সত্যায়ন, পাওয়ার অব অ্যাটর্নি এবং নো ভিসা রিকোয়ার্ড (এনভিআর) সিলসহ বিভিন্ন ধরনের কনস্যুলার সেবা গ্রহণের সুযোগ পাবেন। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা এবং ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আব্দুর রফিক প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভ্রাম্যমাণ কনস্যুলেট সেবা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

নিউইয়র্কে নৃত্যশিল্পী তাসীন ফেরদৌসের ইন্তেকাল

নিউইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ৩৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী, শিক্ষক ও সাংস্কৃতিক সংগঠক তাসীন ফেরদৌস (Taseen Ferdous)। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটি ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। রোববার (১৮ অক্টোবর) ভোরে নিউইয়র্কের কুইন্সের জ্যামাইকা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পারফর্মিং আর্টসের (বিপা) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও শৈল্পিক পরিচালক অ্যানি ফেরদৌস এবং প্রকৌশলী জাফর আহমেদের একমাত্র কন্যা।
পারিবারিক ও কমিউনিটি সূত্রে জানা গেছে, হঠাৎ তীব্র ভাইরাসজনিত সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার পর শনিবার তাঁকে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) স্থানান্তর করেন। চিকিৎসকদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, শিশুপুত্র লুকাস, বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন, সহকর্মী ও অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন।
তাসীন ফেরদৌস নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশনের একজন শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি নৃত্যচর্চা এবং বাংলা সংস্কৃতি প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। শাস্ত্রীয় ও ঐতিহ্যবাহী নৃত্যে তাঁর দক্ষতা প্রবাসী বাংলাদেশি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তাঁকে পরিচিত করে তোলে। শৈশবেই মায়ের অনুপ্রেরণায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পারফর্মিং আর্টসের (বিপা) মাধ্যমে তাঁর নৃত্যশিক্ষার সূচনা হয়। পরে তিনি লোকনৃত্য ও সমসাময়িক নৃত্যে দক্ষতা অর্জন করেন।
মাত্র ১৩ বছর বয়সে নিউইয়র্কের শিব জ্যোতি ড্যান্স একাডেমিতে প্রখ্যাত নৃত্যগুরু তেজস্বিনী রাজের অধীনে ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য ভরতনাট্যম শেখা শুরু করেন তিনি। দীর্ঘ আট বছর অনুশীলনের পর ২০১৩ সালে ভরতনাট্যমের আনুষ্ঠানিক একক পরিবেশনা

'আরাঙ্গেত্রাম' সম্পন্ন করেন। বিপা ও শিব জ্যোতি ড্যান্স একাডেমির সঙ্গে যুক্ত থেকে নিউইয়র্কের বিভিন্ন বহুসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির আয়োজনে নিয়মিত নৃত্য পরিবেশন করতেন তাসীন।
তাঁর পরিবেশনার মাধ্যমে বাংলা ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তুলে ধরার সুযোগ তৈরি হয়।
সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বাইরেও তাসীন ফেরদৌস বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগে সম্পৃক্ত ছিলেন। বিশেষ করে ব্রুকলিনের কেনসিংটনসহ স্থানীয় এলাকায় অভিবাসী বাংলাদেশিদের নাগরিক অধিকার রক্ষা ও সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।
সহকর্মী, সাংস্কৃতিক অঙ্গনের পরিচিতজন এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছে তাঁর মৃত্যু এক অপূরণীয় ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। অল্প বয়সে তাঁর আকস্মিক চলে যাওয়া পরিবার, স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীদের গভীর শোকের মধ্যে ফেলেছে। তাঁর মৃত্যুতে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত মা অ্যানি ফেরদৌস, বাবা জাফর আহমেদ, স্বামী ও সন্তানসহ পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

USBD TRAVELS & TOURS
347-646-7979

প্যারিসের বিক্ষোভ নিষিদ্ধ

ট্রাম্পের দিকে মাখোঁর কটাক্ষ

ঢাকা

ফ্রান্সে আবারও বিক্ষোভের আশঙ্কায় বৃহস্পতিবার প্যারিসের কয়েকটি এলাকায় সমাবেশ নিষিদ্ধ করেছে পুলিশ। কয়েক দিন আগে শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিক্ষোভ ভয়াবহ সহিংসতায় রূপ নেয়। গত কয়েক বছরের মধ্যে সেটি ছিল দেশটির অন্যতম ভয়াবহ সড়ক সহিংসতার ঘটনা। বুধবার এ নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দেওয়া হয়। এর আগে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে কটাক্ষ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে রাজনৈতিক সুবিধা নিতে ট্রাম্প ফ্রান্সের দাঙ্গাকে কাজে লাগাচ্ছেন বলে মাখোঁ ইঙ্গিত করেন।প্যারিস থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানিয়েছে। প্যারিসে স্থানীয় সময় সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে।

ফরাসি রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়েছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রেসিডেন্টের বাসভবন এলিসি প্রাসাদ, পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ ও পর্যটকদের আকর্ষণীয় স্থান লুভর জাদুঘর ও শঁজেলিজে সড়ক। এ ছাড়া বাস্তিল ও রিপাবলিক চত্বর এবং শাতলে-লে আল শপিং এলাকাসহ আরও কয়েকটি স্থানে সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গত সপ্তাহের শেষে এসব এলাকায় ব্যাপক লুটপাট চালানো হয়। গত সপ্তাহের শেষে মুখোশধারী তরুণদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, দোকানপাটে লুটপাট ও সরকারি ভবনে ভাঙচুরের ঘটনায় সৃষ্ট সহিংসতা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হওয়ার কথা স্বীকার করেছে ফ্রান্স। দেশটির সরকার বলেছে, ওই পরিস্থিতিতে তারা 'নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল।' প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হতে আর ছয় মাস বাকি। এর মধ্যে সহিংসতা ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তির ক্ষতি করেছে ও আর্থিক বাজারে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। সংকট সামাল দিতে হিমশিম খাওয়া মাখোঁ ইঙ্গিত দিয়েছেন, ট্রাম্প ও সম্ভবত ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ফ্রান্সের অস্থিরতা নিয়ে রাজনৈতিক সুবিধা পেতে 'বোকামিপূর্ণ মন্তব্য' করেছেন। নেতানিয়াহুও বর্তমানে নির্বাচনী প্রচারে রয়েছেন। দোহায় মাখোঁ সাংবাদিকদের বলেন, 'কিছু মানুষ ফ্রান্সের ক্ষতিকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছেন। তারা এমন নেতা, যারা নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত– এই অঞ্চলে হোক কিংবা আটলান্টিকের ওপারে।' যুক্তরাষ্ট্রে রিপাবলিকান দলের পক্ষে প্রচারণা চালানোর সময় ট্রাম্প ফ্রান্সের অস্থিরতার সঙ্গে 'অভিবাসী, জিহাদি ও কমিউনিস্টদের' যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। এ সময় তিনি অভিবাসনবিরোধী বক্তব্যকে সামনে আনেন। মঙ্গলবার তিনি ফ্রান্সের কট্টর ডানপন্থী নেতা মেরিন ল্য পেনেরও প্রশংসা করেন। ল্য পেনের সঙ্গে ট্রাম্পের মতাদর্শগত মিল রয়েছে।বুধবার রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে মাখোঁর মন্তব্যকে 'ষড়যন্ত্রমূলক' বলে আখ্যা দেন ল্য পেন। ২০২৭ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জনমত জরিপে এগিয়ে থাকা এই কট্টর ডানপন্থী প্রার্থী বলেন, 'গত শনিবার আমরা যে দৃশ্য দেখেছি, তা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি নয়। মাখোঁর ১০ বছরের শাসনের পর ফ্রান্সের বাস্তব অবস্থা এসব দৃশ্যে ফুটে উঠেছে। এটি দুঃখজনক বাস্তবতা।'

বেশ কয়েকজন বিশ্লেষক ফ্রান্সের বিক্ষোভের জন্য অভিবাসীদের দায়ী করার দাবি নাকচ করেছেন। শনিবার জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির প্রতিবাদে দেশজুড়ে পাঁচ লক্ষাধিক মানুষের বিক্ষোভের আড়ালে পড়ে যায় চলমান সহিংসতা। এর আগে টানা চার সপ্তাহ শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে ফ্রান্সের অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। গত কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ এই দাঙ্গার পর ও শনিবার জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির প্রতিবাদে নতুন বিক্ষোভের আগে মাখোঁর সরকার সতর্ক করে বলেছে, আর কোনো সহিংসতা বরদাশত করা হবে না। প্যারিস ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় শহর লিওঁতে উচ্চমাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পরিকল্পিত নতুন বিক্ষোভও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

নিউ জার্সিতে উৎসবমুখর পরিবেশে দুর্গাপূজা উদযাপিত

সুব্রত চৌধুরী

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি রাজ্যে উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্?যাপিত হয়েছে শারদীয় দুর্গাপূজা।

পূজা-অর্চনা, অঞ্জলি, আরতি ও নানা সাংস্কৃতিক আয়োজনে মেতে ওঠেন প্রবাসী সনাতন ধর্মাবলম্বীরা। ধর্মীয় আচার আর আনন্দ-উৎসবে এক মিলনমেলায় পরিণত হয় উৎসব প্রাঙ্গণ। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস, দেবী দুর্গা অশুভ শক্তির বিনাশ ও শুভ শক্তির জয়ের প্রতীক। দেবীর আরাধনার মধ্য দিয়ে ভক্তরা প্রার্থনা করেন শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণের। দুর্গোৎসবের প্রতিটি দিন পূজা-অর্চনা, অঞ্জলি দিয়ে শুরু হয় ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা। দিনভর নানা আয়োজনে অংশ নেন সব বয়সী ভক্ত। দুর্গাপূজার কয়েকটি দিন ধূপ-ধুনো, ঢাক-ঢোল, করতাল আর উলুধ্বনিতে মুখরিত ছিল উৎসব প্রাঙ্গণ । সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলে উৎসবের নানা আয়োজন। ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার পাশাপাশি ছিল সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। শিল্পীদের গান, নাচসহ নানা পরিবেশনা উপভোগ করেন উপস্থিত দর্শনার্থীরা। দুর্গাপূজায় বর্ণিল পোশাক আর উৎসবের সাজে মেতে ওঠে নারী-পুরুষ, শিশু থেকে প্রবীণ সবাই। পরিবার-পরিজন ও পরিচিতজনদের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেন প্রবাসীরা। প্রবাসের ব্যস্ত জীবনে এমন আয়োজন যেন সবাইকে এক সুতোয় বেঁধে রাখে। প্রবাসের মাটিতে দুর্গাপূজা শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরারও এক অনন্য উপলক্ষ। একই সঙ্গে নতুন প্রজন্মের কাছে নিজেদের শেকড় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এ আয়োজন।

অভিমত প্রকাশে উন্মুক্ত দৈনিক
তরুণ কণ্ঠ

৬০, পুরানা পল্টন (সেবা আইকন) লিফট এর -২, ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৮১৬ ১৮৫০৭২, ০১৯১১-৯৬৯৫১৩
জিপিও বক্স নং- ২৮২৮, ফোন- ০২-৯৫১৩৬৯৭

ই-মেইলঃ E-mail: torunkanthabd@gmail.com
www.dailytorunkantho.com
e.dailytorunkantho.com

LiveNewsbangla.com

৬০, পুরানা পল্টন (সেবা আইকন) লিফট এর -২, ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৮১৬ ১৮৫০৭২, ০১৯১১-৯৬৯৫১৩
জিপিও বক্স নং- ২৮২৮, ফোন- ০২-৯৫১৩৬৯৭

ই-মেইলঃ editorlivenewsbangla@gmail.com
infolivenewsbangla@gmail.com

সত্যের সন্ধানে অবিচল
খবর
রেজি: ডিওএইস ৭৩৩৯৬১৭ ■ বর্ষ ২৯ ■ সংখ্যা ৪৩
৭ কার্তিক ১৪৩৩ ■ ১২ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৮
২৩ অক্টোবর ২০২৬ ■ শুক্রবার
www.khabor.com

‘অসুরেরা থেমে নেই’: নিউইয়র্কে দুর্গোৎসবে সম্প্রীতি ও ঐক্যের বার্তা

। মেয়র মামদানির ।

জ্যাকসন হাইটসের ওঁম শক্তি মন্দিরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দুর্গোৎসবে যোগ দিয়ে ধর্মীয় সহাবস্থান ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষার আহ্বান

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি

সমাজে বিভেদ ও বিদ্বেষ ছড়ানোর অপচেষ্টার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি। প্রবাসী বাংলাদেশি হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গোৎসবে যোগ দিয়ে তিনি বলেছেন, ‘অসুরেরা থেমে নেই।’ দেবী দুর্গার অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ের প্রতীকী তাৎপর্য তুলে ধরে তিনি ধর্মীয় সম্প্রীতি, সামাজিক সংহতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
মঙ্গলবার (২০ অক্টোবর) সন্ধ্যায়

এরপর পৃষ্ঠা ২৭

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন

প্রচারে ট্রাম্প ও ওবামা

৩ নভেম্বর ২০২৬

- কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দুই দলের লড়াই
- অর্থনীতি ও অভিবাসননীতি নির্বাচনের প্রধান ইস্যু

শিব্বীর আহমেদ, ওয়াশিংটন ডিসি

আগামী ৩ নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচন সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে প্রচার-প্রচারণা জোরদার করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখা এবং পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে দুই দলের প্রার্থীদের পক্ষে মাঠে নামছেন তাঁরা। নির্বাচনের ফলাফল প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটে ক্ষমতার ভারসাম্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বিশেষ করে কয়েকটি অঙ্গরাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আসনের ফলাফল কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ নির্ধারণ করতে পারে। ট্রাম্প রিপাবলিকান প্রার্থীদের পক্ষে প্রচার চালাচ্ছেন। অন্যদিকে, ওবামা ডেমোক্র্যাট প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার ও তহবিল সংগ্রহের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন।
রিপাবলিকানদের কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখার লক্ষ্যে প্রচার জোরদার করেছেন ট্রাম্প। তিনি দলীয় সমর্থকদের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন এবং তাঁর প্রশাসনের নীতির পক্ষে জনসমর্থন ধরে রাখার চেষ্টা করছেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের নাম এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনের ব্যালটে না থাকলেও নির্বাচনকে তাঁর প্রশাসনের কর্মসূচির প্রতি জনসমর্থনের পরীক্ষা হিসেবে তুলে ধরছেন তিনি। তবে জীবনযাত্রার ব্যয়, জ্বালানির মূল্য এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ভোটারদের উদ্বেগ রিপাবলিকানদের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। নির্বাচনী প্রচারে এসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।ডেমোক্র্যাট প্রার্থীদের সমর্থন বাড়াতে প্রচারে আরও সক্রিয় হয়েছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। বিভিন্ন নির্বাচনী সমাবেশ, প্রার্থীদের প্রতি সমর্থন ঘোষণা এবং তহবিল সংগ্রহের মাধ্যমে দলটির নির্বাচনী অবস্থান শক্তিশালী করার চেষ্টা করছেন তিনি। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওহাইও ও মিশিগানের মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্যে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীদের পক্ষে প্রচারে অংশ নেওয়ার কর্মসূচি রয়েছে ওবামার। জর্জিয়ায় ডেমোক্র্যাট সিনেট প্রার্থী জন অসফ এবং গভর্নর পদপ্রার্থী কেইশা ল্যান্স বটমসের

এরপর পৃষ্ঠা ২৭

বাংলাদেশি ফুটবল বিস্ময় বালক ক্যাভান সুলিভান গন্তব্য ম্যানচেস্টার সিটি

শিব্বীর আহমেদ, নিউ ইয়র্ক

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের তরুণ ফুটবল সুপারস্টার ক্যাভান সুলিভানকে ঘিরে আন্তর্জাতিক ফুটবলে বাড়ছে আলোচনা। মাত্র ১৭ বছর বয়সেই পেশাদার ফুটবলে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন এই মিডফিল্ডার। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় দলের হয়ে অভিষেক ও গোল করার পর তাঁর ক্যারিয়ার নিয়ে আগ্রহ আরও বেড়েছে। একই সঙ্গে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের অন্যতম শীর্ষ ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটিতে তাঁর সম্ভাব্য যোগদান নিয়েও চলছে আলোচনা।

এরপর পৃষ্ঠা ২৭

বাংলাদেশ সোসাইটি নির্বাচন

কুনু-ফিরোজ প্যানেলের নির্বাচনী সভায় ব্যাপক উপস্থিতি

পরিবর্তনের অঙ্গীকার

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি

বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে নিউইয়র্কের ওজন পার্কে ‘কুনুফিরোজ’ প্যানেলের নির্বাচনী সভায় বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি অংশ নিয়েছেন। আগামী ২৫ অক্টোবর অনুষ্ঠেয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এ সভায় সংগঠনের নেতৃত্বে পরিবর্তন, আর্থিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং প্রবাসীদের কল্যাণে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্যানেলের প্রার্থীরা।
গত ১৩ অক্টোবর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওজন পার্কের আল মদিনা পার্টি হলে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজকদের ভাষ্য অনুযায়ী, উপস্থিতি এতটাই বেশি ছিল যে অনেককে অনুষ্ঠানস্থলের বাইরে দাঁড়িয়ে বক্তব্য শুনতে হয়েছে। সন্ধ্যা আটটা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত সভার কার্যক্রম চলে।
সভায় সভাপতি পদপ্রার্থী আজমল হোসেন কুনু বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটিকে একটি শক্তিশালী, গণমুখী ও কার্যকর সংগঠনে পরিণত করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তিনি দাবি করেন, ব্যক্তিগত কোনো প্রাপ্তির প্রত্যাশা থেকে নয়, বরং প্রবাসী বাংলাদেশিদের সেবার উদ্দেশ্যেই তিনি আবার নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন।
কুনু বলেন, এটি তাঁর শেষ নির্বাচন। নির্বাচিত হলে তিনি বাংলাদেশের ৬৪ জেলার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ৬৪ সদস্যের একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন এবং আট বিভাগের প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে ট্রাস্টি বোর্ড ২০ সদস্যে উন্নীত করার উদ্যোগ নেবেন।
সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ফিরোজ আহমেদ বাংলাদেশ সোসাইটিকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের প্রতিশ্রুতি দেন।
তিনি বলেন, সোসাইটির কার্যক্রমে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমিয়ে প্রবাসীদের কল্যাণে অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে কমিউনিটির জন্য অতিরিক্ত কবরস্থান ক্রয় এবং সংগঠনের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রকাশের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। বর্তমান কমিটির বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ব্যর্থতার অভিযোগও তোলেন ফিরোজ আহমেদ। তবে এসব অভিযোগের বিষয়ে বর্তমান কমিটির বক্তব্য মূল প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার

এরপর পৃষ্ঠা ২৭

প্রতিশ্রুতির প্রতিযোগিতায় দুই প্যানেল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি

বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচন ঘিরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণে নানা প্রতিশ্রুতি নিয়ে ভোটারদের সামনে হাজির হয়েছেন প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্যানেল ও একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী। আগামী ২৫ অক্টোবর অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ‘সেলিমুআলী’ ও ‘কুনুফিরোজ’ প্যানেলের পাশাপাশি সাধারণ সম্পাদক পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী রাব্বী সৈয়দও পৃথক নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছেন।
তিন পক্ষের প্রতিশ্রুতিতে প্রাধান্য পেয়েছে নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা, সংগঠনের আর্থিক স্বচ্ছতা, প্রবাসীদের আইনি সহায়তা, মরদেহ দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা, নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণ এবং সেবামূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ। তবে এসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অর্থায়ন, সময়সীমা ও প্রশাসনিক সক্ষমতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়ে গেছে।
বর্তমান সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বাধীন ‘সেলিমুআলী’ প্যানেল তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে বাংলাদেশ সোসাইটির নিজস্ব ভবন বা কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠার অসমাপ্ত উদ্যোগ সম্পন্ন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
প্যানেলটির পরিকল্পনায় রয়েছে ফেডারেল, স্টেট ও সিটি সরকারের অনুদান সংগ্রহের মাধ্যমে সংগঠনের সেবামূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ, নিউইয়র্কে স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণ এবং বাংলা স্কুলের কার্যক্রম বৃদ্ধি।
এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য হোমওয়ার্ক হেল্প সেন্টার, ইমিগ্রেশন ও আইনি পরামর্শ, সরকারি চাকরি ও প্রশিক্ষণের তথ্য সরবরাহ এবং নিম্নআয়ের প্রবাসীদের আবাসন ও সরকারি সুবিধা পেতে সহায়তার অঙ্গীকার করা হয়েছে।
প্রবাসীদের মৃত্যুর পর শেষকৃত্য সম্পন্ন ও মরদেহ বাংলাদেশে পাঠানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতার পাশাপাশি নিউইয়র্ক থেকে বাংলাদেশ বিমানের সরাসরি ফ্লাইট চালু এবং কনস্যুলার সেবা সহজ করার উদ্যোগ নেওয়ার কথাও জানিয়েছে প্যানেলটি।
বাংলাদেশে প্রবাসীদের সম্পদ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ সুরক্ষা সেল গঠন এবং নিউইয়র্কের পাঁচটি ভোটকেন্দ্রভিত্তিক এলাকায় পৃথক ওয়ার্কিং ও অ্যাডভাইজরি কমিটি গঠনের প্রতিশ্রুতিও রয়েছে তাদের ইশতেহারে।
সাবেক সভাপতি আজমল

এরপর পৃষ্ঠা ২৭

অবৈধ মোবাইল ফোনে রাজস্ব ফাঁকি ঠেকাতে চালু হচ্ছে এনইআইআর

ঢাকা

অবৈধভাবে মোবাইল ফোন উৎপাদন, চোরাচালান এবং অনুমোদনহীন বিক্রির মাধ্যমে বছরে সরকারের প্রায় ২ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি রোধে উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। এ লক্ষ্যে আগামী বছরের ১ জানুয়ারি থেকে দুই ধাপে জাতীয় যন্ত্রপাতি শনাক্তকরণ নিবন্ধন ব্যবস্থা (এনইআইআর) পুনরায় চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্লোন হ্যান্ডসেট শনাক্ত এবং মোবাইল আর্থিক সেবায় (এমএফএস) জালিয়াতি বন্ধেরও লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) মূল্যায়ন অনুযায়ী, অবৈধ মোবাইল ফোনের কারণে সরকার বছরে প্রায় ২ হাজার

এরপর পৃষ্ঠা ২৭

মধ্যবর্তী নির্বাচনে

প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার আশা ডেমোক্র্যাটদের

শিব্বীর আহমেদ, ওয়াশিংটন ডিসি

আগামী ৩ নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচন সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধারে আশাবাদী ডেমোক্র্যাটরা। দলটির নেতা হাকিম জেফ্রিসের মতে, নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের জয়ের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আসনের ফলাফল কংগ্রেসে ক্ষমতার ভারসাম্য নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের (এপি) সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জেফ্রিস ডেমোক্র্যাটদের নির্বাচনী সম্ভাবনা নিয়ে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী,

> “ জয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আসনগুলোতে প্রচার জোরদার করছে দলটি

প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ

এরপর পৃষ্ঠা ২৭

৭ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ

১০ বছরের এফ-৩৫ চুক্তি চূড়ান্ত করল পেন্টাগন ও লকহিড মার্টিন

ওয়াশিংটন ডিসি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ (ডিপার্টমেন্ট অব ওয়ার) এবং মার্কিন প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নির্মাতা প্রতিষ্ঠান লকহিড মার্টিন এফ-৩৫ লাইটনিং-টু যুদ্ধবিমান কর্মসূচি শক্তিশালী করতে ১০ বছর মেয়াদি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত চুক্তি চূড়ান্ত করেছে। এই চুক্তির আওতায় কর্মসূচির উন্নয়ন, উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রক্ষণাবেক্ষণে অন্তত ৭ বিলিয়ন ডলার নিজস্ব অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে লকহিড মার্টিন। প্রতিরক্ষা বিভাগের এক ঘোষণায় বলা হয়েছে, দীর্ঘমেয়াদি এই চুক্তির লক্ষ্য হলো যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চম প্রজন্মের

এরপর পৃষ্ঠা ২৬

নিউ জার্সিতে উৎসবমুখর পরিবেশে দুর্গাপূজা উদযাপিত

স্যামুয়েল এস. পিনারু

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি রাজ্যে উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্?যাপিত হয়েছে শারদীয় দুর্গাপূজা। পূজা-অর্চনা, অঞ্জলি, আরতি ও নানা সাংস্কৃতিক আয়োজনে মেতে ওঠেন প্রবাসী সনাতন ধর্মাবলম্বীরা। ধর্মীয় আচার আর আনন্দ-উৎসবে এক মিলনমেলায় পরিণত হয় উৎসব প্রাঙ্গণ।

এরপর পৃষ্ঠা ২৭

আপনি কি আপনার BUSINESS এর জন্য PHONE SOLUTION খুঁজছেন?
RingGrid নিয়ে এলো মাত্র $19.99* - এ Business Phone

Only 19.99* per Month per user
CALL NOW
888-383-7188
http://ringgrid.com
*Tax and 3 years contract required.
Adress: 37-22 73rd Street, Suite 1E, Jackson Heights, NY 11372

প্রধান সম্পাদক: শিব্বীর আহমেদ , **প্রকাশক ও সম্পাদক:** মো মশিউর রহমান মজুমদার, **বার্তা সম্পাদক:** রিমা ওয়াহিদ। খবর কতৃক ৩৭-২২, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ১ই, জ্যাকসন হাইটস, নিউইর্য়ক -১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৬৪৬-৭২৫-০০৬৭, ই-মেইল: news@khabor.com Web: khabor.com